



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট
সিনিয়র প্ল্যানারের কার্যালয়
সিলেট সিটি কর্পোরেশন ভবন (৫ম তলা), তোপখানা, সিলেট

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.২২.০০২.২০.৪৯৫

তারিখ: ১০ আশ্বিন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ত্রৈমাসিক ১ম কোয়ার্টার (জুলাই - সেপ্টেম্বর, ২০২৩) স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

যথাযথ সম্মান পূর্বক উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিসের তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ত্রৈমাসিক ১ম কোয়ার্টার (জুলাই - সেপ্টেম্বর, ২০২৩) স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন (অর্জিত মান - ০২) সদয় পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

২৫-০৯-২০২৩
জনাব শাহীন আহমেদ
সিনিয়র প্ল্যানার

পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), পরিচালক এর দপ্তর, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর।

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.২২.০০২.২০.৪৯৫/১ (১২)

তারিখ: ১০ আশ্বিন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উপ-পরিচালক এর দপ্তর(ভৌত পরিকল্পনা), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
- ২। উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উপ-পরিচালক এর দপ্তর(গবেষণা ও সমন্বয়), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
- ৩। সিনিয়র প্ল্যানার, সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট;
- ৪। সিনিয়র প্ল্যানার, থানা সেন্টার প্ল্যানিং-১, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
- ৫। সিনিয়র প্ল্যানার, রিজিওনাল প্ল্যানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
- ৬। সিনিয়র প্ল্যানার, টাউন প্ল্যানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
- ৭। প্ল্যানার, থানা সেন্টার প্ল্যানিং-২, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
- ৮। প্ল্যানার, রিজিওনাল প্ল্যানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
- ৯। সহকারী প্ল্যানার, টাউন প্ল্যানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
- ১০। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
- ১১। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসন শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং
- ১২। অফিস, কপি।।



২৫-০৯-২০২৩

জনাব শাহীন আহমেদ
সিনিয়র প্ল্যানার

সকল সংযুক্তিসমূহ:

(১) তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনার ত্রৈমাসিক ১ম কোয়ার্টার স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০২৩) সংযুক্তিসহ

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

সিলেট আঞ্চলিক অফিস

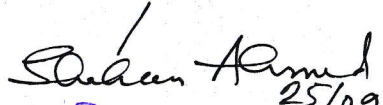
ত্রৈমাসিক তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা এর অর্জন প্রতিবেদন

জুলাই - সেপ্টেম্বর, ২০২৩

তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মপরিকল্পনার ত্রৈমাসিক (জুলাই - সেপ্টেম্বর, ২০২৩) স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন

কার্যক্রমের ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২০২৪					মোট অর্জন	অর্জিত মান	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
প্রতিষ্ঠানিক	০৬	[১.১] তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি	[১.১.১] নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তিকৃত	%	০১	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	৯০%	৮০%	-	-	১০০%	১	কোন আবেদন জমা পড়েনি বিধায় নিষ্পত্তির প্রয়োজন হয়নি।
						অর্জন	১০০%							
		[২.১] বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	[২.১.১] নির্ধারিত সময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত	তারিখ	০১	লক্ষ্যমাত্রা	১৫-১০-২০২৩	৩১-১০-২০২৩	৩০-১১-২০২৩	-	-	৩	১	চলমান
						অর্জন								
		[২.২] তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	[২.২.১] প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন	সংখ্যা	০১	লক্ষ্যমাত্রা	৩	২	১	--	--			সংযুক্তি-১
						অর্জন	৩							

মোট লক্ষ্যমাত্রা = ০৩
লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মোট অর্জন = ০২


 (শাহীন আহমেদ)
 সিনিয়র প্রোগ্রামার
 নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
 সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট
 গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সিলেট বিভাগীয় শহর মহাপরিকল্পনা (২০১০-২০৩০)

ভূমিকা

সিলেট শুধু একটি ঐতিহাসিক শহর নয়, এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন এলাকার বৈশিষ্ট্য বহন করে। সিলেট শহর ও এর আশেপাশের ৮৫.১৮ ব: কি: (২১০৩৯ একর) এলাকা নিয়ে আলোচ্য পরিকল্পনাটি প্রণীত হয়েছে। এর মধ্যে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের এলাকা ২৬.৫ ব: কি: এবং অবশিষ্ট ৫৮.৬৮ ব: কি: এলাকা সিটি কর্পোরেশন বহির্ভূত। সিলেট শহরের ভূমির উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে +১.২৩৩ মি: থেকে +৪.২২১ মি: এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। অধিকাংশ এলাকা সুরমা নদীর সম্ভাব্য বিপদ সীমার চেয়ে উঁচু। সিলেটের সঙ্গে সমগ্র দেশের সড়ক, রেল ও বিমান পথে চমৎকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান। নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ব্যবসা বাণিজ্য, কলকারখানা গড়ে উঠেছে। ফলে শহর দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। পূর্বে এই বৃদ্ধি ছিল অনেকটা অপরিকল্পিত। যত্রতত্র ভবন/অবকাঠামো নির্মাণের ফলে কৃষি জমি, প্রাকৃতিক জলাধার সমূহ ভয়াবহ ভাবে হারাতে শুরু করেছে। তাই প্রয়োজন ছিল একটি যুগোপযোগী মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে সিলেট শহরকে সুন্দর ও আধুনিক শহরে পরিণত করতে “প্রিয়ারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্র্যান ফর সিলেট ডিভিশনাল টাউন” শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয় যা সামঞ্জির পর মাস্টার প্র্যানটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৭ নভেম্বর ২০১১ তারিখে গৃহীতকৃত করা হয় এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশনকে বাস্তবায়নের জন্য বুদ্ধি দিয়ে দেয়া হয়।

মহাপরিকল্পনার দর্শন

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পছতিগতভাবে স্থানীয় বিন্যাস, আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠন, পরিবেশের মান উন্নয়ন এবং আনন্দময় সামাজিক সেবা সংস্থানের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করার মহৎ উদ্দেশ্যের মধ্যে মহাপরিকল্পনার দর্শন নিহিত। এই মহাপরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সিলেট শহরকে বাসযোগ্য একটি নগরে পরিণত করা যার ফলস্বরূপে এই অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রতিফলিত হবে। এই শহর হবে সিলেট অঞ্চলের অর্থনৈতিক চালিকা শক্তির প্রাণকেন্দ্র, যেখানে মানুষ বসবাসের জন্য আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধাদি বিদ্যমান থাকবে।

মহাপরিকল্পনার উদ্দেশ্য

- শহরের বিভিন্ন খাতভিত্তিক উন্নয়ন সম্ভাবনা অন্বেষণ এবং উন্নয়নের জন্য ২০ বছর মেয়াদী উন্নয়ন রূপকল্প প্রণয়ন।
- দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও গোষ্ঠীগত চাহিদা পূরণ করতঃ তাদের জীবন মান উন্নয়ন করাসহ উন্নত পরিবহন সংযোগ ব্যবস্থা, আবাসন, সড়ক অবকাঠামো, বাজার, বাস স্টেশন, স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ, পয়ঃ নিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, অবকাশ ও অন্যান্য অবকাঠামো সুবিধাদির উন্নয়ন ও হালনাগাদ করার লক্ষ্যে জনগণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
- এলাকাভিত্তিক অগ্রাধিকারমূলক নিষ্কাশন পরিকল্পনা, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং টেকসই নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ অন্যান্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নির্ধারণের মাধ্যমে উন্নত জীবনযাত্রার জন্য অংশগ্রহণ ভিত্তিক ব্লক, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী বিভিন্ন খাতভিত্তিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- ভবিষ্যৎ উন্নয়নের স্বার্থে বেসরকারী খাতের উন্নয়নে নিয়ন্ত্রণ আরোপ, স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা বিধান।

মহাপরিকল্পনার স্তর: সিলেট মহাপরিকল্পনাকে ০৩ (তিন)টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে;

স্ট্রাকচার প্র্যান (গোষ্ঠাভিত্তিক পরিকল্পনা)

২০ বছর মেয়াদী (২০১০-২০৩০) একটি পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় শহরের উন্নয়নে বিভিন্ন সেক্টর ভিত্তিক পলিসি/ডাটাবেইজ প্রণয়ন করা হয়েছে। সমগ্র স্ট্রাকচার প্র্যান এলাকাকে সর্বমোট ১২টি স্ট্র্যাটেজিক প্র্যানিং জোনে (SPZ) ভাগ করা হয়েছে। ১২টি জোনের মধ্যে ৬টি জোন প্রত্যাবিত আরবান এরিয়া প্র্যান এলাকায় এবং অবশিষ্ট ৬টি আরবান এরিয়া প্র্যান বহির্ভূত এলাকায় অবস্থিত।



মানচিত্র-০১ : স্ট্রাকচার প্র্যান

আরবান এক্সা প্র্যান নেগর এলাকা পরিকল্পনা

১০ বছর মেয়াদী (২০১০-২০২০) একটি পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় শহরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা রয়েছে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে রূপরেখা প্রণয়ন এবং শহরের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা/নিয়ন্ত্রণের নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় সিলেট নগর এলাকাকে ০৩ টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে (মূল শহর এলাকা, বর্তমান নগর এলাকা ও ভবিষ্যতের নগর এলাকা) এবং প্রতিটি এলাকার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উন্নয়নের ধারা ও সম্ভাবনাকে বিবেচনা করে প্রতিটি ভাগকে কয়েকটি জোনে ভাগ করা হয়েছে। এগুলোকে বলা হয়েছে Strategic Planning Zone (SPZ)। সর্বমোট ০৬টি Strategic Planning Zone (SPZ) আরবান এরিয়া প্র্যান এলাকায় অবস্থিত।



মানচিত্র-০২ : আরবান এরিয়া প্র্যান

ডিউইন্ড এক্সা প্র্যান (কিউ এলাকা পরিকল্পনা)

০৩ থেকে ০৫ বছর মেয়াদী একটি পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় যেসব এলাকা জরুরী ভিত্তিতে গ্র্যাশন নেয়া প্রয়োজন সেসব এলাকার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই প্র্যানটিকে বিস্তারিত প্র্যান এজন্য বলা হয়, কারণ এই প্র্যানে কি কি সুবিধাদি প্রদান করা হবে তা বিস্তারিত ভাবে প্রণয়ন করা থাকে যা বাস্তবায়নযোগ্য।



মানচিত্র-০৩ : বিনোদন পার্ক

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা

এই পরিকল্পনায় মোট ১৫টি ভূমি ব্যবহার জোন প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে সর্ব বৃহৎ জোন হবে নগর আবাসন। এই খাতে প্রায় ৩৭.২৯ শতাংশ ভূমি বরাদ্দ করা হয়েছে। দীর গতির নগরায়নের জন্য কৃষি জমি (১৬.৯৮%) থাকবে। এই জোনে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে টিলা/পাহাড় রয়েছে। এগুলোকে সংরক্ষণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার জোনিং এ প্রায় ৩৫১২.৮৪ একর স্থান চা বাগান হিসাবে রাখা হয়েছে। এখানে শুধু চা বাগান সংশ্লিষ্ট বসত-বাড়ী ভিন্ন অন্য কোন ধরনের আবাসন নির্মাণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিছু এলাকা পরিকল্পিত আবাসন নির্মাণের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অপরিকল্পিত উন্নয়নকেও সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।



মানচিত্র-০৪ : ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা



নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট
পুঁহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

সিলেট সিটি কর্পোরেশন (পুরাতন ভবন), ৫ম তলা, রোপশন, সিলেট-৩১০০
www.udd.sylhet.gov.bd, www.udd.gov.bd

ই-মেইল: uddsyhet@yahoo.com, sps@udd.gov.bd

দুরলপন : +৮৮-০২৯৯-৯৯০৯৬-০৩

+৮৮-০২৯১১-০০২৫১

সিলেট বিভাগীয় শহরের মহাপরিকল্পনা (২০১০-২০৩০)

ভূমিকা

সিলেট শুধু একটি ঐতিহাসিক শহরই নয়, এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন এলাকার বৈশিষ্ট্য বহন করে। সিলেট শহর ও এর আশেপাশের ৮৫.১৮ ব: কি: (২১০৩৯ একর) এলাকা নিয়ে আলোচ্য পরিকল্পনাটি প্রণীত হয়েছে। এর মধ্যে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের এলাকা নিয়ে আলোচ্য পরিকল্পনাটি প্রণীত হয়েছে। এর মধ্যে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের এলাকা ২৬.৫ ব: কি: এবং অবশিষ্ট ৫৮.৬৮ ব: কি: এলাকা সিটি কর্পোরেশন বহির্ভূত। সিলেট শহরের ভূমির উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে +১.২৩৩ মি: থেকে +৪.২২১ মি: এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। অধিকাংশ এলাকা সুরমা নদীর সম্ভাব্য বিপদ সীমার চেয়ে উঁচু। সিলেটের সঙ্গে সমগ্র দেশের সড়ক, রেল ও বিমান পথে চমৎকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান। নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ব্যবসা বাণিজ্য, কল-কারখানা গড়ে উঠেছে। ফলে শহর দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। এই বৃদ্ধি ছিল অনেকটা অপরিকল্পিত। যত্রতত্র ভবন/অবকাঠামো নির্মাণের ফলে কৃষি জমি, প্রাকৃতিক জলাধার সমূহ ভরাট হয়ে পড়ছিল। তাই প্রয়োজন ছিল একটি যুগোপযোগী মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে সিলেট শহরকে সুন্দর ও আধুনিক শহরে পরিণত করতে “প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর সিলেট ডিভিশনাল টাউন” শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয় যা সমাপ্তির পর মাস্টার প্ল্যানটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৭ নভেম্বর ২০১১ তারিখে গেজেটভুক্ত করা হয় এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশনকে বাস্তবায়নের জন্য বুঝিয়ে দেয়া হয়।

মহাপরিকল্পনার দর্শন

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পদ্ধতিগতভাবে স্থানীয় বিন্যাস, আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠন, পরিবেশের মান উন্নয়ন এবং আনন্দময় সামাজিক সেবা সংস্থানের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করার মহৎ উদ্দেশ্যের মধ্যে মহাপরিকল্পনার দর্শন নিহিত। এই মহাপরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সিলেট শহরকে বাসযোগ্য একটি নগরে পরিণত করা যার ফলশ্রুতিতে এই অঞ্চলের সামাজিক উন্নয়ন প্রতিফলিত হবে। এই শহর হবে সিলেট অঞ্চলের অর্থনৈতিক চালিকা শক্তির প্রাণকেন্দ্র, যেখানে মানুষ বসবাসের জন্য আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধাদি বিদ্যমান থাকবে।

মহাপরিকল্পনার উদ্দেশ্য

- ▶ শহরের বিভিন্ন খাতভিত্তিক উন্নয়ন সম্ভাবনা অন্বেষণ এবং উন্নয়নের জন্য ২০ বছর মেয়াদী উন্নয়ন রূপকল্প প্রণয়ন।
- ▶ দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও গোষ্ঠীগত চাহিদা পূরণ করতঃ তাদের জীবন মান উন্নয়ন করাসহ উন্নত পরিবহন সংযোগ ব্যবস্থা, আবাসন, সড়ক অবকাঠামো, বাজার, বাস স্টেশন, স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ, পয়ঃ নিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, অবকাশ ও অন্যান্য অবকাঠামো সুবিধাদির উন্নয়ন ও হালনাগাদ করার লক্ষ্যে নগরের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
- ▶ এলাকাভিত্তিক অগ্রাধিকারমূলক নিষ্কাশন পরিকল্পনা, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং টেকসই নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অন্যান্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নির্ধারণের মাধ্যমে উন্নত জীবন যাত্রার জন্য অংশগ্রহণ ভিত্তিক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী বিভিন্ন খাতভিত্তিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- ▶ ভবিষ্যৎ উন্নয়নের স্বার্থে বেসরকারী খাতের উন্নয়নে নিয়ন্ত্রণ আরোপ, স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা বিধান।

মহাপরিকল্পনার স্তর: সিলেট মহাপরিকল্পনাকে ০৩ (তিন)টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে;

স্ট্রাকচার প্ল্যান (কাঠামোগত পরিকল্পনা)

২০ বছর মেয়াদী (২০১০-২০৩০) একটি পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় শহরের উন্নয়নে বিভিন্ন সেক্টর ভিত্তিক পলিসি/ডাটাবেইজ প্রণয়ন করা হয়েছে। সমগ্র স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকাকে সর্বমোট ১২টি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং জোনে (SPZ) ভাগ করা হয়েছে। ১২টি জোনের মধ্যে ৬টি জোন প্রস্তাবিত আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকায় এবং অবশিষ্ট ৬টি আরবান এরিয়া প্ল্যান বহির্ভূত এলাকায় অবস্থিত।



চিত্র: ১.১ স্ট্রাকচার প্ল্যান (কাঠামোগত পরিকল্পনা) ম্যাপ

আরবান এরিয়া প্ল্যান (নগর এলাকা পরিকল্পনা)

১০ বছর মেয়াদী (২০১০-২০২০) একটি পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় শহরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা রয়েছে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে রূপরেখা প্রণয়ন এবং শহরের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা/নিয়ন্ত্রণের নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় সিলেট নগর এলাকাকে ০৩ টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে (মূল শহর এলাকা, বর্তমান নগর এলাকা ও ভবিষ্যতের নগর এলাকা) এবং প্রতিটি এলাকার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উন্নয়নের ধারা ও সম্ভাবনাকে বিবেচনা করে প্রতিটি ভাগকে কয়েকটি জোনে ভাগ করা হয়েছে। এগুলোকে বলা হয়েছে Strategic Planning Zone (SPZ)। সর্বমোট ০৬টি Strategic Planning Zone (SPZ) আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকায় অবস্থিত।



চিত্র: ১.২ আরবান এরিয়া প্ল্যান ম্যাপ

ডিটেইন্ড এরিয়া প্ল্যান (বিশদ এলাকা পরিকল্পনা)

০৩ থেকে ০৫ মেয়াদী একটি পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় যেসব এলাকা জরুরী ভিত্তিতে এ্যাকশন নেয়া প্রয়োজন সে সব এলাকার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই প্ল্যানটিকে বিস্তারিত প্ল্যান এজন্য বলা হয়, কারণ এই প্ল্যানে কি কি সুবিধাদি প্রদান করা হবে তা বিস্তারিতভাবে প্রণয়ন করা থাকে যা বাস্তবায়নযোগ্য।

ক। টিলাগড়-সিলেট বাইপাস রোড (৮০ ফুট প্রশস্ত)

টিলাগড় থেকে সিলেট বাইপাস পর্যন্ত ৮০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করা হবে।

এই রাস্তা টিলাগড় ইউনিয়ন এবং খাদিমপাড়া ইউনিয়নকে যুক্ত করবে সেই সঙ্গে বহর, দেবপুর ও টিলাগড় প্রভৃতি এলাকায় যাতায়াত সহজতর করবে।

অবস্থান : টিলাগড়, দেবপুর ও বহর

আনুমানিক জমির পরিমাণ : ২৫.৩৭ একর বা ১০.২৭ হেক্টর

রাস্তার দৈর্ঘ্য : ৪.৮৫ কি: মি:

প্রকলিত ব্যয়

ক্র: নং:	ব্যয়ের খাত	একক	পরিমাণ	দর (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
১.	ভূমি অধিগ্রহণ	কাঠা	১৫২২.১৪	২৫০,০০০/কাঠা	৩৮০,৫৩৫,০০০.০০
২.	ভূমি উন্নয়ন	ব:ফুট	১০৯৫৯৪০.৮	২৫.০০/ব: ফুট.	২৭,৩৯৮,৫২০.০০
৩.	উভয় দিকে ফুটপাথ সহ ৮০ ফুট প্রশস্ত বিল্ডিংলাস রাস্তা নির্মাণ	কি: মি:	৪.৮৫ কি:মি:	৯০,০০০০০/ কি:মি:	৪৩,৬৫০,০০০.০০
মোট :					৪৫,১৫,৮৩,৫২০.০০

খ। শাহী ঈদগাহ-চৌকিদেখি রাস্তা (৬০ ফুট প্রশস্ত)

শাহী ঈদগাহ থেকে রাস্তাটি-চৌকিদেখিতে এয়ারপোর্ট রোডের সঙ্গে মিলিত হবে। ৬০ ফুট প্রশস্ত এই রাস্তাটি আশ্রয়খানা পেয়েন্টে যানজট হ্রাস করবে এবং আশে পাশের এলাকায় যাতায়াত সহজ করবে। অত্র এলাকার ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের অনুরোধে এই রাস্তা প্রস্তাব করা হয়েছে।

অবস্থান : শাহী ঈদগাহ, চৌকিদেখি

আনুমানিক জমির পরিমাণ : ৫.১৯ একর বা ২.১০ হেক্টর

রাস্তার দৈর্ঘ্য : ১.৩ কি: মি:

ক্র: নং:	ব্যয়ের খাত	একক	পরিমাণ	দর (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
১.	ভূমি অধিগ্রহণ	কাঠা	৩১১.৪০	২৫০,০০০/কাঠা	৭৭,৮৫,০০০.০০
২.	ভূমি উন্নয়ন	ব:ফুট	২২৪২০৮	২৫.০০/ব: ফুট.	৫,৬০৫,২০০.০০
৩.	উভয় দিকে ফুটপাথ সহ ৮০ ফুট প্রশস্ত বিটুমিনাস রাস্তা নির্মাণ	কি: মি:	১.১৩	৯০,০০০০০/ কি:মি:	১০,১৭০,০০০.০০
মোট :					৯৩,৬২৫,২০০.০০

গ। সেন্ট্রাল জেলখানার খালি জায়গায় বিনোদন পার্ক নির্মাণ

আলোচ্য পরিকল্পনায় শহরের বর্তমান সেন্ট্রাল জেলকে স্থানান্তরের প্রস্তাব করা হয়েছে। স্থানান্তরের পর খালি জায়গায় একটি বিনোদন পার্ক নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। স্থানটি ধোপাদীঘির পাড়ে এবং আনুমানিক ভূমির পরিমাণ ৯.২৮ একর। স্থানটিতে বৃক্ষরাজি দিয়ে একটি মনোরম ল্যান্ডস্কেপ তৈরী করা হবে। একটি জলাশয় থাকবে এবং তার ধার ঘেঁসে পায়ে চলা পাকা পথ লুপ আকারে সমগ্র বিনোদন এলাকাকে যুক্ত করবে। কয়েকটি পয়েন্টে পথটি কাছাকাছি রাস্তার সঙ্গে যুক্ত হবে। কিছু দূর পর পর দৃষ্টিনন্দন বাগান থাকবে। গ্রানাইট, রট আয়রন এবং কংক্রিটের তৈরী বসার উঁচু আসন থাকবে যাতে ওখানে বসে দর্শনার্থীরা বাগানের প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে পারেন। সমগ্র এলাকাকে আলো দিয়ে এমন ভাবে সজ্জিত করা হবে যেন সূর্যাস্তের পর স্থানটি একটি স্বপ্নলোকে পরিণত হয়। এই বিনোদন পার্কে ছোট আকারে একটি চিড়িয়াখানাও থাকবে, কারণ সিলেটে কোন চিড়িয়াখানা নেই। চিত্র-১.৩ এ বিনোদন পার্কের একটি নমুনা নক্সা দেখানো হলো।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ঘনবসতিপূর্ণ নগর এলাকায় দৃষ্টি নন্দন নৈসর্গিক উন্মুক্ত স্থান তৈরী করে বিনোদনের ব্যবস্থা করা।
- সকল বয়সী এবং সকল শ্রেণীর মানুষের বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

সম্ভাব্যতা যাচাই

প্রাথমিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, প্রকল্পটি ফিজিবল হবে, কারণ এটি একটি স্বল্প বাজেটের প্রকল্প। অধিকন্তু সামাজিক প্রয়োজনের দিক থেকে এর প্রয়োজন ব্যাপক। এর কারিগরী এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোন সমস্যা নেই, শুধু ভূমি হস্তান্তর ছাড়া।

ইমপ্যাক্ট যাচাই অর্থনৈতিক ইমপ্যাক্ট

- জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করবে।
- ভূমির মূল্য বৃদ্ধি করবে।
- স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবসায়ের প্রসার ঘটাবে।
- সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি করবে।
- স্থানীয় কমিউনিটির সমৃদ্ধি ঘটাবে।

সামাজিক ইমপ্যাক্ট

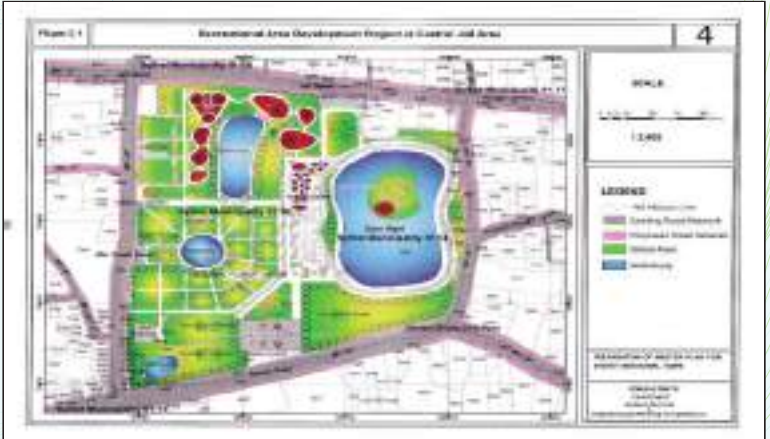
- এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধি পাবে।
- মানুষ ভ্রমণ করতে উৎসাহিত হবে, পর্যটন এর প্রসার ঘটাবে।
- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করলে মানুষের মধ্যে কমিউনিটি মালিকানা পদ্ধতির প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে।

প্রত্যাশিত সুবিধা

- ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার হবে।
- মানুষের চিত্ত বিনোদনের নতুন সুযোগ তৈরী হবে।

প্রাকলিত ব্যয়

ক্র: নং:	ব্যয়ের খাত	একক	পরিমাণ	দর (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
১.	ভূমি অধিগ্রহণ	কাঠা	৭৯৪.৪	২,০০০,০০০.০০/কাঠা	১৫,৮৮,৮০,০০০০.০০
২.	ভূমি উন্নয়ন	ব:ফুট	৫৭১৯৬৮	৬০.০০/ব:ফুট	৩,৪৩,১৮,০৮০.০০
৩.	বাগান, ল্যান্ডস্কেপ তৈরী এবং বৃক্ষ রোপন	কাঠা	৭৯৪.৪	১৫০০.০০/কাঠা	১,১৯১,৬০০.০০
মোট :					১৬,২৪,৩০,৯৬৮০.০০



মানচিত্র-১.৩: সেন্ট্রাল জেলখানার খালি জায়গায় বিনোদন পার্ক নির্মাণ

ঘ। জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশনের পাশে পানি নির্ভর বিনোদন কেন্দ্র
এর অবস্থান সাদিপুর মৌজার দ্বিতীয় অংশে যেখানে সরকারী খাস জমি
রয়েছে। প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেয়া হলো।
বিনোদন প্রত্যাশীদের সুবিধার জন্য সমগ্র এলাকাকে নৈসর্গিক
বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে সাজানো হবে। চমৎকার বুলেভার্ড তৈরীর জন্য
বিভিন্ন স্কেলের বৃক্ষরাজি ব্যবহার করা হবে, স্থানে স্থানে মডিউল আকারে
দৃষ্টিনন্দন বাগান নির্মান করা হবে। প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকনের জন্য উঁচু
বসার আসন থাকবে। চিত্র-১.৪ তে নুমনা নক্সা দেয়া হলো।

প্রকল্পের প্রভাব বলায়

সিলেট শহরে চিত্তবিনোদনের ব্যাপক অভাব রয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি
এবং শহর যতই সম্প্রসারিত হবে এই অভাব ততই বেশি অনুভূত
হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সিটি কর্পোরেশন এলাকা ছাড়াও
পাশের এলাকা যেমন ধোপাদীঘির পাড়, নাইওরপুল, বন্দর ইত্যাদি
এলাকার মানুষও এই বিনোদন সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

সর্বমোট ভূমি	: ২৫.৫০ একর
অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণ	: ৯.২৮ একর
বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ	: সিলেট সিটি কর্পোরেশন ও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সম্পদের উৎস	: সরকার

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ঘনবসতিপূর্ণ নগর এলাকায় দৃষ্টিনন্দন নৈসর্গিক উন্মুক্ত স্থান তৈরী করে বিনোদনের ব্যবস্থা করা।
- সকল বয়সী এবং সকল শ্রেণীর মানুষের বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রত্যাশিত সুবিধা

- ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার হবে।
- মানুষের চিত্ত বিনোদনের নতুন সুযোগ তৈরী হবে।

প্রাক্কলিত ব্যয়

ক্র: নং:	ব্যয়ের খাত	একক	পরিমাণ	দর (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
১.	ভূমি অধিগ্রহণ	কাঠা	নাই	নাই	নাই
২.	ভূমি উন্নয়ন	ব:ফুট	১২৬২৭৩৬	৬০.০০	৭,৫৭,৬৪,১৬০.০০
৩.	বাগান, ল্যান্ডস্কেপ তৈরী এবং বৃক্ষ রোপন	কাঠা	১৭৫৩.৮০	১৫০০.০০	২৬,৩০.৭০০.০০
মোট :					৭৮,৩,৯৪,৮৬০.০০

ভূমি	: ২৯.২৩ একর বা ১১.৮৩ হেক্টর
বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ	: সিলেট সিটি কর্পোরেশন ও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সম্পদের উৎস	: সরকার/দাতা সংস্থা
বাস্তবায়নকাল	: ২০১০-২০১৫



মানচিত্র-১.৪: জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশনের পাশে পানি নির্ভর বিনোদন কেন্দ্র।

ঙ। সুরমা নদী তীর উন্নয়ন প্রকল্প

এটি একটি বিনোদনমূলক প্রকল্প। প্রকল্পের অবস্থান বাগবাড়ী মৌজার মজুমদার পাড়ায়। স্থানটি সিটি কর্পোরেশন এলাকার অভ্যন্তরে। মোট জমি ২৫.২৩ একর। এখানে ব্যস্ত মানুষের অবসর বিনোদনের জন্য বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষরাজি শোভিত দৃষ্টিনন্দন বাগান তৈরী করা হবে। এখানে উঁচু স্থানে বসার ব্যবস্থা থাকবে যাতে নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগ করা যায়। রাত্রিতে পরিকল্পিত আলোক সজ্জা দ্বারা স্বপ্নলোকের আবহ তৈরী করা হবে। বিস্তারিত চিত্র-১.৫ এ দেখানো হয়েছে। এটি একটি নমুনা নক্সা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- নদী তীরের নৈসর্গিক পরিবেশ দৃষ্টিনন্দন বাগান নির্মাণ করে শহরের মানুষের জন্য বিনোদন সুবিধা সৃষ্টি।
- সকল বয়সী এবং সকল শ্রেণীর মানুষের বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

সম্ভাব্যতা যাচাই

প্রাথমিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, প্রকল্পটি ফিজিবল হবে, কারণ এটি একটি স্বল্প বাজাটের প্রকল্প। অধিকন্তু সামাজিক প্রয়োজনের দিক থেকে এর প্রয়োজন ব্যাপক। এর কারিগরী এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোন সমস্যা নেই, শুধু ভূমি হস্তান্তর ছাড়া।

ইমপ্যাক্ট যাচাই

অর্থনৈতিক ইমপ্যাক্ট

- কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করবে।
- আশে পাশের ভূমির মূল্য বৃদ্ধি করবে।
- স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবসায়ের প্রসার ঘটাবে।
- সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি করবে।
- স্থানীয় কমিউনিটির সমৃদ্ধি ঘটাবে।

সামাজিক ইমপ্যাক্ট

- সমাবেশ ও মেলামেশার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধি পাবে।
- মানুষের ভ্রমণ করতে উৎসাহিত হবে, পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটবে।
- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করলে মানুষের মধ্যে কমিউনিটি মালিকানা পদ্ধতির প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে।

পরিবেশগত ইমপ্যাক্ট

- নদী তীরে অবৈধ কর্মকাণ্ড রোধ করে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ সচল রাখবে।

প্রত্যাশিত সুবিধা

- ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার হবে।
- মানুষের চিন্ত বিনোদনের নতুন সুযোগ তৈরী হবে।

প্রাকলিত ব্যয়

ক্র: নং:	ব্যয়ের খাত	একক	পরিমাণ	দর (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
১.	ভূমি অধিগ্রহণ	কাঠা	১৫১৩.৮	২০০০০০.০০	৩০,২৭,৬০,০০০.০০
২.	ভূমি উন্নয়ন	ব:ফুট	১০৮৯৯৩৬	৬০.০০	৬,৫৩,৯৬,১৬০.০০
৩.	বাগান, ল্যান্ডস্কেপ তৈরী এবং বৃক্ষ রোপন	কাঠা :	১৫১৩.৮	১৫০০.০০	২২,৭০,৭০০.০০
মোট :					৩৭,০৪,২৬,৮৬০.০০

ভূমি

: ২৫.২৩ একর বা ১১.৭৯ হেক্টর

বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ

: সিলেট সিটি কর্পোরেশন ও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

সম্পদের উৎস

: সরকার।



মানচিত্র-১.৫: সুরমা নদী তীর উন্নয়ন প্রকল্প

চ। সুরমা আবাসিক এলাকার পাশে লেক উন্নয়ন প্রকল্প

বাগবাড়ী মৌজায় ধোপা খাল বরাবর ২০.২৭ একর ভূমির এই লেক নির্মাণের প্রস্তাব করা হচ্ছে। এটি মূলত লেক ও পার্ক ভিত্তিক বিনোদন প্রকল্প। লেক ছাড়াও এখানে ভ্রমণকারীদের আকর্ষণ করার জন্য সুসজ্জিত বাগান এবং বসার সুব্যবস্থা থাকবে। চিত্র-১.৬ এ একটি নমুনা নক্সা দেয়া হলো।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- লেক নির্ভর নৈসর্গিক পরিবেশে দৃষ্টিনন্দন বাগান নির্মাণ করে শহরের মানুষের জন্য বিনোদন সুবিধা সৃষ্টি।
- সকল বয়সী এবং সকল শ্রেণীর মানুষের বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রত্যাশিত সুবিধা

- ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার হবে।
- মানুষের চিন্তা বিনোদনের নতুন সুযোগ তৈরী হবে।

প্রাক্কলিত ব্যয়

ক্র: নং:	ব্যয়ের খাত	একক	পরিমাণ	দর (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
১.	ভূমি অধিগ্রহণ	কাঠা	১২১৬.২	২০০০০০.০০	২৪৩,২৪০,০০০.০০
২.	ভূমি উন্নয়ন	ব:ফুট	৮৭৫৬৬৪	৬০.০০	৫২,৫৩৯,৮৪০.০০
৩.	বাগান, ল্যান্ডস্কেপ তৈরী এবং বৃক্ষ রোপন	কাঠা :	১২১৬.২	১৫০০.০০	১,৮২৪,৩০০.০০
মোট :					২৯৭,৬০৪,১৪০.০০

ভূমি

বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ

সম্পদের উৎস

: ২০.২৭ একর বা ৯.৪৭ হেক্টর

: সিলেট সিটি কর্পোরেশন ও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

: সরকার/দাতা সংস্থা



মানচিত্র-১.৬: সুরমা আবাসিক এলাকার পাশে লেক উন্নয়ন প্রকল্প

ছ। সিভিক সেন্টার নির্মাণ (আংশিক)

ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান অনুযায়ী টুলটিকর ইউনিয়নের দেবপুর মৌজায় একটি সিভিক সেন্টার নির্মিত হবে। প্রকল্পটি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হবে। বর্তমান প্রকল্পের অধীনে শুধুমাত্র ভূমি অধিগ্রহণ এবং ভূমি উন্নয়ন কাজ করা হবে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রাত্যহিক জীবনে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ সৃষ্টি, নাগরিক জীবনযাত্রা সহজতর করা।

প্রত্যাশিত সুবিধা

- বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন করতে সুবিধা হবে, ফলে নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ বাড়বে।
- প্রভাববলয়ে বসবাসকারীরা সহজে বাজার ও প্রাত্যহিক কেনাকাটার সুবিধা পাবেন।
- স্থানীয় ব্যবসার প্রসার ঘটবে।

প্রাকালিত ব্যয়

ক্র: নং:	ব্যয়ের খাত	একক	পরিমাণ	দর (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
১.	ভূমি অধিগ্রহণ	কাঠা	৮৫৫০	২০০০০০.০০	১৭১০,০০০,০০০.০০
২.	ভূমি উন্নয়ন	ব:ফুট	৬১৫৬০০০	৫০.০০	৩০৭,৮০০,০০০.০০
				মোট :	২০১৭,৮০০,০০০.০০

ভূমি
বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ
সম্পদের উৎস

: ১৪২.৫০ একর বা ৫৭.৬৯ হেক্টর
: সিলেট সিটি কর্পোরেশন ও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
: সরকার/দাতা সংস্থা



সিলেট বিভাগীয় শহরের মহাপরিকল্পনা (২০১০-২০৩০)

প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের
তথ্যকণিকা



নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

সিলেট সিটি কর্পোরেশন (পুরাতন ভবন), ৫ম তলা, তোপখানা, সিলেট-৩১০০

www.udd.sylhet.gov.bd, www.udd.gov.bd

ই-মেইল : uddsylhet@yahoo.com, sps@udd.gov.bd

দুরালপন : +৮৮-০২৯৯-৬৬৩৬৬-৩৩

+৮৮-০২৪১১-০০২৫১

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট

www.udd.sylhet.gov.bd, www.udd.gov.bd

ই-মেইল : uddsylhet@yahoo.com, sps@udd.gov.bd

দুরালাপন : +৮৮-০২৯৯-৬৬৩৬৬-৩৩

+৮৮-০২৪১১-০০২৫১

শিল্পে বিভাগীয় শহরের মাসিক পত্রিকা
(২০১০-২০১০)

স্ট্রাকচার প্র্যান্স, আরবান এরিয়া প্র্যান্স
ও
ডিটেইন্ড এরিয়া প্র্যান্স

জুন ২০১০



নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সিলেট বিভাগীয় শহরের মহাপরিকল্পনা (২০১০-২০৩০)

স্ট্রাকচার প্ল্যান, আরবান এরিয়া প্ল্যান
ও
ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান

জুন ২০১০



নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ১৭, ২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্ৰায়ন ও প্ৰাপ্ত মন্ত্রণালয়
পৰিকল্পনা শাখা-৩
প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৮ কার্তিক ১৪১৮/২৩ অক্টোবর ২০১১

নং পূণ্য/পরি-২/০৮/২০০৪(অংশ-২)/২২০—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Organizational Set up, Phase-II, (Departments/Directorates and Other Organizations under them), Volume XV (Ministry of Works), Chapter VI (Urban Development Directorate, June, 1983 এর Allocation of Functions এর ক্ষমতাবাদে সরকার সিলেট এবং বরিশাল বিভাগীয় শহরের জন্য নতুন Master Plan এলাকা নির্ধারণ এবং অত্র এলাকাধীন প্রণীত Master Plan (Structure Plan, Urban Area Plan ও Detailed Area Plan) বখাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া অনুমোদন করিয়াছে।

অতএব, সরকার অত্র প্রজ্ঞাপনের ঘরা নতুন Master Plan (Structure Plan, Urban Area Plan ও Detailed Area Plan) এর অনুমোদনের বিষয়টি, অনুমোদিত Master Plan সহ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : অনুমোদিত মানিয়ার প্ল্যান ও প্রতিবেদন এর কপি নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ৮২ সেতন বাগিচা, ঢাকা-১০০০ এবং জেলা প্রশাসক, সিলেট ও জেলা প্রশাসক, বরিশাল এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশন ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এর কার্যালয়ে জনসাধারণের পরিদর্শনের সুবিধার্থে সংরক্ষিত থাকিবে।

রত্নপতির আদেশক্রমে

মোঃ গোলাম মোহাম্মদ
সিনিয়র সহকারী প্রধান।

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।

আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,

তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

(১৪৭৯৭)

মূল্য : টাকা ২.০০

**সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান
স্ট্রাকচার প্ল্যান, আরবান এরিয়া প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান**

সূচীপত্র

সূচীপত্র
মুখবন্ধ
সারসংক্ষেপ

পৃষ্ঠা
i
xii
xvi

প্রথম খণ্ড-স্ট্রাকচার প্ল্যান ও আরবান এরিয়া প্ল্যান

প্রথম অধ্যায়: পটভূমি

১.১	সূচনা	পৃষ্ঠা ১
১.২	প্রকল্প পটভূমি	১
১.৩	প্রকল্প এলাকার বিবরণ	২
১.৩.১	অবস্থান	২
১.৩.২	স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার আয়তন	২
১.৩.৩	আলোচ্য প্ল্যান প্যাকেজ	২

দ্বিতীয় অধ্যায়: সিলেট শহরের সার্বিক অবস্থা এবং পূর্ববর্তী পরিকল্পনা প্রয়াসসমূহ

২.১	ঐতিহাসিক পটভূমি	৫
২.২	জনসংখ্যা পরিবর্তন	৫
২.৩	পরিকল্পনা এলাকার ভৌত বৈশিষ্ট্যসমূহ	৬
২.৩.১	পরিকল্পনা এলাকার জিও-ফিজিক্যাল অবস্থা	৬
২.৩.২	স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার ভূমি ব্যবহার	৭
২.৩.৩	আর্থ-সামাজিক অবস্থা	৮
২.৪	শহর সম্প্রসারণের গতিধারা	৮
২.৫	পূর্ববর্তী পরিকল্পনা প্রয়াস	১১
২.৫.১	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত স্ট্রাকচার প্ল্যান এবং এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান	১১
২.৫.২	স্ট্রাকচার প্ল্যানের পটভূমি	১১
২.৫.৩	স্ট্রাকচার প্ল্যানের উদ্দেশ্য	১১
২.৫.৪	প্রকল্প এলাকা	১১
২.৫.৪.১	উন্নয়নের কৌশলগত নীতিমালা	১১
২.৫.৪.২	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	১১
২.৫.৫	স্ট্রাকচার প্ল্যান বাস্তবায়ন	১২
২.৫.৬	এ্যাকশন প্ল্যান	১২
২.৫.৭	পরিকল্পনা প্রস্তাবনার বাস্তবায়ন পর্যালোচনা	১৪
২.৬	জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের গৃহায়ন প্রকল্প (১৯৯০)	১৪
২.৭	বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত সাইট এবং সার্ভিস পরিকল্পনা	১৫
২.৮	বিসিক শিল্প নগরী স্থাপন	১৫

২.৯	সড়ক পরিবহন উন্নয়ন পরিকল্পনা	১৫
তৃতীয় অধ্যায়: জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতিমালা ও কৌশল		
৩.১	জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা	১৭
৩.১.১	পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা	১৭
৩.১.২	দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (পি আর এস পি)	১৮
৩.২	নগর সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতি, আইন, বিধি এবং নির্দেশনার আলোকে প্রণীত নীতি নির্ণায়ক	১৯
৩.২.১	নগর উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক নীতি	১৯
৩.৩	জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা সমূহের সাথে সিলেট মাস্টার প্ল্যান এর সম্পর্ক	৩২
চতুর্থ অধ্যায়: উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ		
৪.১	অবকাঠামোগত সেবা সুবিধা	৩৩
৪.২	নগরায়ন এবং জনসংখ্যা	৩৩
৪.৩	অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান	৩৫
৪.৩.১	অর্থনৈতিক অবস্থার সাধারণ চিত্র	৩৫
৪.৩.২	বাজার ও বিপণন সুবিধা	৩৬
৪.৪	পরিবহন ব্যবস্থা	৩৭
৪.৪.১	বিন্যাসন পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা	৩৭
৪.৪.২	পরিবহন ও যাতায়াত ব্যয়	৩৮
৪.৫	আবাসন ব্যবস্থা	৩৮
৪.৬	পরিবেশ	৪০
৪.৬.১	অতি জনঘনত্ব ও তার সমস্যা	৪০
৪.৬.২	বন্যা ও নদী জালন	৪০
৪.৬.৩	ভূ-কম্পন জনিত হুমকি	৪০
৪.৬.৪	টিপাইমুখ বাঁধের জন্য আশঙ্কা	৪০
৪.৬.৫	পানি নিষ্কাশন সমস্যা	৪০
৪.৭	সামাজিক ও কমিউনিটি সেবাসুবিধা	৪১
৪.৭.১	শিক্ষা ব্যবস্থা	৪১
৪.৭.২	স্বাস্থ্যসেবা	৪১
৪.৭.৩	বিনোদন সুবিধা	৪১
৪.৮	মিউনিসিপ্যাল সেবাসুবিধা	৪১
৪.৮.১	পানি সরবরাহ	৪১
৪.৮.২	জ্বালানী	৪১
৪.৮.৩	পয়ঃনিষ্কাশন	৪১
৪.৮.৪	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৪১
৪.৮.৫	বিন্যাস	৪১
৪.৮.৬	টেলিযোগাযোগ	৪১
৪.৮.৭	ডাক ব্যবস্থা	৪১
৪.৮.৮	অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্র	৪১
৪.৮.৯	সামাজিক নিরাপত্তা	৪১
৪.৯	পর্যটক আকর্ষণীয় স্থান	৪১
৪.১০	জাতীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়নে সিলেটের ভূমিকা	৪১

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাটির প্রান
স্ট্রাকচার প্রান, আরবান এরিয়া প্রান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্রান

পৃষ্ঠা		পৃষ্ঠা
১৫	৪.১১ নগর উন্নয়নে প্রধান অন্তরায়	৪৮
	৪.১১.১ সিটি কর্পোরেশনের সীমাবদ্ধতা	৪৮
	৪.১১.২ প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতার অভাব	৪৮
	৪.১১.৩ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ সমস্যা	৫০
১৭	৪.১১.৪ রিয়েল এস্টেট কোম্পানীর অনিয়ন্ত্রিত প্রসার	৫০
১৭	৪.১১.৫ বেসিক শিল্প কার্টামোর অভাব	৫০
১৮	৪.১২ সিলেটের উন্নয়ন সম্ভাবনা	৫০
১৯	৪.১২.১ বিদেশী পুঁজি সমাবেশ	৫০
১৯	৪.১২.২ সরকারী এবং বেসরকারী বিনিয়োগ	৫১
৩২	৪.১২.৩ ক্ষুদ্র ও মাঝারী বিনিয়োগ প্রসার	৫১
	৪.১২.৪ শিল্পায়নের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা স্থাপন	৫১
	৪.১২.৫ পর্যটন খাতের উন্নয়ন	৫২
	৪.১২.৬ স্থানীয় সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি	৫২

পঞ্চম অধ্যায়: স্ট্রাকচার প্রানের নীতি ও সুপারিশমালা

৩৩	৫.১ স্ট্রাকচার প্রানের ধারণা	৫৩
৩৩	৫.১.১ স্ট্রাকচার প্রানের উদ্দেশ্য	৫৩
৩৫	৫.১.২ স্ট্রাকচার প্রানের সীমানা	৫৩
৩৬	৫.১.৩ স্ট্রাকচার প্রানের ধরণ ও প্রকৃতি	৫৩
৩৭	৫.১.৪ স্ট্রাকচার প্রানের বিষয়বস্তু	৫৩
৩৮	৫.১.৫ স্ট্রাকচার প্রানের মেয়াদকাল এবং সংশোধন	৫৪
৩৮	৫.২ স্ট্রাকচার প্রান এলাকার জনসংখ্যা অভিক্ষেপ ও বিস্তরণ	৫৪
৪০	৫.৩ আরবান এরিয়া প্রান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্রানের মধ্যে সম্পর্ক	৫৬
৪০	৫.৪ ভৌত উন্নয়নের কৌশল	৫৭
৪০	৫.৪.১ বিদ্যমান ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করণ	৫৭
৪০	৫.৪.২ নতুন এলাকাকে পরিকল্পিত উন্নয়নের আওতায় আনা	৫৮
৪০	৫.৪.৩ এলাকা সংরক্ষণ ও সুরক্ষা	৫৯
৪১	৫.৫ স্ট্রাকচার প্রানের নীতি ও সুপারিশমালা	৬০
৪১	৫.৫.১ নগরোন্নয়ন নীতিমালা	৬০
৪১	৫.৫.২ পরিবহন ও যোগাযোগ নীতিমালা	৬২
৪২	৫.৫.৩ স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ	৬৪
৪২	৫.৫.৪ পানি সরবরাহ	৬৫
৪২	৫.৫.৫ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৬৬
৪৪	৫.৫.৬ শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নয়ন	৬৭
৪৪	৫.৫.৭ আবাসন	৬৮
৪৪	৫.৫.৮ অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান	৬৯
৪৫	৫.৫.৯ পর্যটন এবং বিনোদন	৭০
৪৫	৫.৫.১০ পরিবেশ	৭১
৪৭	৫.৬ নীতি বাস্তবায়ন	৭২

ষষ্ঠ অধ্যায়: আরবান এরিয়া প্রান এলাকার উন্নয়ন ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা

৪৭	৬.১ সূচনা	৭৩
----	-----------------	----

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান
স্ট্রাকচার প্ল্যান, আবাসন এরিয়া প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান

৬.২	আবাসন এরিয়া প্লানের বিষয়বস্তু	৭৩
৬.২.১	আবাসন এরিয়া প্লানের উদ্দেশ্য	৭৩
৬.২.২	আবাসন এরিয়া প্লান ও স্ট্রাকচার প্লানের মধ্যে সম্পর্ক	৭৩
৬.২.৩	আবাসন এরিয়া প্লান এর মেয়াদ ও সংশোধন	৭৩
৬.২.৪	আবাসন এরিয়া প্লানের ধরণ ও পরিধি	৭৩
৬.৩	আবাসন এরিয়া প্লান উপস্থাপনা	৭৪
৬.৩.১	আবাসন এরিয়া প্লানের বিভাজন	৭৪
৬.৩.২	জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি ও জনঘনত্ব	৭৪
৬.৩.৩	সুপারিশকৃত মানদণ্ড	৭৪
৬.৪	আবাসন এরিয়া প্লানের উন্নয়ন প্রস্তাবসমূহ	৮৩
৬.৪.১	আবাসন এলাকা উন্নয়ন	৮৩
৬.৪.২	অবকাঠামো এবং মিউনিসিপ্যাল সেবাসমূহ	৮২
৬.৪.৩	নগর কেন্দ্র এলাকার উন্নয়ন	৮৪
৬.৪.৪	যোগাযোগ ও পরিবহন	৮৪
৬.৪.৫	বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান	৮৪
৬.৪.৬	সামাজিক সুবিধাসমূহ	৮৩
৬.৪.৭	উন্মুক্ত এলাকা	৮১
৬.৫	ভূমি ব্যবহার জোনিং	৮৫
৬.৫.১	প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহারের বিবরণ	৮৫
৬.৬	বিশেষ উন্নয়ন প্রস্তাব	৮৫
৬.৬.১	মারিত্বতা হ্রাস	৮৫
৬.৭	পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যায়সমূহ	৮৭

সপ্তম অধ্যায়: পরিবেশগত উন্নয়ন

৭.১	পরিবেশগত প্রভাব এবং প্রতিকার	১০১
৭.১.১	ভৌত পরিবেশ (Physical Environment)	১০১
৭.১.২	জৈবিক পরিবেশ (Biological Environment)	১০৬
৭.১.৩	সামাজিক পরিবেশ (Social Environment)	১০৮
৭.১.৪	অর্থনৈতিক পরিবেশ (Economic Environment)	১১০
৭.২	পুনর্বাসন এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান	১১৪
৭.২.১	পুনর্বাসন	১১৪
৭.২.২	ক্ষতিপূরণ	১১৪
৭.৩	মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নের সময় পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ করা	১১৫

অষ্টম অধ্যায়: পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

৮.১	পরিকল্পনার সংরক্ষক	১১৪
৮.২	পরিকল্পনা সংশোধন	১১৪
৮.৩	সাময়িক পর্যালোচনা এবং আধুনিকায়ন	১১৪
৮.৪	মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন	১১৪
৮.৪.১	কার্যক্রম গ্রহণ বিষয়ক সুপারিশ	১১৪
৮.৪.২	কার্যক্রমের অর্থ-ব্যয় (Outlay) সম্পর্কে পরামর্শ	১১৪
৮.৫	নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ	১২০
৮.৫.১	মাস্টার প্লানের পরিপন্থী নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা	১২০

সিলেট বিভাগীয় শহরের আটটার গ্রান
স্ট্রাকচার গ্রান, আবহাওয়া এরিয়া গ্রান ও ডিটেইল্ড এরিয়া গ্রান

	পৃষ্ঠা
৮.৫.২ প্রস্তাবিত নির্মাণকাজ অনুমোদন	১২০
৮.৫.৩ অপরিষ্কৃত এলাকায় নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ	১২০
৮.৫.৪ বাণিজ্যিক এবং মিশ্র এলাকায় যানবাহন পার্কিং	১২১
৮.৫.৫ নির্মাণ বিধিনিষেধ	১২১
৮.৬ সিলেট সিটি কর্পোরেশনের দক্ষতা বৃদ্ধি করা	১২২
৮.৭ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহায়তা সার্ভিস	১২২
৮.৮ আইনগত বিষয়বসী	১২২
৮.৮.১ বেটরমেন্ট ফি আদায়ের জন্য বিধি জারি	১২৪
৮.৮.২ রিয়েল এস্টেট কোম্পানির জন্য পরিকল্পনা বিধি জারি	১২৪
৮.৮.৩ রাস্তার জন্য ন্যূনতম প্রশস্ততা	১২৪
৮.৯ উন্নয়নের জন্য সম্পদ সমাবেশ	১২৪
৮.৯.১ রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থার উন্নয়ন	১২৫
৮.১০ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন	১২৬
৮.১১ ভূমি অধিগ্রহণ	১২৭
৮.১২ পরিকল্পনা পরবর্তী কার্যক্রম	১২৭
৮.১২.১ পরিকল্পনা প্রচার	১২৭
৮.১২.২ উন্নয়নের জন্য অংশগ্রহণমূলক এ্যাকশন গ্রান প্রণয়ন	১২৭
৮.১২.৩ সদ্ধা ভবিষ্যৎ শহর এলাকাকে সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত করা	১২৭
৮.১২.৪ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়	১২৮
৮.১২.৫ পরিকল্পনা সংরক্ষণের জন্য আইন প্রয়োগ	১২৮
৮.১২.৬ পরিকল্পনা পরিপন্থী উন্নয়নের জন্য শাস্তি	১২৮

সারণির তালিকা

সারণি-১.১	সিলেট সিটি কর্পোরেশন এবং প্রস্তাবিত স্ট্রাকচার গ্রান এলাকার আয়তন	২
সারণি-২.১	প্রকল্প এলাকার বর্তমান ভূমি ব্যবহার	৮
সারণি-২.২	অগ্রাধিকার প্রকল্পের তালিকা	১৪
সারণি-২.৩	পরিকল্পনা এলাকায় অবস্থিত বিসিক শিল্প নগরী	১৫
সারণি-৬.১	১৯০১ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার জনসংখ্যা ও তার প্রবৃদ্ধি	৩৩
সারণি-৬.২	পরিকল্পনা এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব	৩৪
সারণি-৬.৩	সিলেট শহরে কর্মসংস্থানের চিত্র (হিসাবকৃত)	৩৫
সারণি-৬.৪	সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত অবকাঠামো	৩৭
সারণি-৬.৫	সিলেট শহরে ভেসিমেল প্রতি জমির মূল্য	৩৮
সারণি-৬.৬	ছয়টি বিভাগীয় শহরে ভূমির তুলনামূলক জমির মূল্য	৩৯
সারণি-৬.৭	বাড়ীর বসবাস সত্ত্ব	৪১
সারণি-৬.৮	শিক্ষার হার (৭ বছরের উপরে), ২০০১	৪৪
সারণি-৬.৯	শহরের মৌলিক সুযোগসুবিধার প্রাপ্যতা	৪৪
সারণি-৬.১০	সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুযোগ সুবিধা	৪৫
সারণি-৬.১১	সিলেট শহর এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা	৪৫
সারণি-৬.১২	সিটি কর্পোরেশন প্রদত্ত বিদ্যুৎ অবকাঠামো	৪৭
সারণি-৬.১৩	বাংলাদেশ টেলিকমুনিকেশন কোম্পানী লি: (BTCL) এর অবকাঠামো ও সুবিধাদী	৪৭
সারণি-৬.১৪	সিলেট শহরে দায়ের করা অপরাধ বিষয়ক মামলাসমূহ (২০০৬)	৫১
সারণি-৬.১৫	প্রবাসী সিলেটবাসীর অর্থায়নে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান
স্ট্রাকচার প্ল্যান, আরবান এরিয়া প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান

সারণি-৫.১	স্ট্রাকচার প্লানের সীমানা	৩৩
সারণি-৫.২	স্ট্রাকচার প্লান এলাকার জনসংখ্যা অভিক্ষেপ	৩৩
সারণি-৫.৩	জনসংখ্যা ঘনত্বের হিসাব	৩৩
সারণি-৫.৪	স্ট্রাটাজিক প্ল্যানিং জোনসমূহ (SPZ)	৩৩
সারণি-৬.১	আরবান এরিয়া প্লানের পরিধি	৩৬
সারণি-৬.২	আরবান এরিয়া প্লানের আওতাধীন SPZ সমূহ	৩৬
সারণি-৬.৩	আরবান এরিয়া প্লান এলাকার অভিক্ষেপকৃত জনসংখ্যা ও জনসংখ্যা ঘনত্ব	৩৬
সারণি-৬.৪	সামাজিক সুবিধাসমূহের জন্য বরাদ্দকৃত ভূমি এবং পরিকল্পনা মানদণ্ড	৩৬
সারণি-৬.৫	আরবান এরিয়া প্লান এলাকার প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার	৩৬
সারণি-৬.৬	রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা	৩৬
সারণি-৬.৭	আরবান এরিয়া প্লানের ড্রেনেজ প্রকল্প	১০৪
সারণি-৬.৮	আরবান এরিয়া প্লানের বিনোদনমূলক প্রকল্প	১০৪
সারণি-৮.১	উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব এবং সম্পদের উৎস	১২৪

ম্যাপের তালিকা

ম্যাপ-১.১	সিলেট বিভাগীয় শহরের অবস্থান	৩
ম্যাপ-১.২	স্ট্রাকচার প্লান এলাকার সীমানা	৪
ম্যাপ-২.১	সিলেট শহর ও তার আশেপাশের ফস্ট লাইনসমূহ	৭
ম্যাপ-২.২	পরিকল্পনা এলাকার বর্তমান ভূমি ব্যবহার	১০
ম্যাপ-২.৩	সিলেট শহরের সম্প্রসারণ ধারা	১৬
ম্যাপ-৪.১	সিলেট শহরের পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক	৪৫
ম্যাপ-৪.২	স্ট্রাকচার প্লান এলাকার গ্যাস সরবরাহ নেটওয়ার্ক	৪৫
ম্যাপ-৪.৩	প্রকল্পভূক্ত এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ নেটওয়ার্ক	৪৬
ম্যাপ-৫.১	স্ট্রাটাজিক প্ল্যানিং জোনসহ স্ট্রাকচার প্লানের সীমানা	৫৫
ম্যাপ-৬.১	আরবান এরিয়া প্লান এলাকার সীমানা	৫৫
ম্যাপ-৬.২	পরিকল্পনা এলাকার নগর প্রবৃদ্ধির ধারা	৫৫
ম্যাপ-৬.৩	পরিকল্পনা এলাকার ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক	৫৫
ম্যাপ-৬.৪	রাস্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রস্তাবনা	৫৫
ম্যাপ-৬.৫	পরিকল্পনা এলাকার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সড়ক যোগাযোগ	৫৫
ম্যাপ-৬.৬	সামাজিক সেবাসমূহের অবস্থান	৫৫
ম্যাপ-৬.৭	আরবান প্লান এলাকার প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার জোনিং	৫৫
ম্যাপ-৬.৮	প্রস্তাবিত নগর আবাসন, বাণিজ্যিক, শিল্পকারখানা ও মিশ্র ভূমি ব্যবহার জোনসমূহ	৫৫

চিত্রের তালিকা

চিত্র-৪.১	১৯৯১, ২০০১ ও ২০০৬ সালে স্ট্রাকচার প্লান এলাকার জনসংখ্যা ঘনত্ব পরিবর্তন	৫৫
চিত্র-৮.১	সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের উচ্চতা বিধিনিষেধ এলাকা	১২৫

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১.১	খসড়া পরিকল্পনা পর্যায়ে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভার সুপারিশমালা	১
পরিশিষ্ট-১.২	খসড়া মাস্টার প্লানের উপর সিলেট শহরে অনুষ্ঠিত গণ জনসভাতে প্রাপ্ত সর্বসাধারণের মতামত ও পরামর্শের সারসংক্ষেপ	৪

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান
খ্রীকচাঁর গ্রাম, আরবান এরিয়া গ্রাম ও ডিটেইন্ড এরিয়া গ্রাম

	পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট-৬.১ সমগ্র পরিকল্পনা এলাকার জনসংখ্যা অভিক্ষেপ.....	৬
পরিশিষ্ট-৬.২ প্রস্তাবিত সড়ক নির্মাণ মানদণ্ড.....	৭
পরিশিষ্ট-৬.৩ আরবান এরিয়া গ্রামের ভূমি ব্যবস্থাপনা কৌশল.....	৮
পরিশিষ্ট-৬.৪ বিভিন্ন ধরনের অনুমোদন যোগ্য, শর্তাধীন অনুমোদনযোগ্য ও নিষিদ্ধ ভূমি ব্যবহার.....	৯
পরিশিষ্ট-৮.১ বেসরকারী ফি (Betterment Fee) আদায় সংক্রান্ত বিধি.....	৩৫
পরিশিষ্ট-৮.২ বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা-২০০৪.....	৩৬
পরিশিষ্ট-৮.৩ সিলেট শহরে অবস্থিত বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা.....	৩৭

দ্বিতীয় খন্ড: ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান

প্রথম অধ্যায়: স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং জোন ও ডিটেইল্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান

	পৃষ্ঠা
১.১ ভূমিকা	১
১.২ ডিটেইল্ড এরিয়া প্লানের লক্ষ্য	১
১.৩ স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং জোন (এসপিজেড)	১
১.৪ স্থানকচর প্লানের আওতাধীন স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং জোনসমূহ	২
১.৫ স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং জোনসমূহের জন্য প্রস্তাবিত উন্নয়ন পরিকল্পনা	৪
১.৫.১ এসপিজেড-০১: কুমার গাঁও (অংশ) এবং কসবা আখালিয়া	৪
১.৫.২ এসপিজেড-০২: সকল চা বাগান এলাকা	১৩
১.৫.৩ এসপিজেড-০৩: বারসালা	১৬
১.৫.৪ এসপিজেড-০৪: সাদিপুর (১ম অংশ) এবং দেবপুর (আংশিক)	২৫
১.৫.৫ এসপিজেড-০৫: মৌজা সুলতানপুর চক, বিনিরপুর, বহর, পেশ নওয়াজ এবং হাজিরাই	৩২
১.৫.৬ এসপিজেড-০৬: কুচাই, পাগপুর পূর্ব, পশ্চিম বাগ	৪০
১.৫.৭ এসপিজেড-০৭: ওয়ার্ড নং ২৫, ২৬ ও ২৭	৪৬
১.৫.৮ এসপিজেড-০৮: ওয়ার্ড নং ৮, ৯ ও ১০	৫৪
১.৫.৯ এসপিজেড-০৯: ওয়ার্ড নং ০২, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬	৬১
১.৫.১০ এসপিজেড-১০: ওয়ার্ড নং ৫, ১৭, ১৮, ১৯, এবং ২০	৬৯
১.৫.১১ এসপিজেড-১১: ওয়ার্ড নং ২১, ২২ ও ২৩ এবং ২৪	৭৬
১.৫.১২ এসপিজেড-১২: ওয়ার্ড নং ১, ৪, ৬ এবং ৭	৮৪

দ্বিতীয় অধ্যায়: উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনা

২.১ অবতরণিকা	৯১
২.২ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বর্ণনা ও বাস্তবায়ন কর্মসূচী	৯১
ক. টিলাগড়-সিলেট বাইপাস রোড (৮০ ফুট প্রশস্ত)	৯১
খ. শাহী ঈদগাহ-চৌকিদেবি রাস্তা (৬০ ফুট প্রশস্ত)	৯১
গ. কেন্দ্রীয় কারাগারের বালি জায়গায় বিনোদন পার্ক নির্মাণ	৯২
ঘ. জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ের পিছনে পানি নির্ভর বিনোদন কেন্দ্র	৯৪
ঙ. সুরমা নদী তীর উন্নয়ন প্রকল্প	৯৫
চ. সুরমা আবাসিক এলাকার পাশে লেক উন্নয়ন প্রকল্প	৯৭
ছ. সিভিক সেন্টার নির্মাণ (আংশিক)	৯৮

তৃতীয় অধ্যায়: উপসংহার

৩.১ উপসংহার	১০১
-------------------	-----

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাষ্টার গ্র্যান্ড
স্ট্রাকচার গ্র্যান্ড, আববান এরিয়া গ্র্যান্ড ও ডিটেইল্ড এরিয়া গ্র্যান্ড

সারণির তালিকা

পৃষ্ঠা	সারণি-১.১	স্ট্রাকচার গ্র্যান্ডের আওতাধীন স্ট্রাটজিক গ্র্যান্ডিং জোনসমূহ (এসপিজেড)	পৃষ্ঠা
১	সারণি-১.২	এসপিজেড-০১ এর মৌলিক পরিসংখ্যান	২
১	সারণি-১.৩	এসপিজেড-০১ এর বিদ্যমান সড়ক ব্যবস্থা	৪
১	সারণি-১.৪	এসপিজেড-০১ এর বর্তমান ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	৫
১	সারণি-১.৫	এসপিজেড-০১ এর প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	৬
২	সারণি-১.৬	এসপিজেড-০১ এর জন্য প্রস্তাবিত রাস্তা	৭
৪	সারণি-১.৭	এসপিজেড-০১ এর জন্য বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত সামাজিক সুযোগ সুবিধা	৮
৪	সারণি-১.৮	এসপিজেড-০২ এর মৌলিক পরিসংখ্যান	৮
১৩	সারণি-১.৯	এসপিজেড-০২ এর বিদ্যমান সড়ক ব্যবস্থা	১৩
১৯	সারণি-১.১০	এসপিজেড-০২ এর বর্তমান ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	১৩
২৫	সারণি-১.১১	এসপিজেড-০২ এর জন্য প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	১৪
৩২	সারণি-১.১২	এসপিজেড-০২ এর জন্য প্রস্তাবিত রাস্তা	১৬
৪০	সারণি-১.১৩	এসপিজেড-০২ এর জন্য বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত সামাজিক সুযোগ সুবিধা	১৬
৪৬	সারণি-১.১৪	এসপিজেড-০৩ এর মৌলিক পরিসংখ্যান	১৭
৫৪	সারণি-১.১৫	এসপিজেড-০৩ এর বিদ্যমান সড়ক ব্যবস্থা	১৭
৬১	সারণি-১.১৬	এসপিজেড-০৩ এর বর্তমান ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	১৯
৬৯	সারণি-১.১৭	এসপিজেড-০৩ এর জন্য প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	২০
৭৬	সারণি-১.১৮	এসপিজেড-০৩ এর জন্য প্রস্তাবিত রাস্তা	২১
৮৪	সারণি-১.১৯	এসপিজেড-০৩ এর জন্য বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত সামাজিক সুযোগ সুবিধা	২২
	সারণি-১.২০	এসপিজেড-০৪ এর মৌলিক তথ্যাবলী	২২
	সারণি-১.২১	এসপিজেড-০৪ এর বিদ্যমান সড়ক ব্যবস্থা	২৫
	সারণি-১.২২	এসপিজেড-০৪ এর বর্তমান ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	২৫
৯১	সারণি-১.২৩	এসপিজেড-০৪ এর প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	২৬
৯১	সারণি-১.২৪	এসপিজেড-০৪ এর জন্য প্রস্তাবিত রাস্তা	২৬
৯১	সারণি-১.২৫	এসপিজেড-০৪ এর জন্য বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত সামাজিক সুযোগ সুবিধা	২৯
৯১	সারণি-১.২৬	এসপিজেড-০৫ এর মৌলিক তথ্যাবলী	২৯
৯২	সারণি-১.২৭	এসপিজেড-০৫ এর বিদ্যমান সড়ক ব্যবস্থা	৩২
৯৪	সারণি-১.২৮	এসপিজেড-০৫ এর বর্তমান ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	৩৩
৯৫	সারণি-১.২৯	এসপিজেড-০৫ এর প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	৩৫
৯৭	সারণি-১.৩০	এসপিজেড-০৫ এর জন্য প্রস্তাবিত রাস্তা	৩৬
৯৮	সারণি-১.৩১	এসপিজেড-০৫ এর জন্য বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত সামাজিক সুযোগ সুবিধা	৩৭
	সারণি-১.৩২	এসপিজেড-০৬ এর মৌলিক তথ্যাবলী	৩৮
	সারণি-১.৩৩	এসপিজেড-০৬ এর বিদ্যমান সড়ক ব্যবস্থা	৩৮
	সারণি-১.৩৪	এসপিজেড-০৬ এর বর্তমান ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	৪০
	সারণি-১.৩৫	এসপিজেড-০৬ এর জন্য প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	৪১
১০১	সারণি-১.৩৬	এসপিজেড-০৬ এর জন্য প্রস্তাবিত রাস্তা	৪২
	সারণি-১.৩৭	এসপিজেড-০৬ এর জন্য বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত সামাজিক সুযোগ সুবিধা	৪৩
	সারণি-১.৩৮	এসপিজেড-০৭ এর মৌলিক তথ্যাবলী	৪৩
	সারণি-১.৩৯	এসপিজেড-০৭ এর বিদ্যমান সড়ক ব্যবস্থা	৪৬
	সারণি-১.৪০	এসপিজেড-০৭ এর বর্তমান ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	৪৭
	সারণি-১.৪১	এসপিজেড-০৭ এর জন্য প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	৪৮
	সারণি-১.৪২	এসপিজেড-০৭ এর জন্য প্রস্তাবিত রাস্তা	৪৯
			৫০

সিলেট বিভাগীয় শহরের মান্টার গ্রাম
হাটকাড় গ্রাম, আবদান এরিয়া গ্রাম ও ডিটেইন্স এরিয়া গ্রাম

সারগি-১.৪৩	এস পি জেড-০৭ এর জন্য বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত সামাজিক সুযোগ সুবিধা	৫১
সারগি-১.৪৪	এসপিজেড-০৮ এর মৌলিক তথ্যাবলী	৫৪
সারগি-১.৪৫	এসপিজেড-০৮ এর বিদ্যমান সড়ক ব্যবস্থা	৫৪
সারগি-১.৪৬	এসপিজেড-০৮ এর বর্তমান ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	৫৫
সারগি-১.৪৭	এসপিজেড-০৮ এর জন্য প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	৫৬
সারগি-১.৪৮	এসপিজেড-০৮ এর জন্য প্রস্তাবিত রাস্তা	৫৭
সারগি-১.৪৯	এস পি জেড-০৮ এর জন্য বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত সামাজিক সুযোগ সুবিধা	৫৮
সারগি-১.৫০	এসপিজেড-০৯ এর মৌলিক পরিসংখ্যান	৬১
সারগি-১.৫১	এসপিজেড-০৯ এর বিদ্যমান সড়ক ব্যবস্থা	৬২
সারগি-১.৫২	এসপিজেড-০৯ এর বর্তমান ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	৬৩
সারগি-১.৫৩	এসপিজেড-০৯ এর জন্য প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	৬৪
সারগি-১.৫৪	এসপিজেড-০৯ এর জন্য প্রস্তাবিত রাস্তা	৬৫
সারগি-১.৫৫	এস পি জেড-০৯ এর জন্য বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত সামাজিক সুযোগ সুবিধা	৬৫
সারগি-১.৫৬	এসপিজেড-১০ এর মৌলিক তথ্যাবলী	৬৯
সারগি-১.৫৭	এসপিজেড-১০ এর বিদ্যমান সড়ক	৭০
সারগি-১.৫৮	এসপিজেড-১০ এর বর্তমান ভূমি ব্যবহারের বিস্তারিত	৭২
সারগি-১.৫৯	এসপিজেড-১০ এর জন্য প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	৭২
সারগি-১.৬০	এসপিজেড-১০ এর জন্য প্রস্তাবিত রাস্তা	৭৩
সারগি-১.৬১	এস পি জেড-১০ এর জন্য বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত সামাজিক সুযোগ সুবিধা	৭৬
সারগি-১.৬২	এসপিজেড-১১ এর মৌলিক তথ্যাবলী	৭৭
সারগি-১.৬৩	এসপিজেড-১১ এর বিদ্যমান সড়ক ব্যবস্থা	৭৮
সারগি-১.৬৪	এসপিজেড-১১ এর বিদ্যমান ভূমি ব্যবহারের বিস্তারিত তথ্য	৭৯
সারগি-১.৬৫	এসপিজেড-১১ এর জন্য প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	৮০
সারগি-১.৬৬	এসপিজেড-১১ এর জন্য প্রস্তাবিত রাস্তা	৮১
সারগি-১.৬৭	এস পি জেড-১১ এর জন্য বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত সামাজিক সুযোগ সুবিধা	৮৪
সারগি-১.৬৮	এসপিজেড-১২ এর মৌলিক তথ্যাবলী	৮৪
সারগি-১.৬৯	এসপিজেড-১২ এর বিদ্যমান সড়ক ব্যবস্থা	৮৫
সারগি-১.৭০	এসপিজেড-১২ এর বিদ্যমান ভূমি ব্যবহারের বিস্তারিত তথ্য	৮৭
সারগি-১.৭১	এসপিজেড-১২ এর জন্য প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	৮৮
সারগি-১.৭২	এসপিজেড-১২ এর জন্য প্রস্তাবিত রাস্তা	৮৮
সারগি-১.৭৩	এস পি জেড ১২ এর জন্য বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত সামাজিক সুযোগ সুবিধা	৮৮

ম্যাপের তালিকা

ম্যাপ-১.১	স্ট্রাকচার প্র্যানের আওতাভুক্ত স্ট্যাটেলিটিক প্র্যানিং মোন (SPZ)	১১
ম্যাপ-১.২ এ	এসপিজেড-০১ এর বিদ্যমান ভূমি ব্যবহার	১২
ম্যাপ-১.২ বি	এসপিজেড-০১ এর প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন প্রস্তাবনা	১৫
ম্যাপ-১.৩ এ	এসপিজেড-০২ এর বিদ্যমান ভূমি ব্যবহার	১৬
ম্যাপ-১.৩ বি	এসপিজেড-০২ এর প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন প্রস্তাবনা	২০
ম্যাপ-১.৪ এ	এসপিজেড-০৩ এর বিদ্যমান ভূমি ব্যবহার	২৪
ম্যাপ-১.৪ বি	এসপিজেড-০৩ এর প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন প্রস্তাবনা	৩০
ম্যাপ-১.৫ এ	এসপিজেড-০৪ এর বিদ্যমান ভূমি ব্যবহার	৩১
ম্যাপ-১.৫ বি	এসপিজেড-০৪ এর প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন প্রস্তাবনা	৩৪
ম্যাপ-১.৬ এ	এসপিজেড-০৫ এর বিদ্যমান ভূমি ব্যবহার	

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান
স্ট্রাকচার প্ল্যান, আবাসন এরিয়া প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান

	পৃষ্ঠা
ম্যাপ-১.৬ বি	৩৯
ম্যাপ-১.৭ এ	৪৪
ম্যাপ-১.৭ বি	৪৫
ম্যাপ-১.৮ এ	৫২
ম্যাপ-১.৮ বি	৫৩
ম্যাপ-১.৯ এ	৫৯
ম্যাপ-১.৯ বি	৬০
ম্যাপ-১.১০ এ	৬৭
ম্যাপ-১.১০ বি	৬৮
ম্যাপ-১.১১ এ	৭৪
ম্যাপ-১.১১ বি	৭৫
ম্যাপ-১.১২ এ	৮২
ম্যাপ-১.১২ বি	৮৩
ম্যাপ-১.১৩ এ	৮৮
ম্যাপ-১.১৩ বি	৯০

চিত্রের তালিকা

চিত্র-১.১	প্রস্তাবিত পূর্ণবাসন জোনের লে-আউট প্ল্যান	১০
চিত্র-২.১	কেন্দ্রীয় কারাগার এলাকায় বিনোদন পার্ক উন্নয়ন প্রকল্প	৯৩
চিত্র-২.২	পানি নির্ভর বিনোদন পার্ক উন্নয়ন প্রকল্প	৯৬
চিত্র-২.৩	সুরমা নদীর পায়ে বিনোদন এলাকা উন্নয়ন	৯৯
চিত্র-২.৪	সুরমা আবাসিক এলাকায় সন্নিবিষ্ট লেক উন্নয়ন প্রকল্প	১০০

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১.১	পরিকল্পনা এলাকায় অবস্থিত জলাধার ও টিলা সংরক্ষণ	১
পরিশিষ্ট-১.২	প্রস্তাবিত পূর্ণবাসন এলাকায় মৌজা ভিত্তিক অবস্থান	৭
পরিশিষ্ট-১.৩	প্রধান প্রধান সড়ক সংযোগস্থলের নমুনা ডিজাইন	৮
পরিশিষ্ট-১.৪	পরিকল্পনা এলাকায় সরকারী খাতে চলমান ও ভবিষ্যত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ	১১
পরিশিষ্ট-২.১	প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আর এস মৌজা ভিত্তিক অবস্থান	১৪
পরিশিষ্ট-২.২	কেন্দ্রীয় কারাগার এলাকায় প্রস্তাবিত বিনোদন পার্ক নির্মাণ প্রকল্পের সংশোধনী প্রতিবেদন	১৫

সংযোজনী

সংযোজনী-১	প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট স্ট্রিয়ারিং কমিটি ও কারিগরী ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা	১৬
সংযোজনী-২	পরিকল্পনা প্রণয়নে নিয়োজিত পরামর্শকগণ ও সহযোগী ব্যক্তিবর্গ	১৮

মুখবন্ধ

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নে শহর এবং নগরের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এই প্রভাব কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নতুন ধ্যান ধারণার বিকাশ ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বিস্তৃত রয়েছে। তবে, শহর বা নগরকে যথাযথভাবে পরিচালনা না করা গেলে এই অর্জন সম্ভব হবে না। টেকসই নগর বা গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন যথাযথ দিক নির্দেশনা এবং আইনগত ব্যবস্থা এবং তা কার্যকর করার জন্য যথোপযুক্ত প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা।

গৃহায়ন এবং গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের দায়িত্ব হচ্ছে আঞ্চলিক পরিকল্পনা, বিদ্যমান এবং নতুন শহরের জন্য নগর পরিকল্পনা এবং সাইট প্র্যান তৈরী করা এবং তা সমন্বয় করা। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিকল্পিত ও উন্নত বাসযোগ্য পরিবেশ তৈরী করে নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং ভৌগোলিকভাবে তারসাম্যপূর্ণ নগরায়ন অর্জনে সহায়তা করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর "Preparation of Structure Plan, Urban Plan and Detailed Area Plan for Sylhet and Barisal Divisional Town" শীর্ষক প্রকল্পটি হাতে নেয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার উল্লেখ্য প্রকল্পের অর্থ যোপানদাতা। শেলটেক (প্রা:) লি: এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড প্র্যানিং কনসালট্যান্টস লি: যৌথভাবে পারাশক হিসাবে সিলেট বিভাগীয় শহরের জন্য মাস্টার প্র্যান প্রণয়ন করে। প্রকল্পটি জুলাই ২০০৬ সালে শুরু হয় এবং সমাপ্ত হয় জুন ২০১০ সালে। একটি টেকনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট কমিটি (TMC) প্রকল্পটির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। এর প্রধান ছিলেন নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক। গৃহায়ন এবং গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিবের নেতৃত্বে একটি স্ট্রয়ারিং কমিটি প্রকল্পটিকে লক্ষ্যে পৌছাতে সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল মৌজা ম্যাপ জিও-রেকারেপ করা, বিভিন্ন ধরনের জরিপ সম্পাদন করা, স্ট্রেকহোল্ডারদের সাথে মত বিনিময় করা, ড্রাফট প্র্যান তৈরী করা এবং এর উপর মতামত গ্রহণ এবং তার ভিত্তিতে চূড়ান্ত পরিকল্পনা তৈরী করা। ২০০৬-২০০৭ সালে আর্থ-সামাজিক, ভৌত অবকাঠামো এবং টপোগ্রাফিক জরিপ সম্পন্ন করা হয়। প্রথমেই সমগ্র পরিকল্পনা এলাকার জন্য জি আই এস ডাটাবেজ তৈরী করা হয়। প্রণীত পরিকল্পনার উপর বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী সংস্থা এবং ব্যক্তি সঙ্গে ধারাবাহিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ছিল, বিভিন্ন স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন, ওয়ার্ড কাউন্সিলার, ইউনয়ন পরিষদ), সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সংস্থা (সড়ক ও জনপথ, এলজিইডি, পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং পরিবেশ অধিদপ্তর), সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সামাজিক সেচন ব্যক্তিবর্গ। এ ছাড়া বাংলাদেশ সরকারের সম্মানিত অর্থ মন্ত্রীর সাথেও এই পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচ্য মাস্টার প্র্যান তিনটি অংশে বিভক্ত- স্ট্রাকচার প্র্যান যা বিশ বৎসর মেয়াদী, আরবান এরিয়া প্র্যান, এর মেয়াদ দশ বৎসর এবং ডিটেইল্ড এরিয়া প্র্যান, এর মেয়াদ প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারিত।

স্ট্রাকচার প্র্যান (২০১০-২০৩০)

স্ট্রাকচার প্র্যান এলাকার আয়তন ৮৫.১৮ বর্গ কিলোমিটার এবং এর মেয়াদ বিশ বৎসর। এটি একটি নির্দেশনামূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা। এতে আছে খাতওয়ারী উন্নয়ন কৌশল যেমন, অর্থনীতি, ভৌত উন্নয়ন, গৃহায়ন এবং বসতি, যানবাহন, নগর ভূমি উন্নয়ন, পরিবেশ এবং দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানিক বিভিন্ন বিষয় ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়েও এতে আলোচনা করা হয়েছে।

আরবান এরিয়া প্র্যান (২০১০-২০২০)

এটি একটি মধ্যম পর্যায়ের পরিকল্পনা যার মেয়াদ দশ বৎসর। আরবান এরিয়া প্র্যানে ৪০.৯৬ বর্গ কিলোমিটার নগর এবং সংলগ্ন এলাকার উন্নয়ন প্রস্তাবনাসমূহ নির্দেশ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় ভূমি ব্যবহার জোনিংসহ মধ্যম পর্যায়ের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রস্তাব বর্ণনা করা হয়েছে।

ডিটেইল্ড এরিয়া প্র্যান

স্ট্রাকচার প্র্যান এর ঐ সমস্ত এলাকা নিয়ে ডিটেইল্ড এরিয়া প্র্যান তৈরী করা হয়েছে যেগুলো দ্রুত নগরায়িত হচ্ছে এবং যেগুলোতে অবিলম্বে অবকাঠামো উন্নয়ন করা প্রয়োজন। এই পরিকল্পনা অত্যন্ত বিস্তারিত যা স্ট্রাকচার প্র্যানের নীতিমালার আলোকে তৈরী করা

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান
স্ট্রাকচার প্ল্যান, আবাসন এরিয়া প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান

হয়েছে। সমগ্র স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকাকে ১২ টি এসপিজেড (Strategic Planning Zone) এ ভাগ করা হয় এবং পরবর্তীতে প্রতিটির জন্য পৃথক পৃথক ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান তৈরী করা হয়।

আলোচ্য পরিকল্পনা প্যাকেজটি শহরের ভবিষ্যৎ অবকাঠামো উন্নয়নে নির্দেশক হিসাবে কাজ করবে এবং কার্যকরভাবে শহরের ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করবে। এ ছাড়া এর মাধ্যমে অন্যান্য নাগরিক সুবিধাদি প্রদান করাও সহজতর হবে। এটি ভবিষ্যৎ শহরের অর্থনৈতিক ও ভৌত উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখবে।

প্রণীত পরিকল্পনাটি টেকনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট কমিটি এবং টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য গৃহায়ন এবং গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের দাখিল করা হয়। গৃহায়ন এবং গণপূর্ত মন্ত্রণালয় পরিকল্পনাটি আইনগত স্বাক্ষরের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে এবং অতঃপর তা মন্ত্রীসভায় অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রীসভায় অনুমোদনের পর পরিকল্পনাটি ১৭ নভেম্বর ২০১১ ইং তারিখে সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হয়।

(এ. জেড. এম. তাজুল ইসলাম)
পরিচালক
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

সারসংক্ষেপ

সিলেট শহর ও তার চতুর্পাশের ৮৫.১৮ ব: কি: মি: (২১০৩৯ একর) এলাকা নিয়ে সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান প্রণীত হয়েছে। এর মধ্যে ২৬.৫ ব: কি: মি: সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত এবং অবশিষ্ট ৫৮.৬৮ ব: কি: মি: এলাকা সিটি কর্পোরেশন বহির্ভূত।

সমগ্র পরিকল্পনা এলাকার ভূমির উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫.০০ মি: - +৬৮.১২৫ মি:। অধিকাংশ এলাকা সুরমা নদীর সন্ধ্যা বিপদসীমার চেয়ে উঁচু। সিলেট বর্তমানে বাংলাদেশের দ্রুত বর্ধমানশীল একটি শহর যার জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার ৮.৫% (১৯৯১-২০০১)। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত এক দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৭২%। এক লক্ষ জনসংখ্যা আছে এমন পৌরসভার মধ্যে সিলেটের প্রবৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ। উচ্চ হারে রেমিটেন্স প্রাপ্তি এর সন্ধ্যা একটি কারণ।

সমগ্র দেশের সঙ্গে সিলেটের সড়ক, রেল ও বিমান পথে চমৎকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান। সিলেট শুধু একটি ঐতিহাসিক শহরই নয়, এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বাংলাদেশের মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। শিল্পায়নের দিক দিয়ে দেশে সিলেটের স্থান তৃতীয়। প্রকল্প এলাকায় ৬১% মানুষ কর্মকর্ম, এদের মধ্যে ৩৩% অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত, ৩৯% মানুষ নির্ভরশীল অর্থাৎ হয় শিশু অথবা অকর্মকর্ম বৃদ্ধ। শিক্ষার হার ৯১%।

বর্তমান সিলেট শহরে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা রয়েছে যা শহরের ভবিষ্যৎ টেকসই উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। এগুলো হচ্ছে, ড্রেনেজ সমস্যা, সুপেয় পানির সমস্যা, অপরিষ্কৃত নির্মাণ সমস্যা এবং সার্বিক পরিবেশগত সমস্যা।

আলোচ্য প্ল্যান প্যাকেজে তিন স্তর বিশিষ্ট পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে স্ট্রাকচার প্ল্যান, আরবান এরিয়া প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান। প্রতিটি পরিকল্পনা বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে। স্ট্রাকচার প্লানের লক্ষ্য হচ্ছে ভবিষ্যৎ শহরের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী কৌশল প্রদান। এতে নগরায়নের গতি ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। স্ট্রাকচার প্লানে সেক্টর ভিত্তিক উন্নয়ন নীতিমালা সুপারিশ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে গৃহায়ণ, অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান, মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস, যাতায়াত ও যানবাহন, পর্যটন, চিত্তবিনোদন ও পরিবেশ। ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়নের সুবিধার্থে সমগ্র স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকাকে ১২ টি SPZ (Strategic Planning Zone) এ ভাগ করা হয়েছে।

মূল শহর এবং অনুর ভবিষ্যতে নগরায়িত হবে এমন সব এলাকা নিয়ে আরবান এরিয়া প্ল্যান প্রণীত হয়েছে। স্ট্রাকচার প্লানের আওতায় এই প্ল্যান প্রণীত হয়েছে। এই প্লানের আয়তন ৪০.৯৬ ব: কি: মি:। আরবান এরিয়া প্লানের মেয়াদ ১০ বৎসর। এটিতে ৬ টি SPZ এবং নগরায়নের ধারা অনুযায়ী পূর্ব পশ্চিমে কিছু এলাকা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আরবান এরিয়া প্লানে অবকাঠামো, শিল্প, গৃহায়ণ, পৌর সার্ভিস, যাতায়াত ও যানবাহন, চিত্তবিনোদন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়ে উন্নয়ন সুপারিশ রাখা হয়েছে। বিশেষ সুপারিশের মধ্যে রয়েছে বর্তমান কেন্দ্রীয় জেলখানা স্থানান্তর, পাহাড় সংরক্ষণ ও পর্যটন শিল্পের বিকাশ। আরবান এরিয়া প্ল্যান শহর উন্নয়ন ছাড়াও নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ কাজে ব্যবহার করা হবে।

ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান এই প্ল্যান প্যাকেজের বিস্তারিত পরিকল্পনা। ১২টি SPZ এর প্রতিটির জন্য পৃথকভাবে ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে বিস্তারিতভাবে প্রস্তাবিত অবকাঠামোগুলো প্রদর্শন করা হয়েছে। অবকাঠামো ছাড়াও এতে অংশগ্রহণমূলক আর্থনৈতিক প্রকল্পসমূহের (ল্যান্ড রি এ্যাডজাস্টমেন্ট, পাইভেড ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) এলাকা নির্দেশ করা হয়েছে। ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান ও থেকে ৫ বৎসরের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য। ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়নের উদ্দেশ্য তৃণমূল পর্যায়ের সমস্যা উদ্ঘাটন ও তার সম্ভাব্য সমাধান করে শহরে বাসযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত করা।

আলোচ্য পরিকল্পনায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রস্তাবনা ছাড়াও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে, আইনগত বিষয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান।

সিলেট বিভাগীয় শহরের মহাপরিকল্পনা (২০১০-২০৩০)

প্রথম খন্ড
স্ট্রাকচার প্ল্যান ও আরবান এরিয়া প্ল্যান

জুন ২০১০



নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রথম অধ্যায় পটভূমি

১.১ সূচনা

“সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান (স্ট্রাকচার প্ল্যান, আরবান এরিয়া প্ল্যান, ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান) প্রণয়ন” প্রকল্পের টার্মস অফ রেফারেন্স অনুযায়ী ছয়টি প্রতিবেদন (Report) প্রস্তুত করা হয়েছে, তার ষষ্ঠ প্রতিবেদন হল এই “চূড়ান্ত প্রতিবেদন”। এই প্রতিবেদনের পূর্বে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান পাঁচটি প্রতিবেদন দাখিল করেছে। তার প্রথমটি হল “ইনসেপশন রিপোর্ট” (Inception Report) যাতে মূলত কাজটি সম্পাদনের পদ্ধতি এবং প্রকল্প এলাকার বর্তমান অবস্থার বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয়টি ছিল “স্টাডি এরিয়া রিপোর্ট” (Study Area Report) যাতে প্রকল্প এলাকার প্রয়োজনীয় মৌজা মাপ সংগ্রহ এবং জিও-রেফারেন্সিং (Georeferencing), প্রকল্পের সীমানা নির্ধারণ, সার্ভে কাজের জন্য প্রকল্প এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেঞ্চমার্ক (BM) পিলার স্থাপন সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। তৃতীয় রিপোর্টটি “সার্ভে রিপোর্ট” (Survey Report) যাতে প্রকল্প এলাকায় সম্পাদিত বিভিন্ন জরিপ কাজের ফলাফল এবং “ফিজিক্যাল ফিচার ও টপোগ্রাফিক সার্ভে” থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত বেইজ ম্যাপগুলো উপস্থাপন করা হয়। এতে আর্থ-সামাজিক জরিপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলও উপস্থাপন করা হয়েছে। যাতায়াত ব্যবস্থার প্রকৃত অবস্থা নির্ণয়ের জন্য ট্রান্সপোর্ট সার্ভে ও করা হয়। এর পরবর্তী রিপোর্ট হল “ইন্টারিম রিপোর্ট” (Interim Report) যাতে প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান বিভিন্ন সুবিধা এবং সমস্যাগুলো উল্লেখ করা হয়। এতে জরিপকৃত তথ্যের বিশ্লেষণ এবং স্থানীয় লোকজনের মতামতের ভিত্তিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন সমস্যাবলী আলোচিত হয়। প্রকল্পের পঞ্চম রিপোর্ট “ড্রাফ্ট ফাইনাল রিপোর্ট” (Draft Final Report) যাতে মাস্টার প্ল্যান, বিনিয়োগ পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

আলোচ্য ষষ্ঠ প্রতিবেদন প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদন (Final Report)। এই প্রতিবেদনের উপর কারিগরি ব্যবস্থাপনা কমিটির (TMC) সদস্যগণ এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর (UDD) কর্তৃক নিয়োজিত পরামর্শক যে সমস্ত মতামত পেশ করেছেন তা বিবেচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া ড্রাফ্ট ফাইনাল রিপোর্টের উপর সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক আয়োজিত মতবিনিময় সভার সুপারিশমালা (পরিশিষ্ট-১.১) ও স্থানীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট সর্বসাধারণের জন্য এক মাস ব্যাপী গণশুনানী (Public Hearing) হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন মতামত এবং পরামর্শসমূহ (পরিশিষ্ট-১.২) বিবেচনা করে এই রিপোর্টটি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

এই প্রকল্পের নামকরণ করা হয়েছে “সিলেট বিভাগীয় শহরের স্ট্রাকচার প্ল্যান, মাস্টার প্ল্যান এবং ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন” যা থেকে স্পষ্টতঃ তিন ধাপের পরিকল্পনা, যথাঃ স্ট্রাকচার প্ল্যান, মাস্টার প্ল্যান এবং ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়নের ধারণা পাওয়া যায়। এখানে “মাস্টার প্ল্যান” একটি মধ্যবর্তী ধাপের প্ল্যান হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু টার্মস অফ রেফারেন্সের কয়েকটি স্থানে সম্পূর্ণ পরিকল্পনা প্যাকেজটিকেও মাস্টার প্ল্যান প্যাকেজ হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। তাই এ বিষয়ে ধ্বপ এড়াবার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এই মধ্যবর্তী ধাপের প্ল্যানটিকে নতুনভাবে “আরবান এরিয়া প্ল্যান” নামকরণ করেছে এবং সম্পূর্ণ প্ল্যান প্যাকেজটিকে “মাস্টার প্ল্যান” হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

১.২ প্রকল্প পটভূমি

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর (UDD) ১৯৮৭ সালে বৈদেশিক অর্থসহায়তায় সিলেট শহরের জন্য একটি স্ট্রাকচার প্ল্যান প্রস্তুত করে। সিলেট শহরের দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অধিক হারে রেমিট্যান্স আসার ফলে স্থানীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং সিলেট একটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে পরিণত হয়। এ কারণে ২০০২ সালে শহরটিকে বিভাগীয় শহরের উন্নীত করা হয়। ফলে পূর্বে প্রস্তুতকৃত স্ট্রাকচার প্ল্যানটি তার উপযোগীতা হারায়। এই পরিস্থিতিতে ইউডিডি শহরের ক্রমবর্ধমান অবকাঠামো এবং মৌলিক সেবা চাহিদা পূরণ করার উদ্দেশ্যে উক্ত স্ট্রাকচার প্ল্যান আধুনিকায়নের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। প্রকল্পটির নির্বাহী সংস্থা হল গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা সিলেট সিটি কর্পোরেশন। প্রকল্পটির ব্যবস্থাপনা ও মাঠ পর্যায়ে তদারকি এবং পর্য্যালোচনার দায়িত্বে রয়েছে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর। প্রকল্পটির কলাকৌশলগত বিভিন্ন বিষয়ে উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছে একটি কারিগরি ব্যবস্থাপনা কমিটি (TMC)। একটি আশ্রয় মন্ত্রণালয় স্টীয়ারিং কমিটি প্রকল্পটিকে লক্ষ্যে পৌছাতে সর্বকম সহযোগিতা প্রদান করেছে। শেলটেক (প্রাঃ) লিমিটেড এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড প্র্যানিং কনসালট্যান্টস লিঃ এর সমন্বয়ে গঠিত কনসোর্টিয়ামকে এই

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান
প্রথম খণ্ড-স্ট্রাকচার প্ল্যান ও আরবান এরিয়া প্ল্যান

প্রকল্পের পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। প্রকল্পটির নির্ধারিত সময়সীমা ছিল জুলাই ২০০৬ থেকে জানুয়ারী ২০০৮ পর্যন্ত। কিন্তু অনিবার্য কারণবশত প্রকল্পের সময়সীমা জুন ২০১০ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

১.৩ প্রকল্প এলাকার বিবরণ

১.৩.১ অবস্থান

সিলেট শহর বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে, সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত। শহরটির অবস্থান হল $28^{\circ}8'3''$ ও $25^{\circ}05'$ উত্তর অক্ষাংশ এবং $91^{\circ}01'$ ও $92^{\circ}01'$ পূর্বে দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। শহরটি বিভাগীয় সদরদপ্তর হবার কারণে বিভিন্ন আঞ্চলিক কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। শহরটি চা এবং এর প্রভাব বলয়ে অবস্থিত অন্যান্য জেলা শহরের বিভিন্ন পণ্য ও সেবাচাহিদা পূরণ করে থাকে। ম্যাপ-১.১ এ প্রকল্প এলাকার অবস্থান দেখানো হয়েছে।

১.৩.২ স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার আয়তন

সিলেট শহরটি একটি সিটি কর্পোরেশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যা ২৭ টি ওয়ার্ড এবং ২৭৮ টি মহল্লায় বিভক্ত। এর আয়তন ২৬.৫ বর্গ কি:মি:। প্রস্তাবিত স্ট্রাকচার প্লানে এই আয়তন হিসাব করা হয়েছে ৮৫.১৮ বর্গ কি:মি: (২১.০৩৯ একর)। এতে সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা ছাড়াও এর আশেপাশের এমন কিছু এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেখানে অদূর ভবিষ্যতে নগরায়নের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

সারণি-১.১: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এবং প্রস্তাবিত স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার আয়তন

সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার আয়তন					২০৩০ প্রস্তাবিত স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার আয়তন (বর্গ কি:মি:)
১৯৯১ (বর্গ কি:মি:)	২০০১		২০০৬ (নতুন এলাকা অন্তর্ভুক্ত)		৮৫.১৮
	বি.বি.এস এলাকা (বর্গ কি:মি:)	জি.আই.এস এলাকা (বর্গ কি:মি:)	বি.বি.এস (বর্গ কি:মি:)	জি.আই.এস (বর্গ কি:মি:)	
৮.৮২	২৬.৫	২৭.৩৩	৫৭.১৩	৫৭.৮৫	

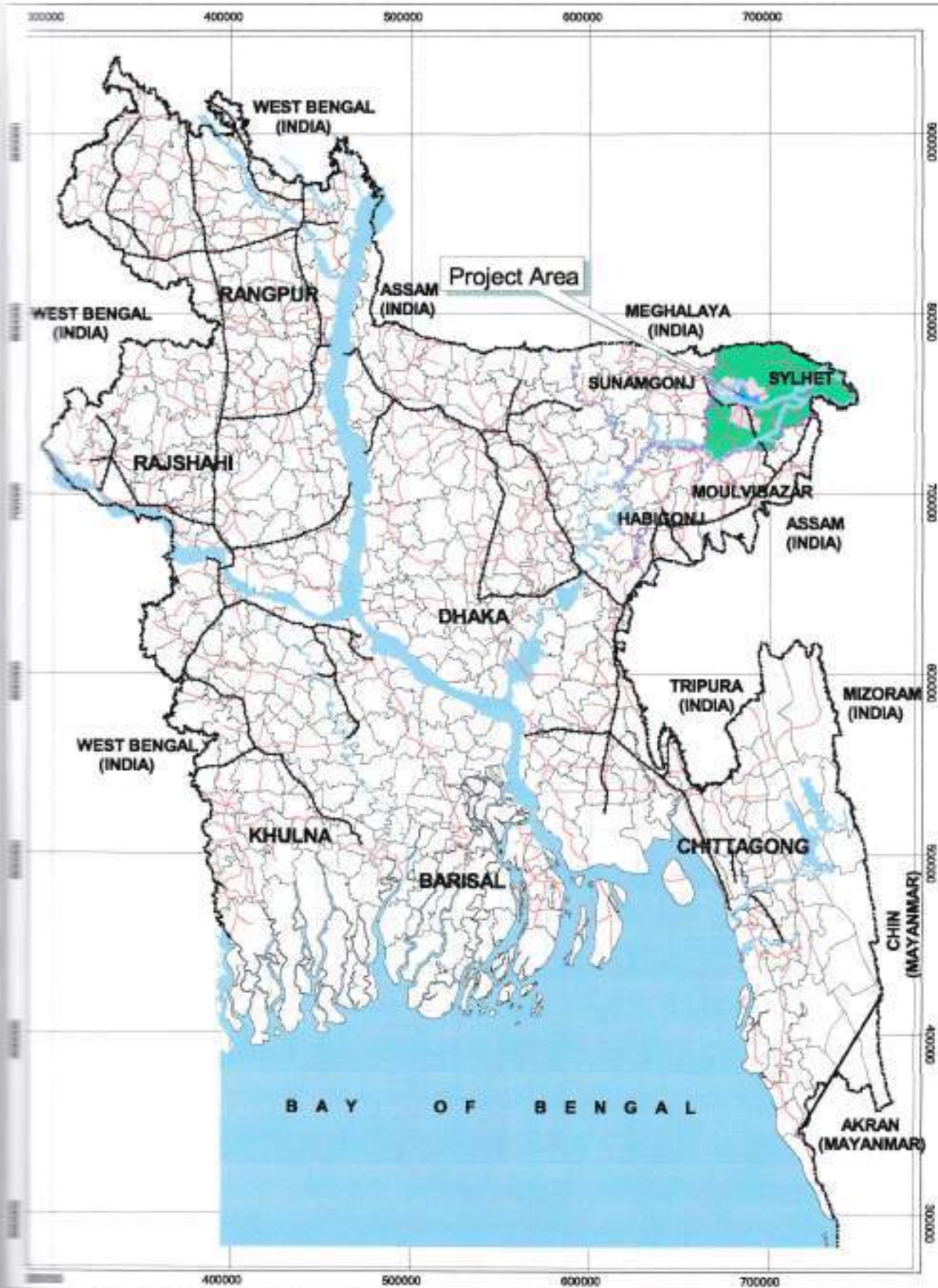
সূত্র: বিবিএস ২০০১ এবং পরামর্শকগণ কর্তৃক মূল্যায়িত।

১.৩.৩ আলোচ্য প্ল্যান প্যাকেজ

আলোচ্য প্রকল্পটি তিনটি ধাপের সমন্বয়-স্ট্রাকচার প্ল্যান, আরবান এরিয়া প্ল্যান এবং ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান। স্ট্রাকচার প্ল্যান একটি দীর্ঘ সময় অর্থাৎ আগামী ২০ বছরের (২০৩০ সাল পর্যন্ত) জন্য প্রণীত হয়েছে। এটি সিলেট শহরের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন রূপরেখা প্রদান করবে। এই রূপরেখা সিলেট ও আশেপাশের এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রণয়ন করা হয়েছে যার আয়তন ৮৫.১৮ বর্গ কি: মি:। স্ট্রাকচার প্ল্যান একটি লিখিত রিপোর্ট এবং সুপারিশকৃত নীতিমালা ও প্রয়োজনীয় মাপ সমন্বয়ে গঠিত। স্ট্রাকচার প্লানের প্রাথমিক সীমানা ম্যাপ-১.২ এ দেখানো হয়েছে।

আরবান এরিয়া প্লানে সিলেট শহরের জন্য একটি মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রদান করা হয়েছে যার সময়সীমা আগামী ১০ বছর (২০২০ সাল পর্যন্ত)। এই পরিকল্পনায় শহরের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এর আশেপাশের কিছু এলাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যার মোট আয়তন প্রায় ৪০.৯৬ বর্গ কি: মি:। এই প্লানে মধ্যম পর্যায়ের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ভূমি ব্যবহার জোনিং পরিকল্পনা প্রস্তাব করা হয়েছে।

ডিটেইল্ড এরিয়া প্লানের জন্য সম্পূর্ণ স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকাকে ১২ টি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং জোনে (SPZ) ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি এসপিজেড (SPZ) এর জন্য আলাদাভাবে ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রস্তুত করা হয়েছে। ডিটেইল্ড এরিয়া প্লানে প্রতিটি এসপিজেডের জন্য পর্যায়ক্রমে ৫ বছর মেয়াদী সময়সীমায় স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তারিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান সিলেট সিটি কর্পোরেশন এবং অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোকে বাস্তবায়ন করতে সাহায্য করবে। এই প্রকল্পের আর একটি উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় একটি সুষ্ঠু এবং সমন্বিত উন্নয়নকাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করা। এই প্রকল্পের আর একটি উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় পর্যায়ে যে সকল সংস্থা এ উন্নয়ন কাজে জড়িত আছে তাদের সুষ্ঠু ও দক্ষভাবে কাজ করার ক্ষমতা বাড়ানো। আলোচ্য রিপোর্টটিতে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় বাধ্যসূচক প্রতিবেদন এবং ম্যাপ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।



0 25 50 Kilometers

1:300,000

Source: CGOIR

LEGEND

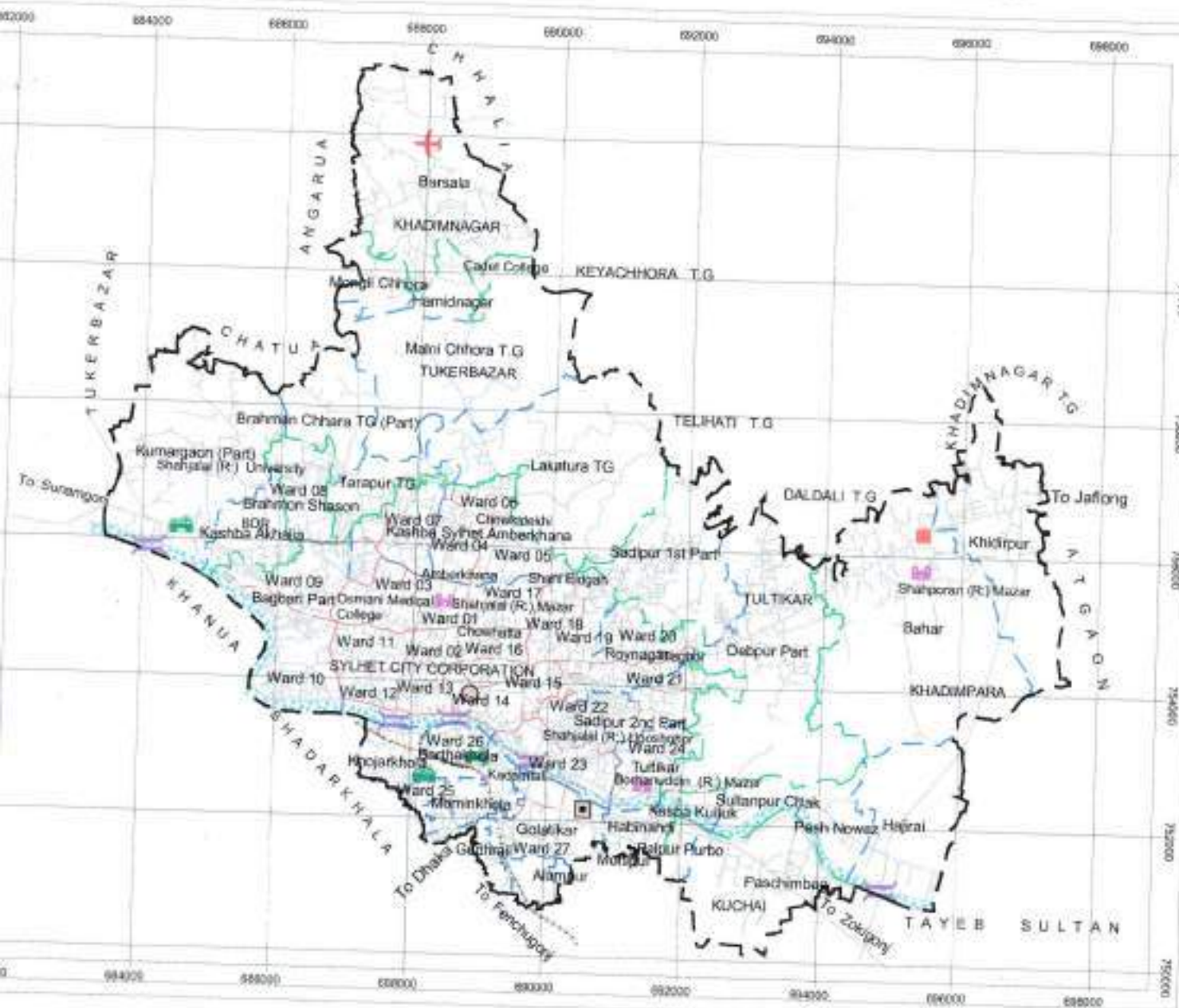
International Boundary
District Boundary (Sylhet)

Upazila Boundary
Railway
Major Road
Waterbody

Project Area
Sylhet Sadar Thana
Sylhet District

Geomatics
Department
of
BHELTECH (PVT.) LTD.
&
Engineering and Planning Consultants

Administrative Boundary of the Structure Plan Area



SCALE 1:88000

LEGEND

- Structure Plan Boundary
- Union Boundary
- Mouza Boundary
- Ward Boundary
- Existing Road
- Railway
- Surma River
- Airport
- Bus Terminal
- Bridge
- City Corporation Office
- Divisional Headquarters
- Mazar/Dargah
- Union Parishad Office

**Preparation of Master Plan
for Sylhet Divisional Town**

Consultants:
Consortium
of
SHELTECH (PVT.) LTD.
&
Engineering and Planning Consultants

দ্বিতীয় অধ্যায়

সিলেট শহরের সার্বিক অবস্থা এবং পূর্ববর্তী পরিকল্পনা প্রয়াসসমূহ

দ্বিতীয় অধ্যায়

সিলেট শহরের সার্বিক অবস্থা এবং পূর্ববর্তী পরিকল্পনা প্রয়াসসমূহ

২.১ ঐতিহাসিক পটভূমি

সুদূর অতীতে সিলেট “শ্রীহট্ট” বা “হরিকেল” নামক একটি আলাদা রাজ্য হিসাবে পরিচিত ছিল। এই রাজ্যটি দশম শতাব্দীতে চন্দ্র বংশীয় রাজাদের শাসনামলে একটি প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সামন্ত রাজাদের দ্বারা শাসিত ছিল। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত সিলেট শহরটি “লাউর”, “গাউর” এবং “জৈন্তা” রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সময়েই এলাকাটিতে লোকবসতি ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করে। সিলেট মুসলিম সুলতানদের অধীনে আসে ১৩০৩ শতকে, হযরত শাহজালাল (রহঃ) এর সিলেট বিজয়ের মাধ্যমে। ১৬১২ সালে এলাকাটি মুঘল সম্রাজ্যের অধীনে আসে। ১৮৭৪ সালে তিনুতর ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে সিলেট অঞ্চলকে বঙ্গদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এতে সিলেটের গুরুত্ব বেড়ে গেলেও স্থানীয় লোকজন এর বিরোধিতা করে। ১৯৪৭ সালে জনগণের ভোটের মাধ্যমেই সিলেট আবার পূর্ব পাকিস্তানে যুক্ত হয়।

অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে সিলেট ঢাকা বিভাগের অধীনে শাসিত হতো। কিন্তু ১৮৭৪ সালে সিলেট এবং প্রতিবেশী কাছার জেলা নবগঠিত আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ১৮৬৭ সালে সিলেট জেলাকে ৪টি প্রশাসনিক এলাকায় বিভক্ত করা হয়। এগুলো হলো- সিলেট সদর, সুনামগঞ্জ, করিমগঞ্জ এবং হবিগঞ্জ। সিলেট সদর আবার ১৮৮২ সালে উত্তর উপ-বিভাগ এবং দক্ষিণ উপ-বিভাগ এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। ১৯০৫ সালে পূর্ববঙ্গ এবং আসাম নামে যে নতুন প্রদেশ গঠিত হয়, তাতে সিলেট অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যাওয়ায় সিলেট পুনরায় আসামের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই অবস্থায় থাকে। ঔপনিবেশিক শাসনামলে সিলেট শহরটি বৃহত্তর সিলেট জেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অতীতে সিলেট মিউনিসিপ্যালিটির সাথে আসাম, কলকাতা এমনকি পাটনার ব্যবসায়িক যোগাযোগ ছিল যা ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ১৯৬১ সালের মধ্যে সিলেট আবার নতুন অবস্থানে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয়।

১৮৭৬ সালের মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাক্ট অনুসারে, ১৮৭৮ সালে সিলেট মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অ্যাক্ট মোতাবেক সিলেট মিউনিসিপ্যালিটির সীমানা নির্ধারণ করা হয় উত্তরে আশ্বরখানা রোড, দক্ষিণে সুরমা নদী, পূর্বে গোয়ালীছড়া এবং পশ্চিমে সাগর দীঘির পাড় ও উজানলেন।

১৯৯৬ সালে সিলেট বিভাগীয় সদর দপ্তরে রূপান্তরিত হয় এবং ২০০২ সালে এটিকে সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত করা হয়। সিলেট সিটি কর্পোরেশনের আয়তন ২৬.৫ বর্গ কি: মি: এবং জনসংখ্যা ২,৬২,৮৯৯ (বিবিএসঃ ২০০১)। অতি সম্প্রতি সিলেটকে মেট্রোপলিটান এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে যার অধীনে ছয়টি থানা অন্তর্ভুক্ত। থানাগুলো হলো কোতোয়ালী, দক্ষিণ সুরমা, মোগলাবাজার, শাহ পরান, এয়ারপোর্ট এবং জালালাবাদ।

২.২ জনসংখ্যা পরিবর্তন

১৮৭২ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী সিলেট শহরের জনসংখ্যা ছিল ১৬,৮৪৬। ১৯৬১-১৯৮১ সালের মধ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল ১৫২%। ১৯৭১ সাল থেকে মিউনিসিপ্যাল এলাকার আসল বিস্তার শুরু হয়। স্বাধীনতার পর মানুষের গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনের প্রবণতা বেড়ে যায়, যার কারণে সমগ্র দেশেই শহরায়তনের লোকসংখ্যা তীব্র গতিতে বাড়তে থাকে। ১৯৮৪ সালে সিলেট মিউনিসিপ্যাল এলাকার আয়তন ৫.৮২ বর্গ কি: মি: থেকে বেড়ে ১০.৪৯ বর্গ কি: মি: এ দাঁড়ায়।

১৯৯১ সাল হতে ২০০১ সাল পর্যন্ত সিলেট এলাকায় ব্যাপক জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে একটিকে আলাদা বিভাগ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই সময়ে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার ছিল সর্বোচ্চ (১৭২.৮%) যা অন্য ১৭টি পৌরসভার (যাদের জনসংখ্যা ১ লক্ষের বেশি) মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এই অবস্থার আরও একটি কারণ ছিল বিশেষ কর্মরত সিলেটীদের অধিক হারে রেমিট্যান্স প্রেরণ, যা এই এলাকার লোকজনকে শহরে বসবাস করার সামর্থ্য

এনে দেয়া এবং গ্রামের সুযোগ সুবিধাহীন জীবন থেকে শহরে চলে আসতে উৎসাহিত করে। ২০০১ সালে সিলেট সদর উপজেলার প্রায় ৭২.৯৫% লোক নগর এলাকায় বাস করত।

২.৩ পরিকল্পনা এলাকার ভৌত বৈশিষ্ট্যসমূহ

২.৩.১ পরিকল্পনা এলাকার জিও-ফিজিক্যাল অবস্থা

সিলেট জেলায় বিভিন্ন ধরনের মাটি দেখতে পওয়া যায়। বেশির ভাগ অঞ্চলে মাটি অল্প প্রকৃতির। কিন্তু দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে বন্যার পানিতে প্রাবিত হলে উপরিভাগের মাটি প্রায় স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকে। বিভিন্ন এলাকায় ধূসর বা গাঢ় ধূসর রঙের, প্রধানতঃ কাদা এবং প্রায় ২ ফুট পুরু স্তর দেখা যায়। উপরিভাগে কিছু কাদা বা বালির স্তর আছে।

ক. জলবায়ু

সিলেট শহরে প্রধানত গ্রীষ্মমন্ডলীয় জলবায়ু বিরাজ করে। তবে এর সাথে ভারী বৃষ্টিপাতও হয়, যা দেশের বাকি অংশের জলবায়ুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। গ্রীষ্মকালে (মার্চ-মে) গড় মাপমাত্রা থাকে ২৬.৬° সে, যা শীতকালে ১৯.৭° সে, এ নেমে আসে। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩৮৮০ মি: মি:। সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয় জুন-জুলাই মাসে। যদিও দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় বৃষ্টিপাত অনেক বেশি তবুও বলা যায় সিলেটের জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য দেশের অন্যান্য অংশের মতই।

খ. টপোগ্রাফি, প্রাকৃতিক দ্রেনেজ এবং ভূস্থাতিক ক্রটি

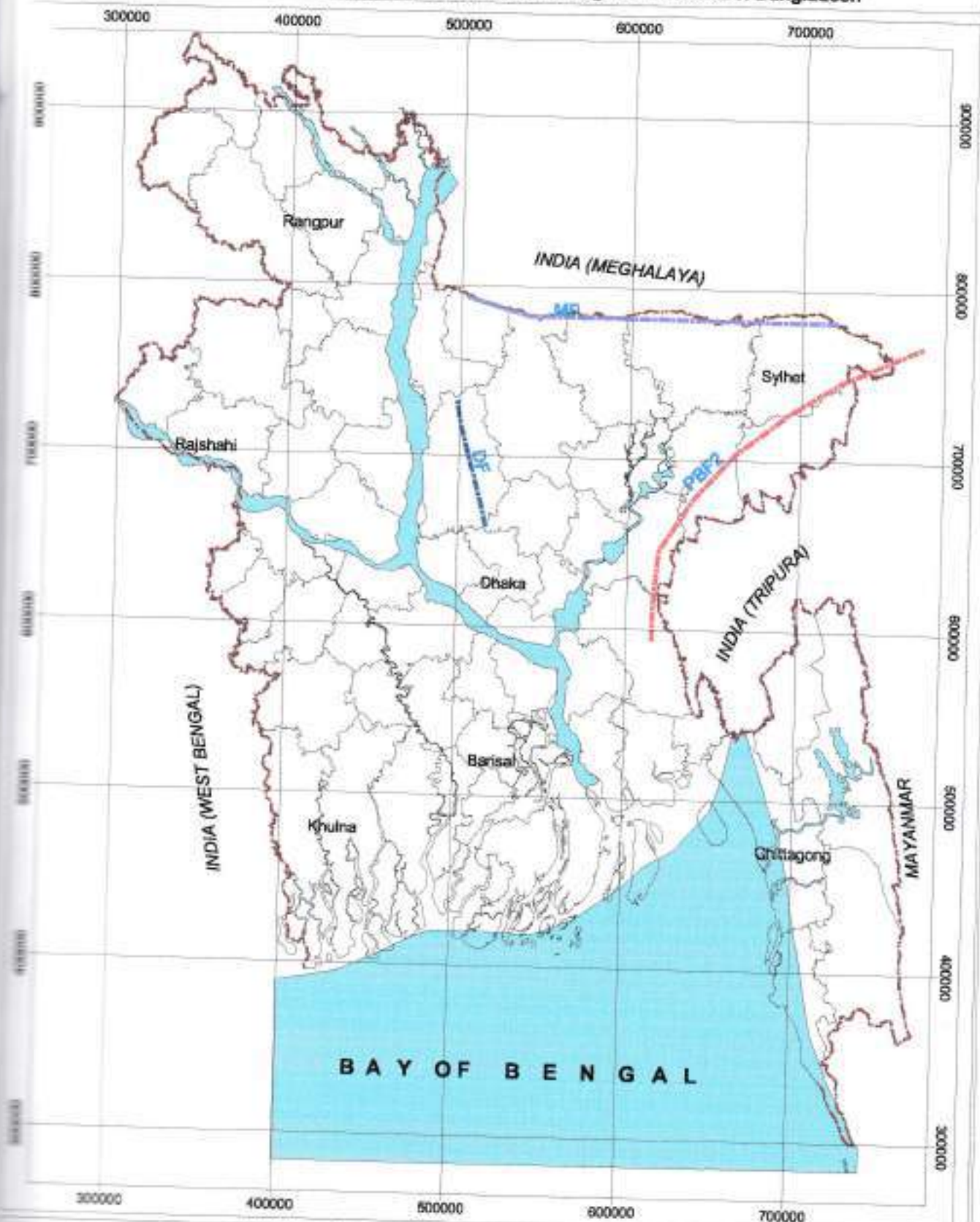
সিলেট শহরের টপোগ্রাফি বেশ উঁচুনিচু। গড় উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে + ১.২৩৩ মি: থেকে + ৪.২২১ মি: এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ভূমির গড় উচ্চতা + ১৮.৮৫৬ মি: (গড় সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে)। টপোগ্রাফিক সার্ভে থেকে দেখা যায় যে প্রায় ৩৫.৭৬% এলাকার গড় উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে + ১০.০০১ মি: এবং +১৫.০০০ মি: এর মাঝে। শহরের উত্তরদিকে কিছু বিচ্ছিন্ন টিলা ছাড়া পুরো শহরটির টপোগ্রাফি মোটামুটি একই ধরনের সমতল। সবচেয়ে নিচু এলাকা পাওয়া যায় টুলটিকার ইউনিয়নে যার গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৫.০০ মি:। সর্বোচ্চ হচ্ছে টুকের বাজার ইউনিয়নে। কন্টুর (contour) লেভেলের উপর ভিত্তি করে বলা যায়, পুরো শহরে কুচাই ইউনিয়নটি তুলনামূলকভাবে নিচু এবং টুকের বাজার ইউনিয়ন তুলনামূলকভাবে উঁচু। স্পট লেভেল (spot level) সার্ভে থেকে দেখা যায় যে, প্রকল্প এলাকার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তের বিভিন্ন এলাকা যেমন, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, বারসাদা এবং কুচাই ইউনিয়ন ইত্যাদির উচ্চতা তুলনামূলকভাবে কম এবং উত্তর পূর্বদিকের এলাকা যেমন, টুকেরবাজার ইউনিয়নের উচ্চতা সমগ্র প্রকল্প এলাকার গড় উচ্চতা হতে বেশি।

সুরমা-কুশিয়ারা নদী এবং তাদের বিভিন্ন শাখা ও উপনদী সমূহ জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এবং শহরটির বিস্তার ও সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু বর্তমানে শহরের উন্নয়নে নদীগুলোর ভূমিকা কমে গেছে। এর প্রধান কারণ বোরাক এবং সুরমা নদীর মেহোনায় পলির আস্তরণ। শহরের পানির চাহিদা পূরণ এবং নিকাশন ব্যবস্থার জন্য এই নদীগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুরমা নদীর পানি প্রবাহ কমে যাওয়ায় শুষ্ক মৌসুমে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। ছড়াতলো অবৈধ দখলের কারণে পানি নিকাশন ব্যবস্থার জন্য অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। শহরটিতে অনেকগুলো পুকুর, দীঘি এবং দূষিত ভোবা আছে। এগুলো বর্ষার পানি ধরে রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

সিলেট শহরের পূর্বাংশেই ডাউকি ফস্ট এর অবস্থান। এছাড়া কাছাকাছি রয়েছে সুগভীর সিলেট ফস্ট। খুঁকিপূর্ণ আসান, জাফলাং প্রাঙ্গণ, নাগা প্রাঙ্গণ এবং ডিসাং প্রাঙ্গণের কারণে সিলেট শহরটি উচ্চ ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। সিলেট বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা-৩ এ অবস্থিত। গত ১৫০ বছরের মধ্যে সিলেটে ৭.৫ মাত্রা বেশি তিনটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ম্যাপ-২.১ এ সিলেট শহর ও তার আশেপাশের ফস্ট লাইনগুলো দেখানো হয়েছে।

Map-2.1

Location of Seismic Fault Line of Sylhet Region in Context of Bangladesh



0 20 40 60 80 Kilometers

1:3750000

LEGEND

- DF Dauki Fault
- MF Modhupur Fault
- PAF2 Assam Fault
- District Boundary
- International Boundary

CONSULTANTS

Consortium of
Sheltech (Pvt.) Ltd
&
Engineering and Planning
Consultants Ltd.

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান
প্রথম খণ্ড-স্ট্রাকচার প্ল্যান ও আরবান এরিয়া প্ল্যান

২.৩.২ স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকায় ভূমি ব্যবহার

জন বা কারখানা ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে ভূমি ব্যবহার জরিপের মাধ্যমে ভূমির ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। জরিপকৃত তথ্যাবলী থেকে অবস্থান অনুযায়ী ভূমি ব্যবহারের তালিকা তৈরী করা হয়েছে, যেমন, আবাসিক, শিল্প, কৃষিকৃত ইত্যাদি। প্রতিটি ভূমির ব্যবহারকে এক একটি আইডি বা কোড দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। তথ্য বিন্যাসের সময় আলানা স্তরে (layer) ভূমির ব্যবহারের তথ্যাবলী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এই তথ্যাবলী থেকে শ্রেণী অনুযায়ী কম্পিউটারের জিআইএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। এরপর ইউনিয়ন অনুযায়ী ভূমির ব্যবহার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। টার্মস অব রেফারেন্সের নির্দেশনা অনুযায়ী সমগ্র শহরের ভূমির ব্যবহারকে ২৫টি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। সারণি-২.১ এবং ম্যাপ-২.২ এ পরিকল্পনা এলাকার বর্তমান ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাবলী উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-২.১: প্রকল্প এলাকার বর্তমান ভূমি ব্যবহার

ভূমির ব্যবহার শ্রেণী	আয়তন (একর)	আয়তন (হেক্টর)	%
আবাসিক	৪৮৩৮.৫৩	১৯৫৬.৪৭	২২.৯৮
কৃষিকৃত	৪৫২৩.৫২	১৮৩১.৪২	২১.৫০
রা. বাসন	৩৭৩৯.৬০	১৫১৩.৩৭	১৭.৭৭
অববহৃত ভূমি	১৬৪৫.৮৫	৬৬৬.০৬	৭.৮২
প্রাচীন কবর	১৪০৮.৬৫	৫৭০.০৬	৬.৭০
জলস্রোত	১৩৫৬.৩৩	৫৪৮.৮৯	৬.৪৫
পরিবহন ও যোগাযোগ	৭১০.৪৩	২৮৭.৫০	৩.৩৮
উদ্যান এবং পাহাড়ী এলাকা	৬৪৭.২২	২৬১.৯২	৩.০৮
শিল্প ও ব্যবসা	৫৪৭.১৫	২২১.৪২	২.৬০
বাস, ট্রাক ও লঞ্চ টার্মিনাল	৩৫৩.২৫	১৪২.৯৬	১.৬৮
কৃষিকৃত	৩১৪.১৯	১২৭.১৫	১.৪৯
প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তা	২৭৩.০১	১১০.৪৮	১.৩০
শিল্প/প্রস্তুতকারক এবং প্রসেসিং	১৫৭.৪৪	৬৩.৭২	০.৭৫
এলাকা	১৩১.৯৪	৫৩.৪০	০.৬৩
উদ্যত স্থান	১০২.৬৪	৪১.৫৪	০.৪৯
প্রাচীন স্থান	৭৪.৮৮	৩০.৩০	০.৩৬
স্বাস্থ্য সুবিধা	৫৬.৫৩	২২.৮৮	০.২৭
জলস্রোত/স্থান	৫৩.৮৫	২১.৭৯	০.২৭
স্বাস্থ্য ব্যবহার	৩০.৮২	১২.৪৭	০.১৫
প্রশাসনিক ব্যবহার	২৯.৪০	১১.৯০	০.১৪
কমিউনিটি সেন্টার	৯.০৪	৩.৬৬	০.০৪
প্রাচীন এলাকা	৪.০৬	১.৬৪	০.০২
স্বাস্থ্য সুবিধা	১.৪৭	০.৫৯	০.০১
জনসংখ্যা / স্টেশন	১.৪০	০.৫৭	০.০১
অববহৃত স্থান	০.২১	০.০৯	০.০০
কমিউনিটি/মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস	০.১৩	০.০৫	০.০০
স্বাস্থ্য উৎপাদন কেন্দ্র/স্টেশন	০.০৫	০.০২	০.০০
মোট	২১০৩৯.৭৩	৮৫১৫.৩২	১০০.০০

সংস্করণ: কনসাল্ট্যান্ট কর্তৃক সম্পাদিত ভূমি ব্যবহার জরিপ, ২০০৭-২০০৮।

উপরোক্ত সারসী হতে এটি স্পষ্ট যে, সবচেয়ে বেশি পরিমাণ (২২.৯৮%) ভূমি ব্যবহৃত হচ্ছে আবাসিক এলাকা এবং গ্রামীণ বসতি হিসেবে। দ্বিতীয় প্রধান ব্যবহার হল কৃষি, যাতে প্রকল্প এলাকার ২১.৫০% ভূমি ব্যবহৃত হচ্ছে। চা বাগানের আওতাধীন রয়েছে ১৭.৭৭% ভূমি। ৬.৪৫% জমি জলাধার হিসেবে এবং ৩.৩৮% জমি ব্যবহৃত হচ্ছে পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে। প্রকল্প এলাকার শিক্ষা ও পবেষনা ক্ষেত্রে এবং বাণিজ্যিক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে যথাক্রমে ২.৬০% এবং ১.৪৯% ভূমি।

২.৩.৩ আর্থ-সামাজিক অবস্থা

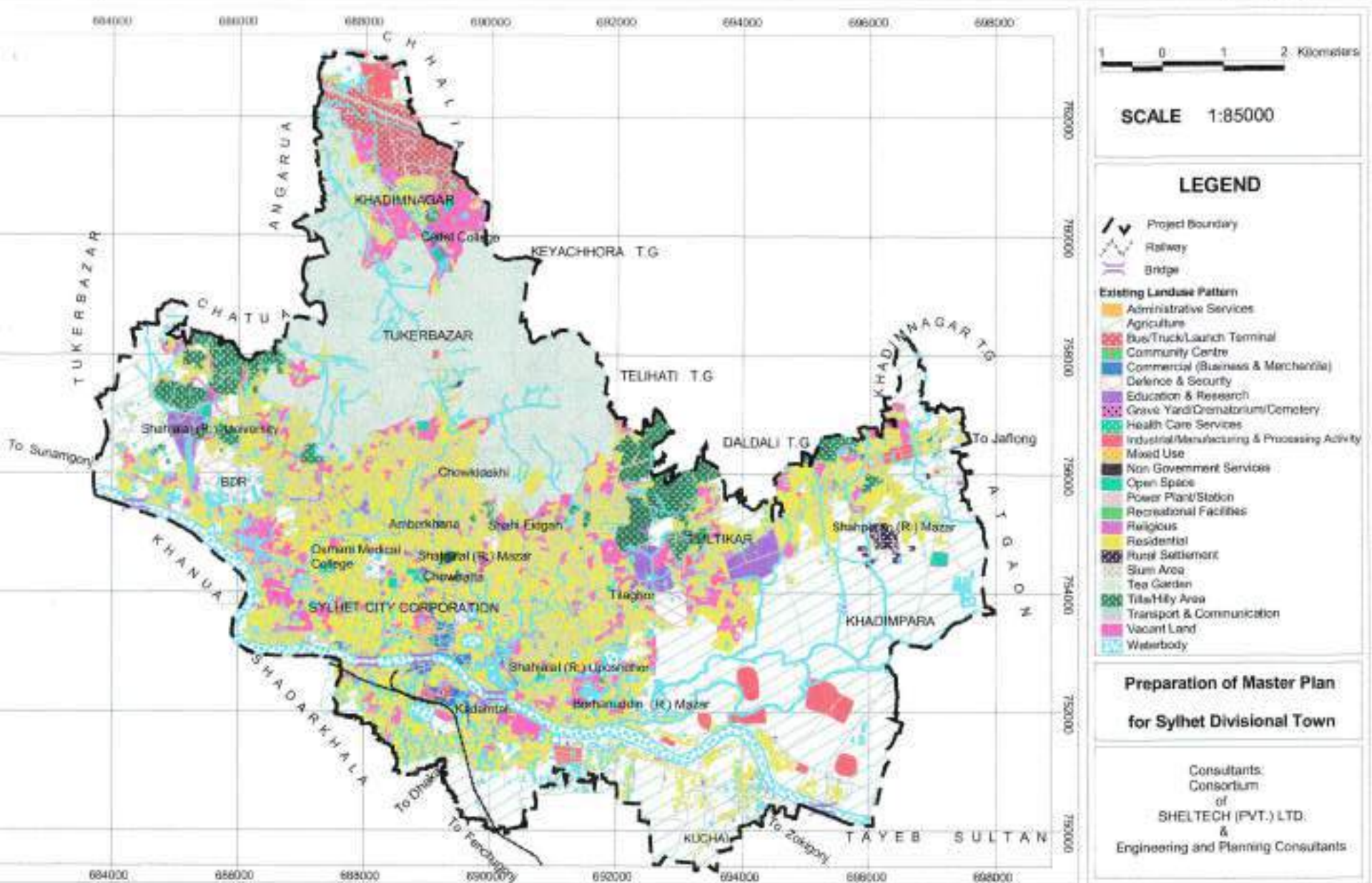
আর্থ-সামাজিক জরিপের প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় সিলেট অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অন্য যে কোন শহরের তুলনায় অনেক বেশি সম্ভাবনাময়। এর অন্যতম প্রধান কারণ হল বিদেশ থেকে প্রাপ্ত রেমিট্যান্স। রেমিট্যান্সের সুবিধা গ্রহণ করে প্রকল্প এলাকায় ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। জরিপ হতে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, প্রায় ১২% পরিবার বিদেশ থেকে নিয়মিত রেমিট্যান্স পেয়ে থাকে। প্রকল্প এলাকায় মোট জনসংখ্যার ৮৪% মুসলিম। শহর এলাকায় ছোট পরিবার গঠনের বৌক বেশি দেখা গেলেও পুরো প্রকল্প এলাকায় গড়ে প্রতিটি পরিবারে ৫.৫২ জন সদস্য রয়েছে। প্রকল্প এলাকায় পুরুষ ও মহিলা জনসংখ্যার অনুপাত ১০০:১২০ যা জাতীয় অনুপাত (১০০:১১৭) হতে সামান্য বেশী। এর প্রধান কারণ প্রকল্প এলাকা হতে পুরুষ জনসংখ্যা কাজের উদ্দেশ্যে অন্যত্র চলে যাওয়া। জরিপ থেকে দেখা যায় যে, মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক (৪৩%) বিদেশে বা দেশের অন্যান্য অংশে কর্মরত। শিক্ষিতের হার প্রায় ৯১% যা জাতীয় হার (৪৫%) এর তুলনায় অনেক বেশি।

জরিপকৃত লোকসংখ্যার প্রায় ৬৩% প্রতি মাসে ১০,০০০.০০ টাকা বা তার বেশি পরিমাণ আয় করে থাকে। অন্যদিকে দারিদ্র-সীমার (মাসিক আয় ৫৫০০ টাকার কম) নিচে বাস করছে মোট জরিপকৃতদের প্রায় ২৫.৬১% যা জাতীয় হার (২৮%) এর তুলনায় কম। জনসংখ্যার প্রায় ৬১% কর্মকম বয়স সীমার অন্তর্ভুক্ত, যদিও মাত্র ৩৩% লোক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত। জনসংখ্যার ৪০% নির্ভরশীল বয়স সীমার অন্তর্ভুক্ত।

২.৪ শহর সম্প্রসারণের গতিধারা

শহর সম্প্রসারণে প্রধানতঃ দুটি বিষয় সবচেয়ে বেশি কাজ করে, ভূমির উচ্চতা (বা বন্যা মুক্ত কি না) ও রাস্তার অবকাঠামো। এ ছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো, প্রয়োজনীয় স্থাপনা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা, বাজার এবং বন্দর সুবিধা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং টার্মিনাল, বিনিয়োগের জন্য সম্পদের প্রবাহ ইত্যাদি। সিলেট শহরের সম্প্রসারণ ও প্রবৃদ্ধিতে উপরোক্ত বিষয়ের অনেকগুলোই অবদান রেখেছে। দেখা গেছে, শহরের সম্প্রসারণ হয়েছে প্রধানত উত্তর-পূর্ব এবং পশ্চিম অংশে। দক্ষিণ দিকে সুরমা নদী প্রবাহিত। সুরমা নদীর উপর নির্মাণকৃত ৪টি সেতু শহরের দক্ষিণ অংশের সম্প্রসারণে সহায়তা করেছে। যদিও এই দিকে বিসিক শিল্প নগরীর মত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা আছে তবুও এই দিকে শহরের সম্প্রসারণ হয়েছে তুলনামূলক কম। এর কারণ প্রধানত দুটি, প্রথমত, বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক নাগরিক সুযোগ সুবিধার অভাব এবং সরকারী স্থাপনাসমূহ সুরমা নদীর অন্য পাড়ে প্রধান শহর এলাকার অবস্থিত; দ্বিতীয় কারণ হল, দক্ষিণের অংশটি মূল অংশ হতে নিচু এবং এ কারণে বন্যাপ্রবন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। শহরের পূর্বাংশে ভূমি অপেক্ষাকৃত উঁচু (কিছু পকেট এলাকা বাদে)। এ অংশ নিয়ে আস্তঃ জেলা সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান। বিদ্যমান আরও একটি বিসিক শিল্প নগরী অবস্থিত, যা এই এলাকার শিল্পায়নকে উৎসাহিত করছে। উত্তর পূর্বাংশে জমি অপেক্ষাকৃত উঁচু তাই স্বাভাবিকভাবে প্রবৃদ্ধির দ্বারা এই এলাকাতেই বেশি। উত্তরদিকের টিলা এবং পাহাড়ী এলাকার কারণে শহরের সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। এ এলাকায় চা বাগানগুলো অবস্থিত। তবে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর স্থাপনের পর এই এলাকার আশে পাশে উন্নয়ন পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই এলাকায় বেসরকারী উদ্যোগে কিছু পুঁজায়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। পশ্চিমাংশে জমি আশেপাশের এলাকার চেয়ে অপেক্ষাকৃত উঁচু (সিটি কর্পোরেশন এলাকা বাদে)। এই এলাকায় ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এই এলাকায় একটি নতুন বাইপাস সড়ক নির্মিত হয়েছে যা শহরের সুরমা নদীর দক্ষিণের এলাকাকে সুন্দরগঞ্জ সড়ক ও ঢাকা সিলেট সড়কের সাথে সংযুক্ত করেছে। এ কারণে শহরের সম্প্রসারণ এ অংশে স্বাভাবিকভাবে বেশি হবে। শহরের এই অংশেই শহরের একমাত্র সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান। শহরের অভ্যন্তরে প্রবাসী সিলেটীদের বিনিয়োগে প্রচুর হোটেল, শপিংমল এবং এপার্টমেন্ট নির্মিত হচ্ছে। এই বিনিয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতিতে ব্যাপক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে যা মান্দিপ্রায়াব এফেক্ট এর মাধ্যমে শহরের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করবে। ম্যাপ-২.৩ এ সিলেট শহরের সম্প্রসারণের দ্বারা দেখানো হয়েছে।

Existing Generalized Land Use of the Project Area



২.৫ পূর্ববর্তী পরিকল্পনা প্রয়াস

২.৫.১ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত স্ট্রাকচার প্ল্যান এবং এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ১৯৮৭ সালে সিলেট শহরের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে শহর ও এর আশপাশ এলাকার জন্য প্রথম স্ট্রাকচার প্ল্যান প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়। ন্যাশনাল ফিজিক্যাল প্ল্যানিং প্রজেক্ট এর অধীনে (বিজিডি/৮১/০০৫) এটি প্রণয়ন করা হয়। প্রকল্পটি UNDP এর আর্থিক সহায়তায় UNCHS কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িত ছিল। তৎকালীন সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার সহায়ক হিসেবে স্থানীয় পর্যায়ে ৬টি জেলা এবং ৫টি উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের যে উদ্যোগ নেয়া হয় তারই একটি অংশ হিসাবে সিলেটের জন্য এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

২.৫.২ স্ট্রাকচার প্লানের পটভূমি

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর সিলেট। আশির দশকের শেষদিকে শহরটি একটি হাইকোর্ট বেঞ্চ, একটি মেডিক্যাল কলেজ, অনেকগুলো মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্বাতন্ত্র্য পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল। সিলেট দেশের চা উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। দেশের বিভিন্ন অংশের সাথে সিলেটের ভালো সড়ক, নৌ ও আকাশপথে যোগাযোগ রয়েছে। আশির দশকের শেষ থেকে দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসেবে সিলেট খুব দ্রুত প্রবৃদ্ধি লাভ করেছে।

২.৫.৩ স্ট্রাকচার প্লানের উদ্দেশ্য

- ক) শহরের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা হ্রাস করা।
- খ) সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও একটি সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করা।
- গ) শহরের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের একটি কাঠামো প্রস্তুত করা।

২.৫.৪ প্রকল্প এলাকা

স্ট্রাকচার প্ল্যান প্রণয়নের সময়ে সিলেট মিউনিসিপ্যাল এলাকার আয়তন ছিল প্রায় ৯.৭ বর্গ কি:মি: (৩.৫ বর্গমাইল)। প্রকল্প শুরু পূর্বে প্রকল্প এলাকার আয়তন নির্ধারণ করা হয় ১৯ বর্গ কি:মি: যাতে মিউনিসিপ্যাল এলাকা এবং আশেপাশের সম্ভাব্য এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ২০০০ সাল পর্যন্ত শহরের বৃদ্ধি ঘটবে ধরে নেওয়া হয়েছিল।

২.৫.৪.১ উন্নয়নের কৌশলগত নীতিমালা

উন্নয়ন প্রস্তাবনায় কিছু উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। এই কৌশলগুলোতে কর্মসংস্থান, অবকাঠামো, পরিবহন ব্যবস্থা, ড্রেনেজ, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, জ্বালানীশক্তি, শিক্ষা এবং বাজার ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২.৫.৪.২ উন্নয়ন প্রস্তাবনা

স্ট্রাকচার প্লানে বলা হয়েছে, শহরের উন্নয়নে প্রধান ভূমিকা পালন করবে বেসরকারী ভূমি মালিকেরা এবং সরকারী পর্যায়ে প্রধান ভূমিকা থাকবে মিউনিসিপ্যালটির। স্ট্রাকচার প্লানে তিন ধরনের কাজের সুপারিশ করা হয়ঃ

- ১। সরকারী সংস্থা রাস্তা অথবা কোন পাবলিক ফ্যাসিলিটি তৈরীর মাধ্যমে একটি নতুন এলাকায় উন্নয়ন কাজের সূচনা করবে।
- ২। কর্তৃমানে যেসব সুযোগ সুবিধা আছে সেগুলো উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও নতুন এলাকায় এই সুযোগ সুবিধাগুলোর সম্প্রসারণ।
- ৩। একটি সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন প্রস্তাবনার জন্য একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ।

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান
প্রথম খণ্ড-স্ট্রাকচার প্ল্যান ও আবহাওয়া এরিয়া প্ল্যান

এই পরিকল্পনায় ২০ বছর সময়সীমার জন্য একটি উন্নয়ন প্রস্তাবনা সেট তৈরির পরামর্শ দেওয়া হয়। পরিকল্পনায় বাস্তবায়ন তিন পর্যায়ে তিনটি সময়সীমায় বিভক্ত করা হয় যার মধ্যে ১৯৮৭-৯০ ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

২.৫.৫ স্ট্রাকচার প্ল্যান বাস্তবায়ন

স্ট্রাকচার প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য প্রধান দায়িত্ব দেওয়া হয় তৎকালীন মিউনিসিপ্যালিটিকে। কিন্তু এ দায়িত্ব সম্পাদন মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষমতা আছে কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া পরিকল্পনা রিপোর্টে শহরের উন্নয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য সরকারী সংস্থাগুলোর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও মিউনিসিপ্যালিটিকে প্রদান করার কথা বলা হয়। এতে কোন ধরনের প্রশাসনিক পূর্ণগঠনের সুপারিশ প্রদান করা হয় নাই। কিন্তু একই সাথে সুপারিশ করা হয় যে, পৌরসভা এলাকায় উন্নয়ন কাজের নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা এবং সমন্বয়ের প্রশাসনিক ক্ষমতা পৌরসভা কর্তৃপক্ষেরই থাকা উচিত।

পরিকল্পনা রিপোর্টে সমালোচনা করা হয় যে বর্তমান উন্নয়ন ধারায় ভূমি উন্নয়ন এবং নির্মাণকাজ নিয়ন্ত্রণ কৌশলের অভাব রয়েছে এবং পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার বিষয়গুলোকে বিবেচনায় আনা হচ্ছে না। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণে পৌরসভার নিষ্ক্রিয়তা কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পৌরসভার দক্ষ জনশক্তির অভাব এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন করলেও তা বাস্তবায়নের জন্য ক্ষমতার অভাব রয়েছে। স্ট্রাকচার প্লানে আশা প্রকাশ করা হয় যে পরিকল্পনার সময়সীমা মধ্যেই উপযুক্ত ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হবে এবং পৌরসভা কর্তৃপক্ষকে ভূমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দেওয়া হবে। এ ছাড়া অদূর ভবিষ্যতে অবকাঠামো এবং সার্ভিসের জন্য উপযুক্ত জায়গা নির্ধারণ করে উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

২.৫.৬ এ্যাকশন প্ল্যান

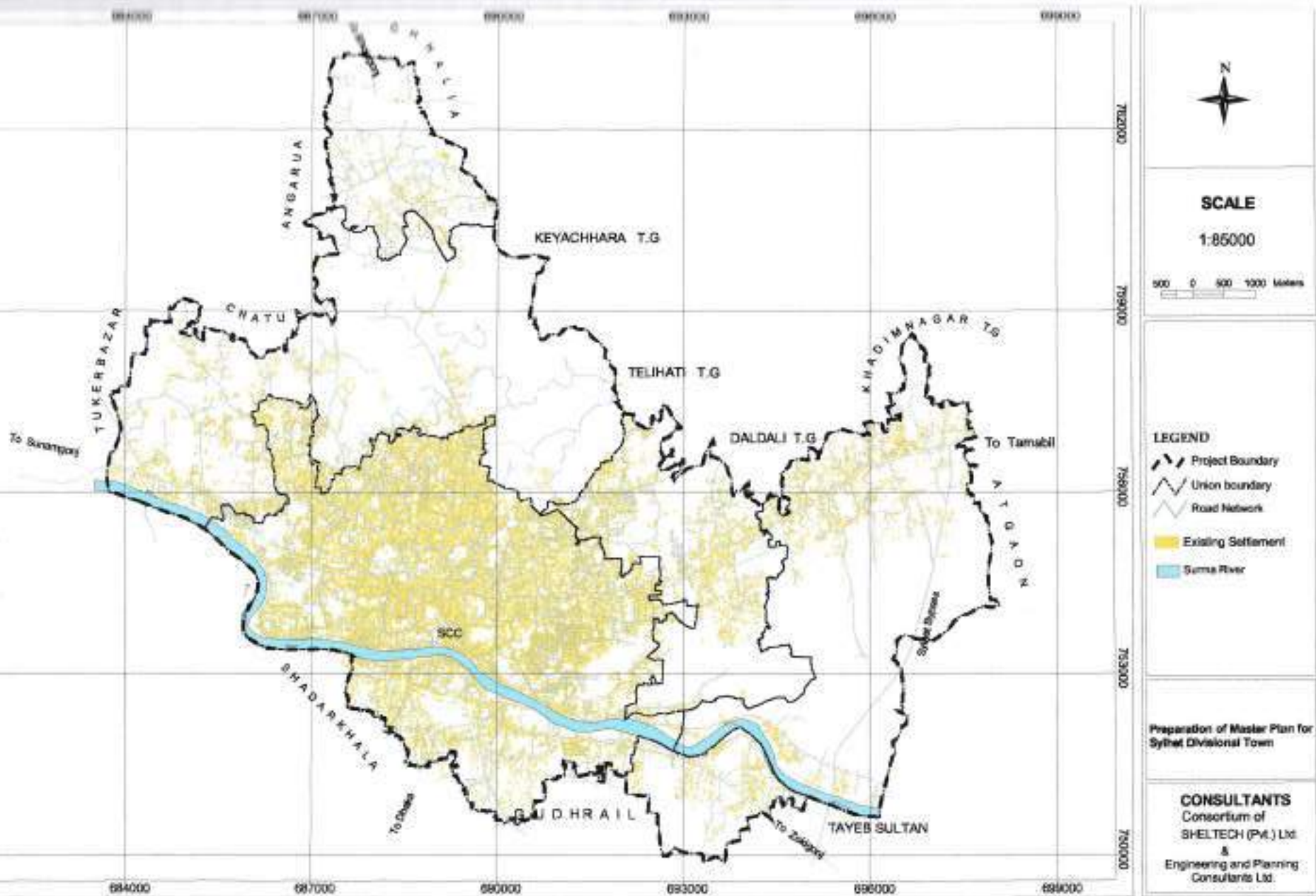
সিলেট শহরের পরিকল্পনা প্রণয়নের দ্বিতীয় স্তরটি ছিল এ্যাকশন প্ল্যান। এ্যাকশন প্ল্যানের উদ্দেশ্য ছিল স্ট্রাকচার প্ল্যান প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ মূল্যায়ন করে একটি বিস্তারিত অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করা এবং প্রকল্পগুলোর বিশদ নকশা ও বাস্তবায়ন নির্ধারণ করা। এই প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন স্ট্রাকচার প্ল্যান সময়সীমার প্রথম তিন বছরের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে ধরা হয়। গভীরভাবে মূল্যায়নের পর স্ট্রাকচার প্লানে প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোর মধ্য থেকে ১৮ টি এ্যাকশন প্ল্যান প্রকল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই ১৮টি প্রকল্পের ৮টি জাতীয় সরকারের অর্থায়নে এবং বাকি ১০ টি পৌরসভার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কিছু বিষয় বিবেচনা করেও এই ১০টি প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়:

- প্রকল্পটি মানুষের কতটুকু প্রয়োজন মেটাবে;
- নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দেওয়া;
- বরচ মেটাবার জন্য প্রকল্প হতে অর্জিত লভ্যাংশ সংগ্রহ;
- প্রকল্পটি কতটা জরুরী;
- প্রকল্পটি প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার উৎসাহিত করে কিনা;
- পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে প্রকল্পটি কতটা সফল হবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর ভিত্তিতে ক্রমাগত করে ১০টি প্রকল্পের অগ্রাধিকার একটি তালিকা চূড়ান্ত হয় যা সারণি-২.২ এ দেখানো হয়েছে।

Spatial Growth Pattern of the Project Area



সিলেট বিভাগীয় শহরের মাষ্টার প্ল্যান
প্রথম বস্তু-স্ট্রাকচার প্ল্যান ও আবাসন এরিয়া প্ল্যান

সারণি- ২.২: অগ্রাধিকার প্রকল্পের তালিকা

পুরাতন ক্রমিক নং	নতুন ক্রমিক নং	প্রকল্প	কোর	ব্যয় (টাকা)	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (টাকা)
৪	১	উন্মুক্ত স্থানে টুইন পিট ল্যাট্রিন স্থাপন করা।	২৭.৫	৩৫৩০০	-
৭	২	২০০টি টিউব ওয়েল স্থাপনের ব্যবস্থা করা।	২৭.৫	২২৫৬০০০	২৩০৮২০০
১৩	৩	কম্প্রিহেনসিভ ড্রেনেজ স্কিম তৈরী করা।	২৭.৫	১০০০০০০	৩৩০৮২০০
৫	৪	৩০টি স্ট্যান্ড পাইপ মেয়ামত করা।	২৬.৫	১৬৯০০	৫২২০০
১২	৫	কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।	২৬.০	৫৬৬৬০০০	৮৯৭৪২০০
১১	৬	২০০০ টি সার্ভিস ল্যাট্রিনকে টুইন পিট ল্যাট্রিনে উন্নত করা।	২২.৫	৫১১০০০	৯৪৮৫২০০
৩	৭	উত্তরমুখী চলাচলকারী বাসসমূহের জন্য টার্মিনাল নির্মাণ।	১৯	১২২৬০০০	১০৭১১২০০
১০	৮	কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ।	১৯	১৫৪০০০	১০৮৬৫২০০
১	৯	কাঁচা রাস্তাকে ব্রিক পেভমেন্ট রাস্তায় রূপান্তর।	১৬.৫	৪৪৬১০০০	১৫৩২৬২০০
১৪	১০	কাঁচা ড্রেনসমূহকে ব্রিক লাইনিং এর মাধ্যমে উন্নয়ন করা।	১৪.৫	২৭৯৪০০০	১৮১২০২০০

২.৫.৭ পরিকল্পনা প্রস্তাবনার বাস্তবায়ন পর্যালোচনা

স্ট্রাকচার প্লানের প্রস্তাবনাসমূহ বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করতে গিয়ে এক হতাশাব্যঞ্জক চিত্র পাওয়া যায়। সিলেট শহরের এই পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায় নাই এবং আলো বাস্তবায়িত হয়নি। এই পরিকল্পনায় সিলেট যে এক সময় বিভাগীয় সদরদপ্তরে পরিণত হবে তাও ভবিষ্যৎবাণী করতে পারেনি। পরিকল্পনায় প্রধান প্রধান ভূমি ব্যবহার অনুযায়ী ভূমি বন্টন করা হয়নি। এতে ধারণা করা হয় যে, ভবিষ্যৎ শহরের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় জমি কৃষি এবং অব্যবহৃত জমি থেকে সংগ্রহ করা হবে। যদিও পরিকল্পনায় বলা হয়েছে প্রতি ১০ বছর পর পর এই উন্নয়ন পরিকল্পনা সংশোধন বা পুনর্বিবেচনা করা হবে, যাতে উন্নয়নের ধারাকে ১০ বছর পর পর আধুনীকীকরণ করা যায়। কিন্তু কখনোই এই পরিকল্পনা সংশোধনের কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়নি। তাই সময়ের সাথে সাথে এই পরিকল্পনা ধীরে ধীরে ভাঙ গ্রহণযোগ্যতা হারায়। এই ব্যর্থতার পেছনে মূল কারণ ছিল বিভিন্ন দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয় মেয়ন, গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এর মধ্যে সমঝোতা ও সমন্বয়ের অভাব। এই ব্যর্থতার পেছনে আরও একটি কারণ হলো, বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা এবং অর্থ কোনটাই প্রদান করা হয় নাই। তদুপরি নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং সিলেট পৌরসভা এর মধ্যে যথাযথ সমন্বয় বা সমঝোতা না হওয়ায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই।

২.৬ জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের গৃহায়ন প্রকল্প (১৯৯০)

জাতীয় সরকারের আবাসন সরবরাহের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কল্প হলো জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ। এই কর্তৃপক্ষ দেশের আবাসন সমস্যা নিরসণে, বিশেষত নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ১৯৫৯-১৯৯৭ সালের মাঝে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের পূর্বসূরি হাজিজি এন্ড সেটলমেন্ট ডিরেক্টরেট শরণার্থী পূর্ববাসন প্রকল্প, নিম্ন আয় ও মধ্যবিত্ত আয়ের মানুষের জন্য আবাসন প্রকল্প এবং বস্তি পূর্ববাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এ পর্যন্ত এই সংস্থা দেশজুড়ে ৩৪টি আবাসন প্রকল্প তৈরী করেছে যাতে সমস্ত প্রয়োজনীয় নাগরিক এবং অবকাঠামো সুযোগ সুবিধা নিশ্চয়। এই আবাসন প্রকল্পগুলো আবাসিক এবং পুনর্বাসন প্রট, ক্র্যাট, দোকান, বাণিজ্যিক, শিল্প ব্যবহার্য প্রট, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বিদ্যালয়, মসজিদ, পার্ক, খেলার জায়গা ইত্যাদি সমন্বয়ে গঠিত। এই প্রকল্পগুলোর মধ্যে ২টি সিলেট শহরে অবস্থিত।

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান
প্রথম ধাপ-স্ট্রাকচার প্ল্যান ও আবাসিক এরিয়া প্ল্যান

- ১। শাহজালাল হাউজিং এস্টেট (প্রথম পর্যায়) এই প্রকল্পে ৭৪৭ টি বিভিন্ন ধরনের প্লট আছে যার মোট আয়তন ৬০ একর।
- ২। সিলেট হাউজিং এস্টেট (দ্বিতীয় পর্যায়) এই প্রকল্পে ৭৫৫ টি প্লট রয়েছে যার আয়তন ৬৫.৫ একর।

২টি হাউজিং এস্টেটই ২২নং ওয়ার্ডে অবস্থিত এবং স্থানীয়ভাবে শাহজালাল উপশহর হিসেবে পরিচিত, যাতে উচ্চবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত লোকজন বসবাস করে।

২.৭ বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত সাইট এবং সার্ভিস পরিকল্পনা

সম্প্রতি কিছু এনজিও, কমিউনিটি বেসেড অরগানাইজেশন, সিসিও মিলিতভাবে বস্তির অবস্থা উন্নয়নে কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে যার অর্থায়ন হচ্ছে বহিরাগত দাতা সংস্থা দ্বারা। সরকারী উদ্যোগে পৌরসভা অঞ্চলে বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রম চলাচ্ছে যা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল।

২.৮ বিসিক শিল্প নগরী স্থাপন

শহরে বিসিকের দুটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প নগরী আছে-খাদিয়নগর শিল্প নগরী এবং গোটাটিকার বিসিক শিল্প নগরী। প্রকল্প দুটির কাজ শুরু হয় যথাক্রমে ১৯৮৫ ও ১৯৬৫ সালে এবং ১৯৯৭ সালে শেষ হয়। শিল্প নগরী দুটির সম্মিলিত আয়তন ৫২.৬৪ একর। এর মধ্যে ৩৯.০৬ একর ব্যবহৃত হচ্ছে শিল্প এলাকা হিসাবে এবং বাকি এলাকায় আছে রাস্তাঘাট এবং অন্যান্য অবকাঠামো। ২৫৩টি প্লটের মধ্যে ১৪১টি প্লট ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প কারখানাকে বরাদ্দ দেওয়া হয়। বর্তমানে উৎপাদন কাজ চলাচ্ছে মাত্র ১০০ টিতে (সারণি-২.৩)। দেশের অন্যান্য বিসিক শিল্প নগরীর মত এখানেও শিল্প নগরী দুটির পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয় নাই।

সারণি- ২.৩: পরিকল্পনা এলাকায় অবস্থিত বিসিক শিল্প নগরী

শিল্প নগরীর নাম	অবস্থান	বাস্তবায়ন কাল	মোট এলাকা	শিল্প শিল্প ভূমি ব্যবহার	মোট শিল্প প্লট	বরাদ্দকৃত শিল্প প্লট	উৎপাদন সক্ষম শিল্প	অন্যান্য ভূমি ব্যবহার
খাদিয়নগর শিল্প নগরী	খাদিয়নগর	১৯৮৫-১৯৯৭	২৭.৭৫ একর	১৯.১৬	১১৯	৬৯	৪৬	৮.৫৯ একর
গোটাটিকার শিল্প নগরী	গোটাটিকার	১৯৬৫-১৯৯৭	২৮.৮৯ একর	১৯.৯০	১৩৪	৭২	৫৬	৪.৯৯ একর
মোট			৫৬.৬৪ একর	৩৯.০৬	২৫৩	১৪১	১০০	১৩.৫৮ একর

তথ্যসূত্র: বিসিক, সিলেট, ২০০৭।

২.৯ সড়ক পরিবহন উন্নয়ন পরিকল্পনা

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হল কার্যকরী এবং উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা। আর এক্ষেত্রে সড়ক পরিবহন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নেও ভালো সড়ক যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ। সিলেট অঞ্চলের পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নে বর্তমানে কিছু প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মধ্যে ৫টি প্রকল্প হল বিভিন্ন সেতু ও কালাভাট নির্মাণ যা নব্বই দশকের শেষ দিকে শুরু হয় এবং বর্তমানে শেষের পথে। এসকল প্রকল্পগুলো হলো:

- বিয়ানীবাজার-গোলাপগঞ্জ-ফেঞ্চুগঞ্জ সড়ক;
- সিলেট-সালুতিকর-কোম্পানিগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ সড়কের অবশিষ্ট কাজ শেষ করা;
- ওসমানী বিমানবন্দর বাইপাস সড়ক নির্মাণ;
- সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়কের আশ্রখানা-তুকেরবাজার অংশের উন্নয়ন;
- সিলেট-জকিগঞ্জ সড়কের উন্নয়ন;
- সিলেট শহরের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের উন্নয়ন;
- মাদিমপুর সেতু পুনর্নির্মাণ এবং সেতু যোগাযোগকারী সড়কের উন্নয়ন;

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান
প্রথম খণ্ড-স্ট্রাকচার প্ল্যান ও আববান এরিয়া প্ল্যান

সিলেট সিটি কর্পোরেশনও শহরের উন্নয়নে বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এগুলো হলো:

- ভিআইপি রোডের প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন, আরসিসি ড্রেন নির্মাণ এবং সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন এলাকায় ফুটপাথ নির্মাণ (১/১/২০০৪-৩১/১২/২০০৭)।
- সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাঘাট ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- টিলাগড় এলাকায় কেন্দ্রীয় ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ।

সরিন্দনের উপযোগী এবং সহজে পাওয়া যায় এমন একটি পরিবহণ মাধ্যম হল রেলওয়ে। বাংলাদেশ সরকার দ্রুত দায়িত্ব নিরসনের জন্য জাতীয় কৌশলগত নীতিমালায় কিছু লক্ষ্য নির্ধারণ করে রেলওয়ে উন্নয়নের মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভবপর হবে।

সিলেট রেলওয়ে স্টেশনের রিমেডেলিং (দ্বিতীয়, পর্যায়) প্রকল্পটির কাজ এই বছরে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এতে রেল পরিবহণে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটবে। ইস্টারলিং এর আধুনিকায়ন এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ব জোনভুক্ত আখাউড়া - সিলেট অংশের ১০টি স্টেশনের সিগন্যাল ব্যবস্থার উন্নয়ন আরো একটি প্রকল্প যা ২০০৮ সালে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কম্যান্ড	জমি
ব্যবহার	
১.৫৯ একর	
১.৯৯ একর	
৩৩.৫৮ একর	

সড়ক পরিবহন
ভুক্ত যোগাযোগ
৫টি প্রকল্প হল
কল প্রকল্পগুলো

তৃতীয় অধ্যায় জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতিমালা ও কৌশল

৩.১ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা

এই অধ্যায়ে মূলত দুটি সাম্প্রতিক জাতীয় পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো হলো- পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এবং দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি)।

৩.১.১ পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা

পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাটি তৈরি করা হয় ১৯৯৭-২০০২ মেয়াদের জন্য। এই পরিকল্পনাটি পাকিস্তান আমলে যাটের দশকে শুরু হওয়া পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় তৈরী করা হয়। এটি স্বাধীনতার পরে প্রস্ততকৃত পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা সিরিজের শেষ পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় ৭% প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় যা বাস্তবে অর্জন করা সম্ভব হয়নি। তবে এই পরিকল্পনা বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরতা কমিয়ে কিছুটা স্বনির্ভরতা আনতে সমর্থ হয়। পরিকল্পনাটি বেসরকারী খাতের প্রসারের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে।

ক. পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যসমূহ

- ১) অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে দারিদ্র বিমোচন।
- ২) শ্রমঘন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
- ৩) নিজস্ব প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন এবং রপ্তানী পণ্যের হার বৃদ্ধি।
- ৪) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং কারিগরী প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন।
- ৫) দেশের তুলনামূলক সুবিধা বিবেচনা করে শিল্প ক্ষেত্রের উন্নয়ন।
- ৬) মৌলিক সেবা ও সুবিধা, যেমন, বিদ্যুৎ, গ্যাস, কয়লা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন।
- ৭) গবেষণা ও উন্নয়ন উৎসাহিত করা, বিশেষত ইলেকট্রনিক্স এবং জিন প্রকৌশল।
- ৮) স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- ৯) সমঅধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা।
- ১০) কার্যকর স্থানীয় সরকার তৈরি করা। এই স্থানীয় সরকার হতে হবে প্রয়োজনীয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রণয়নে সক্ষম।
- ১১) সঠিকভাবে আয়, সম্পদ এবং সুযোগ বন্টনের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

খ. নগর উন্নয়ন বিষয়ক খাতসমূহের উদ্দেশ্য

শহরকেন্দ্রের ক্ষেত্রে ভৌত পরিকল্পনা, গৃহায়ন এবং পানি সরবরাহ-এই তিনটি প্রধান বিষয় পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপঃ

১. ভৌত পরিকল্পনা, গৃহায়ন এবং পানি সরবরাহ ব্যবস্থা

- ১) নগরকেন্দ্র এবং গ্রামীণ এলাকাসমূহের জন্য ভূমি ব্যবহার মহাপরিকল্পনা গ্রণয়ন।
- ২) সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসন এবং নগর এলাকায় বসবাসকারী বিভিন্ন আয়ের লোকজনের জন্য “স্যাটেলাইট টাউন” গড়ে তোলা।
- ৩) নিম্ন আয়ের লোকজনের জন্য গৃহায়ন।
- ৪) বস্তিবাসীদের জন্য গৃহায়ন।
- ৫) বস্তি এলাকায় মৌলিক সুযোগ সুবিধা প্রদান।
- ৬) শহর ও গ্রাম উভয় এলাকায় নিরাপদ পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা।
- ৭) প্রশাসনিক কেন্দ্র এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সরকারী অফিস ও বসবাসের জন্য ভবন নির্মাণ।
- ৮) জেলা, থানা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে মৌলিক অবকাঠামো এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদান।
- ৯) পানি এবং বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ।

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্র্যান
প্রথম খণ্ড-স্ট্রাকচার প্র্যান ও আবহাওয়া এরিয়া প্র্যান

- ১০) মেট্রোপলিটন এলাকার যানজট নিরসনের জন্য রাস্তা নির্মাণ।
- ১১) আনন্দ ভ্রমণ ও বিনোদনের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা।
- ১২) নির্মাণ সামগ্রী এবং নির্মাণ পদ্ধতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন।

পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার পর্যালোচনায় নগরকেন্দ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে সন্তোষজনক অগ্রগতি দেখা যায়নি। বিশেষতঃ এই পরিকল্পনা যে সময়সীমার জন্য করা তার মধ্যে একমাত্র খুলনা মেট্রোপলিটন সিটি ব্যতীত আর কোন শহরের পরিকল্পনাই প্রণয়ন করা হয়নি। কোন 'স্যাটেলাইট টাউন' বা 'বস্তি উন্নয়ন' কর্মসূচীও প্রণীত বা গৃহীত হয়নি।

৩.১.২ দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (পি আর এস পি)

২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'মিলেনিয়াম সামিট' এ জাতিসংঘ মিলেনিয়াম ডিক্লারেশন করে যাতে ১৮৯টি দেশ সম্মত হয়। এতে দেশগুলো ২০১৫ সালের মধ্যে কিছু উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সন্মত হয়। এটি মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস বা এমডিজি নামে পরিচিত। এতে মানবসম্পদের উন্নয়ন এবং এর উপকারিতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি গঠনতন্ত্র প্রস্তত করা হয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সহযোগিতার জন্য এটি একটি রোড ম্যাপ। এতে ৮টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়ঃ

- ১। অতি দারিদ্র এবং ক্ষুধা দূরীকরণ।
- ২। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা।
- ৩। সমঅধিকার এবং নারীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।
- ৪। মৃত্যু হার কমানো।
- ৫। মায়েদের স্বাস্থ্য উন্নয়ন।
- ৬। এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ।
- ৭। পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।
- ৮। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য একটি সার্বজনীন অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করা।

"এমডিজি" লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে ২০০৩ সালে বাংলাদেশে 'দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র' প্রস্তত করা হয়। এটি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার স্থলাভিষিক্ত হয়। এতে কমপক্ষে ২০টি ক্ষেত্রকে উন্নয়নের জন্য প্রাধান্য দেওয়া হয়। পরিকল্পনা কমিশন ৯টি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এই পরিকল্পনার ফিজিক্যাল প্র্যানিং, পানি সরবরাহ এবং গৃহায়ন ক্ষেত্রের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রম (এ ডি পি) এর অধীনে বাস্তবায়ন করে। দ্বিতীয় দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র ২০০৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর সংসদে উপস্থাপিত হয়। এর নামকরণ হয় "পরিবর্তনের পরক্ষেপঃ দ্রুত দারিদ্র বিমোচনের জন্য জাতীয় কৌশল।" এর বাস্তবায়ন সময়সীমা ২০০৯-২০১১ অর্থবছর।

ক. পি আর এস পি পর্যালোচনা

পি আর এস পির বস্তি উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচন বিষয়ক প্রকল্পগুলোতে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। কিন্তু দাতা সংস্থা অর্থায়ন অগ্রতুল হওয়ায় এই পরিকল্পনার সময়সীমা বর্ধিত করে জুন ২০০৭ এর পরিবর্তে জুন ২০০৮ নির্ধারিত হয়। এছাড়া পি আর এস পি বাস্তবায়ন কমিটির মতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপের জন্য যেসব নির্দেশক (Indicator) নির্ধারণ করা হয়েছিল তা যথেষ্ট নয়। প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে, দারিদ্র বিমোচনের জন্য উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগের ফলে কি পরিমাণ কর্মসূচন হচ্ছে তা পরিমাপ করা কঠিন হয়ে পড়ছে (দৈনিক প্রথমআলো, ২০০৭)। অতএব, সম্পদের সুষ্ঠু বন্টনের মাধ্যমে উন্নয়ন কাজ ত্বরান্বিত করতে হলে প্রয়োজনীয় নির্দেশক নির্ধারণ এবং সঠিক ও যথেষ্ট তথ্য ভান্ডার প্রস্তুত করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

এছাড়াও, পি আর এস পি বাস্তবায়নের যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহের সাথে খাপ খায়না। যথোপযুক্ত কৌশলপত্র তৈরি করতে হলে শুধুমাত্র ব্যাংক এবং ফান্ড এর উপর নির্ভর না করে স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা দরকার। এ ধরনের পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের অংশগ্রহণ যা পি আর এস পি-তে উল্লেখযোগ্যভাবে অবহেলিত।

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্লান
প্রথম খণ্ড-স্ট্রাকচার প্লান ও আবহাওয়া এরিয়া প্লান

শহরাক্ষরের জন্য এমভিজি লক্ষ্যসমূহ অর্জন করার জন্য ৪টি বিশেষ কৌশল অনুসরণ করা যায়ঃ

- (১) যে সব সকল শহর অর্থনৈতিক উন্নয়নে অধিক প্রভাব ফেলে তাদের জন্য 'ম্যাক্রো ইকোনমিক' কৌশল নির্ধারণ।
- (২) শহরের অবকাঠামো এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। এছাড়া পরিকল্পিত নগরায়ন এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরী।
- (৩) কর্মসৃজন প্রকল্প গ্রহণ।
- (৪) শৃঙ্খলা ও আইন প্রতিষ্ঠা।

বর্তমান নগর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা মূল্যায়নের মাধ্যমে নতুনভাবে গড়ে তোলা প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে প্রয়োজনীয় আইন ও নিয়মের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী ও দায়িত্বশীল করতে হবে। সম্প্রতি যে স্থানীয় সরকার অর্টিন্যান্স জারি করা হয়েছে তা পি আর এস পি এর লক্ষ্য অর্জনে একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

৩.২ নগর সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতি, আইন, বিধি এবং নির্দেশনার আলোকে প্রণীত নির্ণায়ক

আলোচ্য অংশে জাতীয় পর্যায়ের যে সমস্ত নীতি, আইন, বিধি ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে সেগুলো হলো, নগর ব্যবস্থাপনা নীতি, ভূমি ব্যবহার নীতি, গৃহায়ন নীতি, নগর যোগাযোগ নীতি, পরিবেশ নীতি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তন নীতি, পর্যটন নীতি, কৃষি নীতি, জাতীয় বন নীতি, জনসংখ্যা নীতি, ইমারত নির্মাণ আইন, বিভিন্ন কোড, প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ব্যক্তিদের জন্য নীতি, ইত্যাদি।

৩.২.১ নগর উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক নীতি

এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে নগর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সামগ্রিক কোন নীতি প্রণীত হয় নাই। তবে নগর বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ের উপর বেশ কিছু নীতি তৈরী করা হয়েছে।

৩.২.১.১ জাতীয় নগর বিষয়ক নীতি

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ১৯৯৪ সালে একটি জাতীয় নগর ব্যবস্থাপনা নীতির খসড়া প্রণয়ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল উন্নয়ন বিকেন্দ্রীকরণ, জন সচেতনতা তৈরী, জনগণের অংশগ্রহণ, সরকারী নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং বেসরকারী খাতের অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে টেকসই এবং সমতা ভিত্তিক নগর উন্নয়ন করা।

২০০৬ সালে জাতীয় নগর ব্যবস্থাপনা নীতির খসড়া তৈরী করা হয়। এতে নগর অঞ্চল সমূহের টেকসই, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক-প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো রচনা করা হয়েছে। এর লক্ষ্য ছিল নগরায়নের ইতিবাচক দিকগুলিকে শক্তিশালী করা এবং একই সঙ্গে নেতিবাচক বিষয়গুলো কার্যকরভাবে মোকাবেলা করে টেকসই নগর উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন করা। খসড়া নীতির লক্ষ্য উন্নয়ন বিকেন্দ্রীকরণ এবং অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নগর উন্নয়ন অর্জন, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার, স্থানীয় সরকার এবং সিভিল সোসাইটির স্ব স্ব ভূমিকা থাকবে। খসড়া জাতীয় নগর বিষয়ক নীতির প্রধান প্রধান লক্ষ্য:

- উন্নয়ন ছড়িয়ে দিয়ে এবং স্তর বিশিষ্ট নগর কাঠামো তৈরী করে আঞ্চলিক ভারসাম্যপূর্ণ নগরায়ন নিশ্চিত করা।
- উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ বিধি এবং অবকাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরী করে, বৈষম্য এবং দারিদ্র হ্রাস করে অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করা।
- সরকারী-বেসরকারী এবং অন্যান্য পার্টনারশীপের মাধ্যমে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং ক্রমবর্ধমান আবাসন এবং মৌলিক নগর সার্ভিসের চাহিদা পূরণ করা।
- নগর পরিবেশ বিশেষত জলাধার রক্ষা, সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন করা।
- স্থানীয় পর্যায়ে কর্তৃত্ব তৈরী করা এবং নগর স্থানীয় সরকারকে উপযুক্ত ক্ষমতা, সম্পদ, যোগ্যতা প্রদান করা যাতে তারা ব্যাপক ভাবে পরিকল্পনা, অবকাঠামো নির্মাণ, সার্ভিস প্রদান এবং উন্নয়ন এবং নগর ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব পালন করতে পারে।
- অংশ গ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কমিউনিটির সকল খাতকে যুক্ত করা।
- ভূমি মালিকানা নিশ্চিতকরণ, বিভিন্ন জীবনধারণমূলক পেশায় অংশ গ্রহণ এবং মৌলিক সার্ভিস প্রাপ্তির সুযোগ তৈরী করে অধিবাসীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা তৈরী করে তাদের জন্য সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা।

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্রান
প্রথম খন্ড-স্ট্রাকচার প্রান ও আবাস এরিয়া প্রান

- নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নকালে মহিলা, পুরুষ, শিশু, যুব, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধীদের সমস্যা এবং প্রয়োজনীয় বিবেচনা রাখা।
- বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অপরাধ এবং সন্ত্রাস হ্রাস করে সকল নাগরিকের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- শহরের ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা, সংরক্ষণ এবং সৌন্দর্য্য বর্ধন।
- নগর ও গ্রামীণ এলাকার টেকসই উন্নয়নের জন্য সাহায্যক ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে নগর ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন ও সুশাসনের ব্যবস্থা করা।
- স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করে সুশাসন নিশ্চিত করা।

विशेष विवेचा विद्यार्थी

- বাংলাদেশে শহরগুলো জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
- বর্তমানে শতকরা প্রায় ২৬ জন লোক শহরে বাস করে এবং জিডিপিতে নগর এলাকার অবদান প্রায় ৪৫ শতাংশ।
- বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য টেকসই নগরায়ন আবশ্যিক।
- বাংলাদেশে ভারসাম্যহীনভাবে দ্রোত নগরায়ন সংঘটিত হচ্ছে।
- জাতীয় নগরায়ন নীতির লক্ষ্য হচ্ছে নগরায়নের ইতিবাচক দিকগুলিকে গুরুত্ব দেয়া, পাশাপাশি নেতিবাচক দিকগুলি ফলাফলগুলি যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করে টেকসই নগরায়ন নিশ্চিত করা।
- বাংলাদেশের প্রতিটি শহরের নিজস্ব অর্থনৈতিক পরিকল্পনা থাকা উচিত।
- কেন্দ্র থেকে স্থানীয় সরকার পর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করা প্রয়োজন।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা আবশ্যিক।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য স্বচ্ছতা এবং জনাবদিনিহতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- কৃষি থেকে অকৃষি খাতে ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণসহিত করতে হবে।
- নীতি কার্যকর করতে বাস্তবায়ন বিষয়ক সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে।
- নগরায়ন এবং গ্রামের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে শক্তিশালী সংযোগ গড়ে তুলতে হবে।
- কৌশল প্রণয়নে ব্যাপক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হলেও তা বাস্তবায়নে যথাযথ প্রচেষ্টার অভাব রয়েছে।
- নীতি নির্ধারণে দরিদ্রদের আবাসনে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা উচিত।
- নগরায়ন হ্রাসিয়ে দেয়া এবং শহর-গ্রাম যোগাযোগ সুদৃঢ় করার উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

୩.୨.୧.୨ ଜାତୀୟ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ନୀତି ୨୦୦୧

দেশের ভূমি, বিশেষত কৃষি ভূমি সংরক্ষণের জন্য সরকার ২০০১ সালে জাতীয় ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন করে। এই নীতি জাতীয় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করে যার সঙ্গে বর্তমান পরিকল্পনা সঙ্গতিপূর্ণ। ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ২০০১ সালের জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিতে জাতীয় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। এই প্রণীত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার ভিত্তি হিসাবে ধরা হয়েছে ভূমির উৎপাদন এবং ভূমির ক্ষমতা, ভূমির ব্যবহার এবং প্রয়োজনীয় বনভূমি, শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং গৃহায়ন। নিচে প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় যে সমস্ত বিষয়ে আলোকপাত করতে হয়েছে তার প্রধান প্রধান দিকগুলি তুলে ধরা হলো।

- ১। উত্তরাঞ্চলের মরশুমের রোধ কল্পে সমন্বিত ভূমি সংরক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।
- ২। কার্যকর প্রকল্প গ্রহণ করে ভূমি ক্ষয়, ভূমির উর্বরতা রক্ষা করতে হবে এবং উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমি উন্নয়ন এবং সংরক্ষণ করতে হবে।
- ৩। পাহাড়ী এলাকার অ-প্রকৃতি সংরক্ষণের জন্য পাহাড় কাটা এবং ভূমি খনন এবং অপসারণ বন্ধ করতে হবে। পাহাড়ী এলাকা থেকে বিক্ষিপ্তভাবে পাথর এবং মাটি সংগ্রহ বন্ধ করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। জলস্রাব ব্যবস্থাপনার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ৪। পরিকল্পিত আবাসন এবং/অথবা ব্যবহারের জন্য ভূমি শ্রেণী বিভাগকরণ এবং কার্যকরভাবে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বাস্তব করা।
- ৫। ভূমি ক্ষয় জনিত অথবা সরকারী হুকুম দখলের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান
প্রথম খণ্ড-স্ট্রাকচার প্ল্যান ও আবাসন এরিয়া প্ল্যান

৬. উত্তরাঞ্চলে মজুতকরণ প্রক্রিয়া, ভূমি পুনরুদ্ধার, ভূমি ক্ষয় রোধ, ভূমির বহুমুখী ব্যবহার, উপকূলীয় এলাকা সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন, জলাভূমি প্রভৃতি বিষয় নিয়মিত মনিটরিং, জরিপ ও এগুলো নিয়ে গবেষণা করা।

ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিতে দেশের সীমিত ভূমির সর্বোত্তম এবং নিবিড় ব্যবহারের উপর জোর দেয়া হয়। নীতিতে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা, অপরিবর্তিত আবাসন উন্নয়ন রোধ, বিক্ষিপ্ত শিল্প এবং বাণিজ্যিক স্থাপনা নির্মাণ বন্ধ করার জন্য নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ভূমি জোনিং করার কথা বলা হয়। ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিতে পরিকল্পিত উন্নয়ন এবং ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহারের উপর জোর দেয়া হয়।

পর্যালোচনা

ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়নের পর তা বাস্তবায়নের জন্য এ যাবত কোন ধরনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। এই নীতি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা ক্রমশ গুরুতর সংকটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

৩.২.১.৩ জাতীয় গৃহায়ন নীতি ১৯৯৩

১৯৯৩ সালে সরকার প্রথমবারের মত জাতীয় গৃহায়ন নীতি প্রণয়ন করে। গৃহায়ন খাতের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে গৃহায়ন নীতির আর্টিকেল-২.৩ এ কতিপয় বৃহৎ শহরের ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এ সমস্ত শহরে গৃহায়ন একটি বড় ধরনের সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে কিন্তু এ বিষয়ে সাদৃশ্যী মূল্যে নতুন আবাসন নির্মাণ এবং সরবরাহের কোন সরকারী উদ্যোগ নেয়া যাচ্ছে না। নীতিতে অপরিবর্তিত ও বিক্ষিপ্তভাবে আবাসিক এলাকা গড়ে ওঠার উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। গৃহায়ন নীতির উদ্দেশ্যে (আর্টিকেল-৩.৩) অপরিবর্তিত ও অস্বাস্থ্যকর আবাসিক এলাকা নির্মাণ রোধের জন্য কার্যকর কৌশল প্রণয়নের উপর জোর দেয়া হয়। গৃহায়ন নীতির আর্টিকেল-৫.১.৪ এ আবাসন এবং অবকাঠামো নির্মাণ খাতে বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। নীতিতে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আবাসন নির্মাণে কমিউনিটি, এনজিও, সিবিও, বেসরকারী উদ্যোক্তা এবং সমাজ কল্যাণ সংগঠনকে সহায়তার অঙ্গীকার করা হয় (আর্টিকেল-৫.২.৭)। নীতিতে নতুন লীজিং পদ্ধতিতে অবকাঠামো নির্মাণ করার কথা বলা হয়েছে। আর্টিকেল-৫.২.৮ এ স্থানীয় সরকারগুলিকে অবকাঠামো বায় পুনরুদ্ধারে সহায়তা প্রদান এবং কর্মীদের লক্ষ্যতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের কথা বলা হয়েছে। সরকারের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে নীতিতে (আর্টিকেল-৫.৭) বলা হয়েছে যে সরকার আবাসন খাতে সবসময় সহায়কের ভূমিকা পালন করবে। সরকার শুধু দরিদ্র এবং বাস্তবায়নের আবাসন প্রদানের দায়িত্ব পালন করবে (আর্টিকেল-৫.৭.১)। এই নীতিতে বেসরকারী সংস্থা, এনজিও এবং সিবিওকে আবাসন, অবকাঠামো এবং স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নে উৎসাহিত করার অঙ্গীকার করা হয় (আর্টিকেল-৫.৭.৩)।

পর্যালোচনা

এর এক যুগেরও বেশি কাল পূর্বে গৃহায়ন নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে কিন্তু নীতি সমূহ বাস্তবায়নের জন্য এখন পর্যন্ত কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান এখনো দেশের গৃহায়ন সমস্যা নিরসনে উল্লেখযোগ্য কোন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে নাই। কর্তৃপক্ষ দেশের গৃহায়ন সমস্যা যথাযথভাবে নির্ধারণ করতে পারে নাই এবং তা মোকাবেলার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। দেশে বেসরকারী খাতে আবাসন শিল্প বিকাশ লাভ করেছে। বিশেষত বড় শহরগুলিতে বেসরকারী আবাসন ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়েছে। কিন্তু এ সমস্ত শহরে জমির উর্ধ্বমূল্যের কারণে কাস্ট্রন অধিকাংশ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছে। তবে অংশগ্রহণমূলক আবাসন নির্মাণে এখনো কোন বিশেষ উদ্যোগ পরিকল্পিত হয় নাই। সরকারী খাতে সাইট এবং সার্ভিস প্রক্রিয়ায় এখনো আবাসন নির্মাণ অব্যাহত রয়েছে যা সাধারণ মানুষের আবাসন সমস্যা নিরসনে কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

৩.২.১.৪ জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০৪

২০০৪ সালে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল সামগ্রিকভাবে দেশের জটিল জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবেলা করা। এর আরো একটি উদ্দেশ্য ছিল জনসংখ্যা সমস্যার ব্যাপারে সরকারী, বেসরকারী, সিভিল সোসাইটি এবং এনজিও সহ সকল সংস্থার মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করা।

উদ্দেশ্য

জাতীয় জনসংখ্যা নীতির উদ্দেশ্য পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবাসহ মাতৃ এবং শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন। এ ছাড়া এমডিজি এর পিআরএসপি এর আলোকে জনসংখ্যা এবং উন্নয়নের মধ্যে কল্পিত ভারসাম্য এনে মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নও এই নীতি অন্যতম উদ্দেশ্য। জনসংখ্যা নীতিকে চারটি সেটেরে ভাগ করা যাবে- মানব সম্পদ উন্নয়ন, জনসংখ্যা কর্মকাণ্ড বিকেন্দ্রীকরণ, জনসংখ্যা পরিকল্পনা এবং পরিকল্পিত পরিবার গঠনে এনজিও ও বেসরকারী সংস্থা সমূহকে সম্পৃক্তকরণ।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

জনসংখ্যা নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য শিক্ষা বিস্তার এবং প্রশিক্ষণ কৌশলের মাধ্যমে একটি বিশাল দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা। এ শিক্ষার সকল স্তরে জনসংখ্যা, জনস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। এই নীতির আওতায় বিভিন্ন স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় জনসংখ্যা, পরিবার পরিকল্পনা, মাতৃ এবং শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হবে। মাতৃ এবং শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়সমূহের উপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচী তৈরী করে ম্যানেজার এবং সার্ভিস প্রদানকারীদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এই লক্ষ্যে বিভিন্ন মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করা হবে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ জনসংখ্যা নীতির আর একটি সুপারিশ। এতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পুষ্টি ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে জনগণের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য উপজেলা এবং আরো নিচে ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে। এই নীতির অন্যতম লক্ষ্য, জনসংখ্যা কার্যক্রম স্থানীয় গণ্যমান্যদের সম্পৃক্তকরণ, জনমত তৈরী, দরিদ্র ও মহিলা প্রতিনিধি এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধির সমন্বয়ে এ্যাকশন প্র্যান তৈরী করা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটিগুলির ক্ষমতা দিয়ে ও অর্থ সংগ্রহ করে মানব উন্নয়ন এবং পল্লী এলাকায় অধিকতর জনসংখ্যা সেবা প্রদান করা। এ জন্য স্বাস্থ্য এবং শক্তিশালী স্থানীয় সরকার তৈরী করতে হবে। পরিবার পরিকল্পনা, মাতৃ এবং শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। এ জন্য ইউনিয়ন এবং নিম্ন পর্যায়ে মাতৃকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

এনজিও এবং বেসরকারী খাতের অংশ গ্রহণ

জনসংখ্যা নীতিকে একটি বাপকল্পিতিক রূপ প্রদানের জন্য এনজিও এবং বেসরকারী খাতকে নীতি বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে নিতে হবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পর্যায়ে এদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নিম্নবর্ণিত কৌশল গ্রহণ করতে হবে।

- সেবা সুবিধা বহির্ভূত এলাকায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে সেবা প্রদান করার জন্য রেজিস্টার্ড এন জি ও দের সহায়তা নিশ্চিত হবে।
- বিশেষত দরিদ্র এবং সুবিধা বঞ্চিতদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সেবা প্রদানের জন্য এন জি ও দের উৎসাহিত করা হবে।
- দরিদ্র এবং সুবিধা বঞ্চিতদের দেরিতে বিয়ে এবং দেরিতে সন্তান গ্রহণ, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি এবং STIs, RTIs, HIV/AIDS বিষয়ে সচেতনতা তৈরী করতে হবে।
- জনসংখ্যা, পরিবার পরিকল্পনা, মাতৃ এবং শিশু স্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে কমিউনটিকে সংগঠিত করার জন্য এন জি ও এবং বেসরকারী খাতকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে হবে।
- কাজে ঘেঁষততা এড়ানোর জন্য স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে সমন্বয় সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

পরিকল্পিত পরিবার তৈরী

জনসংখ্যা নীতিতে দেশের জনসংখ্যাকে বিন্যাসিত সীমিত সম্পদের পরিপূরক রাখার জন্য 'একটি ভালো দুটি সন্তানের বেশি নয়' এর প্রোপান জনপ্রিয় করার উপর জোর দেয়া হয়েছে।

- এই নীতি জনসংখ্যা নীতির কার্যক্রম বাস্তবায়নে ডাক্তারদের ভূমিকার উপর জোর দিয়েছে। এজন্য এ কাজে সরকারী ও বেসরকারী ডাক্তারদের অংশ গ্রহণের উপর জোর দেয়া হয়েছে।

সিলেট বিভাগীয় শহরের মানসার গ্র্যান্ড
প্রথম খণ্ড-স্ট্রাকচার গ্র্যান্ড ও আবাসন এরিয়া গ্র্যান্ড

- খ) RTI/STI এবং HIV/AIDS প্রতিরোধ করে ভালো প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী ডাক্তারদের নিয়োজিত করতে হবে।
- গ) পরিবার পরিকল্পনা সেবার পাশাপাশি ডাক্তারদের দায়িত্ব হবে রোগীদের তথ্য, শিক্ষা প্রদান এবং উদ্ধৃক করা।
- ঘ) সকল সরকারী ও বেসরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে নিয়মিতভাবে মাতৃ এবং শিশুস্বাস্থ্য সহ পরিবার পরিকল্পনা সার্ভিস প্রদান করা।

আইনগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাসমূহ

এই নীতির লক্ষ্য অর্জন এবং নীতি বাস্তবায়নের জন্য এক গুচ্ছ আইনগত এবং সামাজিক ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

- ১। জনসংখ্যা নীতি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় জনসংখ্যা সমস্যার কার্যকরী সমাধান এখনো পরিলক্ষিত হচ্ছে না। যথেষ্ট উদ্যোগ না নেয়ার 'একটি ভালো, দুটির বেশি নয়' প্রোগ্রাম এখনো যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নাই।
- ২। জনসংখ্যা কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য সেবায় জনগণের অংশ গ্রহণ, স্থানীয় সরকার এবং প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতায়ন করে জনসংখ্যা এবং স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদি বাস্তবায়িত হয় নাই। এ কারণে দেশের জনসংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে যা সমানে কঠিন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

৩.২.১.৫ জাতীয় পরিবহন নীতি

জাতীয় পরিবহন নীতি ২০০৪ সালে তৈরী করা হয় যার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- ১। নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পরিবহন সার্ভিস প্রদান করা।
- ২। অপ্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ দূর করে সেবা প্রদানের অনুকূল বিধি বিধান তৈরী করা।
- ৩। ভাড়া নিয়ন্ত্রণ।
- ৪। সরকারী এবং বেসরকারী খাতের ভূমিকা নির্ধারণ।
- ৫। অর্থনীতি এবং পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য আনয়ন।
- ৬। সরকারী তহবিলের সর্বোচ্চ ভালো ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- ৭। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিপূরক হিসাবে পরিবহন ব্যবস্থাকে প্রসারিত করা।
- ৮। রপ্তানীযোগ্য পণ্যের পরিবহণ ব্যয় হ্রাস করা।
- ৯। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সঙ্গতি রেখে যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।
- ১০। বৃহত্তর ঢাকার জন্য পরিবহন নীতি প্রণয়ন করা।
- ১১। সমন্বিত পরিবহন নীতি প্রণয়ন করা।
- ১২। বিকল্প পরিবহন ব্যবস্থা তৈরী করা।
- ১৩। উন্নত জীবন ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী করা।
- ১৪। দ্রুত বিমোচন।

পরিবহন নীতিতে রাস্তা, সড়ক যানবাহন, অযান্ত্রিক বাহন, রেল এবং সমন্বিত ইস্যু সম্পর্কে আলোচনা এবং সুপারিশ করা হয়েছে।

"স্ট্রাস্ট্রিক পলিসি ইস্যুতে" নিম্নবর্ণিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে:

সরকারী খাতের অধিকতর অংশ গ্রহণ

রাস্তা এবং অবকাঠামোর রাষ্ট্রীয় মালিকানা ঠিক রেখে এগুলোর উন্নয়ন ও পরিচালনায় বেসরকারী অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে। দীর্ঘ সময়ের ভিত্তিতে অবকাঠামো লীজ দেয়া যেতে পারে; অবকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারী অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা যেতে পারে।

পরিবহণ খাতের কার্যকর সমন্বয়

যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ সংস্থাগুলোর সঙ্গে ভালো সমন্বয় সাধন করতে হবে। সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে জাতীয় কর্মসংযোগ তৈরীর লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিয়ম/নীতি এবং প্রবিধান তৈরী করতে হবে। নীতি বাস্তবায়নের জন্য আলোচনা এবং পরামর্শ ফোরাম তৈরী করতে হবে। আরো ভালো সমন্বিত কর্ম সম্পর্ক তৈরীর জন্য সরকারকে প্রতিটি সেক্টরের জন্য পরিবহন উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব নির্ধারণ করতে হবে।

যানবহন ব্যবহারকারীদের সুবিধা বৃদ্ধি

সরকার জাতীয় এবং স্থানীয় সরকার পর্যায়ে বিদ্যমান ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কিভাবে যানবহন ব্যবহারকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা যায় তার ব্যবস্থা করবে। এ জন্য যোগাযোগ পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার মধ্যে যানবাহন ব্যবহারকারীদের ভূমিকা নির্ধারণ করে দেয়া হবে।

যানবাহন ব্যবহারকারীদের সার্ভিস ব্যয় বহন করতে হবে

নতুন রাজস্ব নীতি তৈরী করে যানবাহন ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে যানবাহন পরিচালনা এবং সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় পুনরুদ্ধার করতে হবে। ভাড়া বিধি তৈরী করে সরকারকে সড়ক এবং রেল পথে যাত্রী এবং মালামাল পরিবহনের ভাড়া নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

পরিবহণ সেবায় ভূমিকা

জনস্বার্থ বিবেচনা করে সরকারকে পরিবহণ সেবা খাতে প্রয়োজনীয় ভূমিকা দিতে হবে।

জনসচেতনতা তৈরী

পরিবহণ নীতি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরী করতে হবে।

পর্যালোচনা

- ১। এ ব্যবস্থা সরকারের ভাড়া নিয়ন্ত্রণ কখনোই কার্যকরী করা যায় নাই।
- ২। সড়ক নিরাপত্তা রুটিন প্রশ্নের সম্মুখীন।
- ৩। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সড়ক ব্যবস্থার অবস্থা অত্যন্ত করম্প।
- ৪। তবে পরিবহন সেবায় বেসরকারী খাত সফল ভূমিকা রাখছে।
- ৫। যথা সময়ে কার্যকর ব্যবস্থা না নেয়ায় ঢাকা শহরের পরিবহন ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক।
- ৬। রেল খাতের উন্নয়ন অত্যন্ত হতাশা ব্যঞ্জক।
- ৭। পরিবহন খাতে জনগণের অংশ গ্রহণ অত্যন্ত সীমিত।

৩.২.১.৬ জাতীয় পরিবেশ নীতি ১৯৯২

সরকার পরিবেশ রক্ষার জন্য ১৯৯২ সালে জাতীয় পরিবেশ নীতি ঘোষণা করে। পরিবেশ নীতির প্রধান উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

- ১। পরিবেশ সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন করে প্রাকৃতিক ভরসাম্য রক্ষা এবং সামগ্রিক উন্নয়ন অর্জন।
- ২। দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করা।
- ৩। দূষণ এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের উৎস নির্ধারণ এবং নিয়ন্ত্রণ।
- ৪। সকল সেক্টরে পরিবেশ সম্মত উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
- ৫। পরিবেশ বিষয়ক সকল আন্তর্জাতিক বিষয়ে সম্পৃক্ত হওয়া।

সামগ্রিক পরিবেশ নীতি বহু বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছে, যেমন, কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন, জলাশয়, পানি সম্পদ এবং সেচ, ভূমি, বন, বন্যপ্রাণী, মাছ এবং প্রাণী সম্পদ, খাদ্য, উপকূল এবং সমুদ্র পরিবেশ, যাতায়াত এবং যানবাহন, আবাসন এবং নগরায়ন, জনসংখ্যা, শিক্ষা এবং জনসচেতনতা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং গবেষণা, আইন কাঠামো এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। এছাড়াও পরিবহন এবং উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা আছে শুধু সে ধরনের বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

শিল্প খাত

শিল্প খাতের জন্য পরিবেশ নীতিতে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে বলা হয়েছে:

- ১। নির্বাচিত শিল্প সমূহের জন্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ২। সম্ভাব্য দূষণকারী শিল্পকে নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের ভেতরে দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ৩। সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানকে EIA সম্পন্ন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ৪। আবাসিক এলাকায় অবস্থিত সকল শিল্পকে পর্যায়ক্রমে পরিকল্পিত শিল্প স্থাপনের জন্য নির্ধারিত স্থানে স্থানান্তর করতে হবে।
- ৫। যে সমস্ত শিল্প পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এবং যে সমস্ত শিল্প অপচনশীল দ্রব্য উৎপাদন করে সেগুলিকে পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ করতে হবে।
- ৬। যে সমস্ত শিল্প বিযাক্ত বর্জ্য কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে সে গুলি নিষিদ্ধ করতে হবে।
- ৭। পারদ, জেনমিয়াম, লীড এর মত ক্ষতিকর দ্রব্য ব্যবহার করে যে সমস্ত শিল্প সেগুলিকে নিষিদ্ধসাহিত্য করতে হবে।
- ৮। যে সমস্ত শিল্প দূষণ তৈরী করে সেগুলিতে দূষণ উৎপাদন মনিটরিং এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ৯। বর্জ্য পরিশোধন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য 'waste permit/consent order' পদ্ধতি চালু করতে হবে।
- ১০। বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস করার জন্য এবং পূর্ণব্যবহারোপযোগী ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
- ১১। শিল্প শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা করতে হবে।

জল খাত

এই খাতের পরিবেশ নীতিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির উপর জোর দেয়া হয়েছে:

- ১। শহর এবং পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং সাস্থ্য সেনিটেশন ব্যবস্থা প্রচলন।
- ২। সকল শ্রেণীর জলাশয় মিউনিসিপ্যাল, শিল্প বর্জ্য এবং শিল্প জাত বিযাক্ত দ্রব্য দ্বারা দূষিত হওয়া নিয়ন্ত্রণ।
- ৩। দিনের বেলা এবং খোলা ট্রাকে বর্জ্য পরিবহন নিষিদ্ধ করা।
- ৪। এক্সরে, পারমানবিক বর্জ্য, বিকিরণ উৎপাদনকারী সকল পণ্য, এটমিক রি-এক্টর এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর গবেষণা ও কার্যক্রম থেকে জনস্বাস্থ্য রক্ষা করতে হবে।
- ৫। শিক্ষা কার্যক্রমে পরিবেশ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

জ্বালানী খাত

- ১। জ্বালানী সংরক্ষণ এবং পরিবেশ রক্ষার জন্য ব্যাপক ভিত্তিক উন্নত চুলা প্রযুক্তি ও এর বিকাশ প্রকল্প হাতে নিতে হবে।
- ২। পল্লী এলাকায় কয়লা, কেরোসিন এবং পেট্রোলের ব্যবহার জনপ্রিয় করতে হবে যাতে কাঠ, কৃষি বর্জ্য, এবং গোবর সংরক্ষণ করে তা সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।
- ৩। জ্বালানী উৎস হিসাবে পল্লী এলাকায় বায়োগ্যাস, সোলার এনার্জী, ক্ষুদ্র হাইড্রো বিন্দুং ইউনিট এবং উইন্ড মিল এর বিকাশ ঘটতে হবে।
- ৪। জ্বালানীতে ক্ষতিকর উপাদান যেমন, ডিজলে সালফার এবং পেট্রোলে লীড ব্যবহার হ্রাস করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ৫। বিকল্প জ্বালানী উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা জোরদার করা।
- ৬। প্রাথমিক এবং বাণিজ্যিক জ্বালানী যাতে পরিবেশের ভারসাম্য এবং পরিবেশের উপর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া না ফেলে সে দিকে লক্ষ্য রাখা।
- ৭। বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ (যেমন, গ্যাস, তেল, কয়লা, পিট) উত্তোলন বা বিতরণের পূর্বে যাতে এগুলো পানি, বাতাস, ভূমি, হাইড্রোলজিক্যাল এবং ইকো সিস্টেমের উপর কোন বিরূপ প্রভাব না ফেলে সে জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।
- ৮। পরিবেশ বান্ধব পেট্রোলিয়াম (যেমন, লীড মুক্ত) ব্যবহারের উপর সমীক্ষা সম্পাদন করতে হবে।
- ৯। জাতীয় ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের পূর্বে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে এগুলো কালো ধোয়া উদ্বীর্ণণ না করে। জামান আদালত দ্বারা এ সমস্ত বিধি প্রয়োগ করতে হবে।

পরিবহন ও যোগাযোগ খাত

- ১। রাস্তা নির্মাণ পরিবেশ সম্মতভাবে হতে হবে এবং রাস্তা যাতে ড্রেনেজ ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত না করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- ২। যাত্রী এবং পরিবহন থেকে নিষ্কাশিত বর্জ্য যাতে জনস্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত না করতে পারে সে জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ৩। রেল এবং জলযান থেকে অতিরিক্ত কালো ধোঁয়া নির্গমন বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ৪। নদী দূষণ সম্পর্কে জন সচেতনতা তৈরী করতে হবে।
- ৫। অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর এবং ডকইয়ার্ডে পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- ৬। পরিবেশ বিপর্যয় না ঘটিয়ে বিমানবন্দর নির্মাণ করতে হবে।
- ৭। বিমান কর্তৃক বাতাস এবং শব্দ দূষণ হ্রাস করতে হবে।
- ৮। কম দূষণ উৎপাদন করে এ ধরনের রেল ইঞ্জিন ব্যবহার করতে হবে।
- ৯। রাস্তা এবং রেল লাইনের দুধারে বৃক্ষ রোপন করতে হবে।

জনসংখ্যা খাত

- ১। পরিবেশের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব সম্পর্কে সমীক্ষা সম্পাদন করতে হবে এবং এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হ্রাস করার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ২। পরিবেশ সম্মতভাবে এবং কার্যকরভাবে যাতে জন সম্পদ ব্যবহার করা যায় সে জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।
- ৩। পরিবেশ সংরক্ষণে মহিলাদের অংশ গ্রহণের উপর জোর দিতে হবে।
- ৪। জনসংখ্যাকে দেশের এক নম্বর সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং এই লক্ষ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ৫। যেহেতু দরিদ্র জনগোষ্ঠী পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে জন্য তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং পরিবেশের বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

পর্যায়োচ্চনা

- ১। দূষণকারী শিল্পের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয় নাই।
- ২। আবাসিক এলাকা থেকে শিল্প অপসারণ বিষয়ে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই।
- ৩। 'Waste permit/consent order' পদ্ধতি প্রচলনে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই।
- ৪। জলাশয়ে মিউনিসিপ্যাল, শিল্প এবং শিল্প বর্জ্য দ্বারা দূষণ রোধের জন্য কোন ধরনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই।
- ৫। দিনের বেলা এবং খোলা ট্রাকে বর্জ্য পরিবহন রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয় নাই।
- ৬। উন্মুক্ত চুলা জনপ্রিয় করার ব্যবস্থার কার্যকর কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় নাই।
- ৭। নদী দূষণ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয় নাই।
- ৮। রেল লাইনের দুপাশে বনায়নে বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় নাই।

৩.২.১.৭ শিল্প নীতি ২০০৫

শিল্প নীতির প্রধান উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

- ১। প্রকৃত অভ্যন্তরীণ চাহিদা, রাজনীর সম্ভাবনা বিবেচনা করে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে শিল্প স্থাপন এবং অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে অপরিবর্তিত শিল্পায়ন নিয়ন্ত্রণ করা।
- ২। বেসরকারী খাতকে অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। সরকারী সুবিধাগুলিকে অনুকূল পরিবেশ হিসাবে বিবেচনা করে বেসরকারী খাতের বিকাশ ঘটতে হবে।
- ৩। প্রাইভেটাইজেশন কমিটি কর্তৃক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প বিক্রয়/লীজ অথবা পরিচালনার ব্যবস্থা করে বেসরকারী খাতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।
- ৪। যে সমস্ত রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ খাতে বেসরকারী উদ্যোগ এগিয়ে আসছে না সে সমস্ত খাতে সরকারী উদ্যোগে শিল্প স্থাপন করা হবে।

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান
প্রথম খণ্ড-স্থানিকতার প্ল্যান ও আরবান এরিয়া প্ল্যান

৫. স্থানীয় এবং বৈদেশিক বাজারের জন্য এবং স্থানীয় ভোক্তাদের সম্বন্ধিতর জন্য পণ্য উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে। এ জন্য নিম্ন বর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে:
 - ক) বিশ্ব মানের উন্নত পণ্য উৎপাদন করতে হবে।
 - খ) পণ্য উৎপাদন বহুমুখীকরণ করতে হবে।
 - গ) উৎপাদন ব্যবস্থাকে শাস্ত্রীয় করতে হবে।
 - ঘ) শিল্প উৎপাদনে মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি করতে হবে।
 - ঙ) চলমান, উপযুক্ত এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।
৬. বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং দ্রুত বিকাশের জন্য কুটির শিল্প এবং এসএমই খাতকে উৎসাহিত করতে হবে যাতে নতুন কর্মসংস্থান তৈরী হয় এবং বেকারত্ব হ্রাস পেয়ে দেশের মারিগ্রু দূরীকরণ সুরাচিত হয়।
৭. কৃষি ভিত্তিক এবং কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প বিকাশে অস্বাধিকার নিতে হবে। হাঁস-মুরগি, ডেইরি এবং ছাপল-ভেড়া পালন কৃষি ভিত্তিক শিল্প হিসাবে ধরে এগুনের বিকাশে সহায়তা দিতে হবে।
৮. নারী শিল্প উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন সেটরে শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে। শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে, পর্যায়ক্রমে উচ্চ মূল্য সংযোজন পণ্য উৎপাদন করতে হবে; উপযুক্ত প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে হবে এবং বহু শ্রেণীর পণ্য রপ্তানী করে রপ্তানী বৃদ্ধি করতে হবে।
৯. পরিবেশ বান্ধব পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে যাতে শিল্প খাতে একটি দূষণমুক্ত পরিবেশ তৈরী করা যায়।
১০. স্থানীয় বাজারকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প স্থাপন করে উচ্চ মূল্য সংযোজিত পার্মেন্ট পণ্য এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সাব-সেটরে পণ্য উৎপাদন করতে হবে।
১১. দেশের প্রাকৃতিক এবং বনিজ সম্পদ উপযুক্তভাবে ব্যবহার করে শিল্প খাতকে আরো সমৃদ্ধ করতে হবে।

পর্যালোচনা

১. শিল্প নীতিতে বিশেষ শিল্প এলাকা বা শিল্প এন্ডেস্ট স্থাপন সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই। এ ধরনের শিল্প এলাকা স্থাপন করলে পরিবেশ দূষণ হ্রাস করা যেতো এবং শিল্প সহায়ক সার্ভিস সুবিধা প্রাপ্তি সহজতর হতো।
২. শিল্প স্থাপনে যৌথ উদ্যোগের বিষয়ে কিছু বলা হয় নাই। যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপন করতে পারলে স্থানীয় উদ্যোক্তা তৈরী হতো এবং প্রযুক্তি স্থানান্তর সহজতর হতো।

৩.২.১.৮ জাতীয় পর্যটন নীতি

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে সরকারী উদ্যোগে পর্যটন শিল্প বিকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়। বাংলাদেশে পর্যটনের বিশেষ আকর্ষণ আছে, দেশের ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং প্রাচীন স্থাপনা, বৌদ্ধ ঐতিহ্য, অধিক সংখ্যক ইকো-টুরিজম এলাকা এবং পৃথিবীর ঐতিহ্য সমুদ্র সৈকত। জাতীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পর্যটনের অবদান অনুধাবন করে সরকার ১৯৯২ সালে জাতীয় পর্যটন নীতি ঘোষণা করে। এই নীতিতে পর্যটন শিল্পের বিদ্যমান অবস্থা, এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং নীতি বাস্তবায়ন স্তর সুপারিশ করা হয়েছে। ১৯৯২ সালে ঘোষিত জাতীয় পর্যটন নীতির উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপ:

১. জনগণের মধ্যে পর্যটন সম্পর্কে আকর্ষণ তৈরী করা।
২. পর্যটন সম্পদ রক্ষা, উন্নয়ন এবং সংরক্ষণ করা।
৩. কর্মসংস্থান তৈরী করে দারিদ্র হ্রাস করা।
৪. বিশেষ দেশের ইতিবাচক ইমেজ তৈরী করা।
৫. স্বীকৃত সেটরগুলোতে বেসরকারী বিনিয়োগের সুযোগ তৈরী করা।
৬. বিনিয়োগ সুবিধা তৈরী করা।
৭. জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি শক্তিশালী করা।

এই নীতিতে পর্যটনকে একটি বহুমুখী শিল্প হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এর উন্নয়নের জন্য একাধিক সরকারী মন্ত্রণালয়, সংস্থা এবং বিভিন্ন সেসেইটির কার্যকর সমন্বয়ের উপর জোর দেয়া হয়। নীতি অনুযায়ী বেসরকারী উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার জন্য সরকারী ঋণ হালিডে, ঋণ, হ্রাসকৃত কর, ভূমি বরাদ্দ প্রভৃতি সুবিধা দেয়া হচ্ছে।

৩.২.১.৯ কৃষি নীতি

১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের কৃষি নীতি প্রণয়ন করা হয়। একটি নতুন কৃষি নীতি বর্তমানে প্রণয়নাধীন আছে। কৃষি নীতিতে যে সমস্ত বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে, বীজ, সার, সেচ, কীট-পতঙ্গ ব্যবস্থাপনা, কৃষি গবেষণা, সম্পদ সার্ভিস, কৃষি বিপণন, ভূমি ব্যবহার, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, পরিবেশ এবং কৃষি, নারী এবং কৃষি, কৃষি উন্নয়নে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়। এখানে শুধু মাত্র সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হলো।

ভূমি ব্যবহার

নীতিতে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। যদিও ভূমির বৃদ্ধি ব্যক্তিগতভাবে, তবুও সাধারণভাবে ভূমিকে সামাজিক লক্ষ্য এবং উপযোগিতার ভিত্তিতে ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র চাষীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাই তাদের স্বার্থকে রক্ষা করতে হবে। পরিকল্পিত উপায়ে ভূমি ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন জন্য নিম্ন বর্ণিত পদক্ষেপ সুপারিশ করা হয়:

- মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (এসআরডি) কর্তৃক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভূমি জোনিং কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে। এই এসআরডি এর সমন্বিত কার্যক্রম আরো শক্তিশালী করা হবে।
- ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বটম আপ পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে। এ কাজ করা হবে জনগণের অংশ গ্রহণ মাধ্যমে এবং এর বাস্তবায়ন শুরু হবে মৌজা বা গ্রাম থেকে।
- অধিকাংশ স্থানে একই ধরনের জমি বিবিধ ফসলের জন্য উপযুক্ত। এ জন্য কৃষকদের ধানের বিকল্প অধিক লাভজনক উৎপাদনে উৎসাহিত করা হবে।
- অকৃষি ব্যবহার (যেমন, ইমারত নির্মাণ, ইট ভাটা) বৃদ্ধির কারণে উর্বর কৃষি জমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় ভূমি নিয়ন্ত্রণ আওতায় উচ্চতর ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই ধারা বন্ধ করতে হবে।
- প্রধান ফসলের সঙ্গে সাথী ফসল চাষ করে ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।
- প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ নিরুৎসাহিত করা হবে।
- কোন গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া ভূমি অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে না রাখার ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- ভূমি নীতির আলোকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষীদের স্বার্থ রক্ষা করা হবে এবং কৃষি জমি যান্ত্রিক সময় পতিত অবস্থায় রেখে না দেয়া হয় সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

পর্যালোচনা

- ১। প্রতি বৎসর এক শতাংশ জমি কৃষি থেকে অকৃষিতে রূপান্তরিত হচ্ছে এমন একটি দেশে যেখানে ক্রমাগত হারে জনসংখ্যা বাড়ছে। কৃষি ভূমি হ্রাস পেলে ভবিষ্যতে খাদ্য উপাদান হ্রাস পাবে এবং এতে সরাসরি দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ জন্য ভূমি রূপান্তর অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। কিন্তু বিষয়টি ভূমি নীতিতে সে ভাবে গুরুত্ব দেয়া হয় নাই। এতে শুধু উর্বর ভূমি রূপান্তর কথা বলা হয়েছে, সার্বিকভাবে কৃষি ভূমি নয়।
- ২। সরকার এখনো প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ বিষয়ে কার্যকর কোন পদ্ধতি তৈরী করতে পারে নাই।
- ৩। কৃষি ভূমি রক্ষার জন্য অবিলম্বে কৃষি ভূমি সংরক্ষণের পদক্ষেপ নিতে হবে। পৌরসভাগুলোতে অপ্রয়োজনীয়ভাবে কৃষি ভূমি হ্রাস করা হচ্ছে। অনেক স্থানে দেখা যায়, পৌরসভার মোট আয়তনের ৭০ শতাংশই কৃষি ভূমি।

৩.২.১.১০ জাতীয় বন নীতি

১৯৭৯ সালে প্রণীত বন নীতি সংশোধন করে ১৯৯৪ সালে নতুন বন নীতি প্রণয়ন করা হয় যা ৩১ মে ১৯৯৫ গেজেট করা হয়। নীতির অধীনে ২০ বৎসর মেয়াদী একটি ফরেস্ট মাস্টার প্র্যান তৈরী করা হয়। পরবর্তীতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক জাতিসংঘের সহায়তায় দেশের বন সম্পদ রক্ষার জন্য ১৯৯৪ সালে একটি ফরেস্ট মাস্টার প্র্যান তৈরী করা হয়। এতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন- টেকসই, দক্ষতা এবং জনগণের অংশ গ্রহণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাটির প্রাণ
প্রথম খণ্ড-স্বীকৃতির প্রাণ ও আরবান এরিয়া প্রাণ

১৯৯৪ সালের বন নীতির উদ্দেশ্য:

- বনভূমি, কৃষির অযোগ্য ভূমি, হিন্টার ল্যান্ড এবং অন্যান্য ভূমির ২০ শতাংশ ভূমিতে বনায়ন করে বর্তমান এবং ভবিষ্যত বংশধরদের চাহিদা পূরণ করা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করা।
- বিদ্যমান অধঃপতিত বনভূমি রক্ষা করে জীব বৈচিত্র্য উন্নয়ন করা এবং পাখী ও প্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণ করা।
- কৃষি সংশ্লিষ্ট সেक्टरগুলিতে সহায়তা সম্প্রসারণ করে (বিশেষত ভূমি এবং জলাশয়) কৃষি খাতকে শক্তিশালী করা।
- বিভিন্ন প্রচেষ্টার দ্বারা জাতীয় অঙ্গীকার এবং দায়িত্ব পালন করা। বৈশ্বিক উষ্ণতা, মরুকারণ, বন্য পাখী এবং প্রাণী নিয়ে বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে সরকার কর্তৃক অধিকারকৃত চুক্তি পালন করা।
- বনভূমি অবৈধ দখলমুক্ত করা, অবৈধ বৃক্ষ নিধন, অবৈধ বন্য প্রাণী শিকার রোধ করা।
- বনজ সম্পদ কার্যকরভাবে ব্যবহারে উৎসাহিত করা।
- সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে বনায়ন কার্যক্রমে সহায়তা করা।

১৯৯৪ সালের জাতীয় বন নীতিতে বর্ণিত বিষয়সমূহ:

- কমিউনিটি ফরেস্ট্রী এবং সামাজিক বনায়ন বিষয়ক জমি লীজ প্রদানের সময় দরিদ্র কমিউনিটি এবং সমাজের দরিদ্র মানুষকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।
- আয়ের জন্য ভূমি নেই এমন নারী এবং দরিদ্র মানুষদের নার্সারী, বৃক্ষ রোপন, বন ব্যবস্থাপনা, গাছ কাটা এবং বন শিল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে।
- কমিউনিটি বৃক্ষ রোপন, রাস্তার পাশে কমিউনিটি বা পরিবার ভিত্তিক বৃক্ষ রোপন, উইন্ড ব্রেক, খাল/মন্দি, এবং অন্যান্য সরকারী জমিতে বৃক্ষ রোপন কাজে এনজিও বা সংশ্লিষ্ট সরকারী এজেন্সিকে কাজে লাগানো হবে।
- কার্মে এবং বেসরকারী ভূমিতে বৃক্ষ রোপনে মালিকানা বা অধিকার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।
- সংরক্ষিত এলাকার পাশে বাফার জোন বৃক্ষ রোপনের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী লীজ দেয়া যেতে পারে।
- গৃহস্থালী বনায়নের জন্য সরকার সব ধরনের কারিগরি এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করবে।
- পল্লী এলাকায় অবস্থিত শ্রম ঘন ক্ষুদ্র শিল্প এবং যে সমস্ত শিল্প কাঠ প্রক্রিয়াকরণ কাজে নিয়োজিত এবং বন সংক্রান্ত অন্যান্য কাচামাল তৈরী করে স্থানীয় অর্থনীতিকে সহায়তা করে সেগুলিকে রাষ্ট্র সহায়তা প্রদান করবে।
- বাইরের উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক সহায়তা বৃক্ষ চাষী এবং অন্যান্য উৎপাদনকারীদের সহায়তার জন্য প্রদান করা হবে যাতে বনায়ন হয় এবং বন ভিত্তিক পল্লী উন্নয়ন করা যায়।
- কনিষ্ঠ বন বিভাগ জাতীয় বনভূমি ও পল্লী এলাকায় বনভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য দরিদ্রপ্রাপ্ত, তবুও যে সমস্ত স্থানে ব্যাপক চাহিদা আছে সেসমস্ত স্থানে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী অংশগ্রহণ ভিত্তিক পদ্ধতিতে কাজ করা হবে।
- নির্দিষ্ট বন এলাকার কাছাকাছি বসবাসকারী অধিবাসীরা সেখানে বসবাস করতে থাকবে এবং তাদের বন সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় মূল্যবোধকে শ্রদ্ধা করা হবে।
- রাষ্ট্র বন ধারণ নিরপেক্ষসহিত এবং ফার্ম ফরেস্ট্রী উন্নয়নের জন্য ভূমি নীতি, কৃষি নীতি, শিল্প নীতি, বাণিজ্য নীতি, রাজস্ব এবং অন্যান্য নীতি সংস্কার করবে।
- সামাজিক বনায়নের জন্য বন বিভাগকে পুনর্গঠন এবং শক্তিশালী করা হবে।

২০০৮-২০১৫ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০০৮-২০১৫ বাংলাদেশে বৃহত্তর পরিসরে প্রয়োগ প্রশমনের লক্ষ্যে প্রণীত একটি দেশী এবং আন্তর্জাতিক প্রয়াসের ফসল। এটি প্রণীত হয়েছে সরকারের রূপকল্প এবং খাদ্য এবং দুর্যোগ প্রশমন মন্ত্রণালয়ের দরিদ্র মানুষের প্রযুক্তিগত, পরিবেশগত এবং মনুষ্য কর্তৃক তৈরী করা বিপর্যয় ঘটিত বিপদ থেকে রক্ষার প্রয়াসের অংশ হিসাবে। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য হল: ক) দুর্যোগ মোকাবেলায় সনাতন রিলিফ নির্ভর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে ব্যাপক ভিত্তিক ঝুঁকি হ্রাস সংস্কৃতি গ্রহণ। খ) দুর্যোগ মোকাবেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালী করে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে দক্ষ করে তোলা।

উদ্দেশ্য

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে জাতীয় অগ্রাধিকার এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের ধারাবাহিকতায় নিয়ে যেতে হবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে রূপকল্প এবং জাতীয় লক্ষ্যের পরিপূরক করতে হবে।

সিলেট বিজ্ঞানীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান
প্রথম খণ্ড-স্ট্রাকচার প্ল্যান ও আবাসন এরিয়া প্ল্যান

- কৌশলগত নির্দেশনা এবং অগ্রাধিকার তৈরী করতে হবে এবং তার ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নীতি এবং কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।
- সরকারী এবং বেসরকারী খাতের সমন্বয়ে পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত এবং সর্বোত্তম সমন্বিত কার্যক্রম কাঠামো তৈরী করতে হবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য কার্যকরভাবে তৈরী করতে হবে।
- অন্যান্য মন্ত্রণালয়, এনজিও, সিভিল সোসাইটি এবং বেসরকারী খাতের কার্যক্রম বাধ্য করতে হবে, কিভাবে তাদের কাজ কৌশলগত লক্ষ্য এবং সরকারী রূপকল্পের লক্ষ্য আর্জনে সহায়তা করতে পারে।

পর্যালোচনা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা একটি ঐতিহাসিক দলিল যা সার্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য। এতে সকল স্টেকহোল্ডারকে সঙ্গে একত্রে কাজ করার প্রবণতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এতে সরকারী এবং অন্যান্য প্রধান বেসরকারী সংস্থা (যেমন, এনজিও, শিক্ষালি এবং কারিগরী ইনস্টিটিউট, বেসরকারী সেটর এবং লাভা সংস্থা) মধ্যে সমন্বয় করে কৌশলগত, বৈজ্ঞানিক এবং বাস্তবায়ন পার্টনারশীপ গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। সরকারের কাজ হচ্ছে কুঁকি হ্রাস এবং সার্বিক দুর্যোগ মোকাবেলা ব্যবস্থাপনা যাতে জাতীয় নীতি এবং কার্যক্রমের প্রধান ফোকাস পরিলক্ষিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

৩.২.১.১২ প্রতিবন্ধী এবং অটিজম ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় এ্যাকশন প্ল্যান তৈরী

সরকারী নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমাজ সেবা বিভাগ প্রতিবন্ধী এবং অটিজম ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় এ্যাকশন প্ল্যান তৈরী করা হয়েছে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে বেশ কিছু নীতি প্রণয়ন করেছে যেমন, জাতীয় প্রতিবন্ধী নীতি ১৯৯৫। এর লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন এবং তাদের সামাজিক অধিকার সংরক্ষণ। একই সঙ্গে এ্যাকশন প্ল্যান তৈরী করে নীতি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন এবং তাদের সামাজিক অধিকার সংরক্ষণ করার জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তার মধ্যে আছে,

- ১। প্রতিবন্ধীদের সহজে টিকেট প্রাপ্তির জন্য রেল স্টেশন, বাস টার্মিনাল, নদী বন্দর, টিমার টার্মিনাল এবং এয়ারপোর্টে পৃথক কাউন্টার স্থাপন করা।
- ২। প্রতিবন্ধীদের জন্য বাস, ট্রেন এবং জলহানে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা রাখা।
- ৩। সরকারী চাকুরীতে অতিম এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য পদ সংরক্ষিত রাখা।
- ৪। প্রতিবন্ধীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য প্রতি সরকারী ভবনে র‍্যাম্প তৈরী করা।
- ৫। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারী চাকুরীতে প্রতিবন্ধীদের নিয়োগের ব্যাপারে বিদ্যমান বাধাও দূর করা হবে।
- ৬। সকল সরকারী এবং বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে প্রতিবন্ধীদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

পর্যালোচনা

প্রতিবন্ধীদের স্বার্থ রক্ষায় সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন কার্যক্রমে সমাজ সেবা মন্ত্রণালয় সমন্বয় করছে। সরকারী নীতিতে অটিজম বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে অটিজম বিষয়ে ভালো অগ্রগতি হয়েছে। বিশেষত অটিজম শিশুদের সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.২.১.১৩ জাতীয় বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) ১৯৯৩

জাতীয় বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) এর উদ্দেশ্য ইমারতের নজরা, নির্মাণ, নির্মাণ সামগ্রীর মান, ইমারত ব্যবহারকারী ও ব্যবহার ইমারতের অবস্থান এবং রক্ষণাবেক্ষণ যেন এমন মানের হয় যাতে জীবন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, সম্পত্তি এবং জন নিরাপত্তা সাধ্যমত নিশ্চিত করা যায়। এর লক্ষ্য হচ্ছে জন নিরাপত্তা ও জনস্বাস্থ্য, ইমারত নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, মেরামত, অপসারণ, ব্যবহার বা ব্যবহারকারীর কারণে, আগুন লাগার কারণে, আলো বাতাস বা সেনিটেশনের অভাব ইত্যাদি কারণে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। বিল্ডিং কোডে মূলত ইমারতের প্রধান বিষয় যেমন, অগ্নি নির্বাপন, নির্মাণ সামগ্রী, ইমারতের কাঠামো ডিজাইন, নির্মাণ পদ্ধতি এবং নিরাপত্তা এবং ইমারতের সার্ভিস ইত্যাদি বিষয়ে মান নির্ধারণ ও সুপারিশ করা হয়েছে। এ ছাড়া কোডে ঐতিহাসিক ইমারত সংরক্ষণের বিষয়েও সুপারিশ করা হয়েছে। বিল্ডিং কোড ১৯৯৩ সালে প্রণীত হলেও ২০০৮ সালে তা আইনে পরিণত করা হয়।

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্র্যান
প্রথম খণ্ড-স্থানিকতার প্র্যান ও আবাস এরিয়া প্র্যান

পর্যালোচনা

বিভিন্ন কোড আইন প্রণীত হলেও এর প্রয়োগ বর্তমানে শুধু দেশের বড় বড় শহরেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। এ বিষয়ে জন সচেতনতার যথেষ্ট অভাব আছে।

৩.২.১.১৪ ইমারত নির্মাণ আইন ১৯৫২

নির্দিষ্ট এলাকার পরিকল্পনা প্রণয়নের স্বার্থে বিক্ষিপ্ত নির্মাণ এবং পুকুর কাটা প্রতিরোধের জন্য ১৯৫২ সালে এই আইন পাশ করা হয়। তবে আইনটি যে সমস্ত শহরে নগর স্থানীয় সরকার আছে শুধু মাত্র ঐ সমস্ত শহরে প্রয়োগ হয়ে থাকে। এই আইনে ইমারত নির্মাণের জন্য কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

মাস্টার প্র্যান প্রণয়ন

আইনে ইমারত নির্মাণ অনুমোদনের জন্য মাস্টার প্র্যান প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। মাস্টার প্র্যানে ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহার জোনিং প্রদর্শন করা হয়। উল্লেখিত ভূমি ব্যবহার অনুযায়ী প্রস্তাবিত ইমারতের নক্সা অনুমোদন করা হয়।

ইমারত নির্মাণ বিধি

ইমারত নির্মাণ আইনের ১৮ ধারায় ইমারত নির্মাণ বিধি দেয়া আছে, যার অধীনে ইমারতের নক্সা অনুমোদন করা হয়ে থাকে। সর্বশেষ বিধি তৈরী করা হয় ১৯৯৬ সালে। ইমারত নিয়ন্ত্রণে বিশেষ সমস্যার জন্য ২০০৮ সালে ঢাকা শহরের জন্য পৃথক বিধি তৈরী করা হয়।

নির্মাণ অপসারণের ক্ষমতা (ধারা ৩বি)

ইমারত নির্মাণ আইনে নক্সা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষকে অবৈধ নির্মাণ অপসারণের বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। অনুমোদিত নক্সা লংঘন করে ভবন নির্মাণ করলে কর্তৃপক্ষ ঐ ভবন ভেঙে ফেলার ক্ষমতা রাখে।

পাহাড় কর্তৃপক্ষ নিষেধাজ্ঞা (ধারা ৩সি)

আইনের ৩সি ধারায় পূর্ব অনুমোদন ছাড়া সকল ধরনের পাহাড় কাটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

অবৈধ নির্মাণ অপসারণ (ধারা ৭)

নক্সা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষকে ধারা ৭ বলে ইমারত নির্মাণ বিধি লংঘন করে নির্মিত ইমারত অপসারণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। প্রথমে ইমারতের মালিককে তার অবৈধ ইমারত অপসারণের নির্দেশ প্রদান করা হবে। মালিক তাতে বার্ষ হল কর্তৃপক্ষ এই আইন বলে নিজে তা অপসারণ করবে এবং মালিকের কাছ থেকে এই অপসারণ কাজের সকল ব্যয় পুনরুদ্ধার করবে।

আপিল

আর আইনে কর্তৃপক্ষের যে কোন পদক্ষেপের বিষয়ে আপিল করার বিধান আইনে রাখা হয়েছে।

পর্যালোচনা

১. মাস্টার প্র্যান জোনিং করার প্রধান উদ্দেশ্য নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু অধিকাংশ শহরের কোন মাস্টার প্র্যান নাই। এটি ঐ সমস্ত শহরের নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ বিধি প্রয়োগ বাধ্যমত করছে।
২. নির্দেশদানকারীদের বিধি লংঘন মনিটরিং এর ক্ষেত্রে প্রকট অবহেলা রয়েছে।
৩. অধিকাংশ বাড়ীর মালিক অনুমোদন কর্তৃপক্ষের বিধি ফাটলভাবে অনুসরণ করে নক্সা অনুমোদন করে না।
৪. সরকারী ইমারত নির্মাণে, ইমারত নির্মাণ বিধি অনুসরণ করে না, যা বৈধ নয়।

৩.৩ জাতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা সমূহের সাথে সিলেট মাস্টার প্ল্যানের সম্পর্ক

বিন্যস্ত পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা এবং স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনার কোন সম্পর্ক পাওয়া যায় না। বর্তমান উন্নয়ন বাজেটে যে সম্পদ বন্টন করা হয় তা একটি টপ-ডাউন পদ্ধতি যা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। প্রকৃত প্রয়োজনকে বাদ দিয়ে দুর্বলভাবে শুধুমাত্র জনসংখ্যার ভিত্তিতে এই পরিকল্পনাগুলো প্রণয়ন করা হয়। ফলে স্থানীয় জনসাধারণের প্রয়োজন এবং আশা আকাঙ্ক্ষার প্রকৃত প্রতিফলন জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনাগুলোতে পাওয়া যায় না। রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে সরকারী দলের স্থানীয় নেতারা নিজেদের খোয়ালমত পরিকল্পনা করেন যাতে জনসাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা প্রয়োজনের প্রতিফলন যুঁজে পাওয়া যায় না। তাই স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনার একটি সুষ্ঠু সমন্বয় প্রয়োজন যাতে স্থানীয় জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পরিকল্পনার সমন্বয় ঘটে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন 'বটম-আপ' পদ্ধতি এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের পরামর্শ মোতাবেক বাজেট বন্টন।

এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য সিলেট বিভাগীয় শহরের জন্য একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা। এই পরিকল্পনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেকগুলো উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। এই উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে অবকাঠামো এবং সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন এবং স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন ও ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে। এর মাধ্যমে এলাকায় নতুন বিনিয়োগ আকৃষ্ট হবে এবং এতে কর্মসংস্থান বাড়বে। ফলশ্রুতিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি পাবে এবং তা দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করবে যা পিআরএসপি এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। মাস্টার প্লানে প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিল্প, বাণিজ্য ক্ষেত্রে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং এটি সরাসরি দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করবে এবং স্থানীয় তথা জাতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ঘটবে। এর মাধ্যমে শহরের বাইরে খোজ কাজের সন্ধানে আসা লোকজনদের গ্রহণ করা শহরের পক্ষে সুবিধাজনক হবে।

য না। বর্তমান
প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত
জনসাধারণের
কর্মতা ব্যবহার
বা প্রয়োজনের
জনসাধারণের
বিষয়ের পরামর্শ

বিভিন্ন ক্ষেত্রে
উন্নয়ন এবং
কর্মসংস্থান
এর অন্যতম
সৃষ্টি হবে এবং
বাইরে থেকে

চতুর্থ অধ্যায় উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ

চতুর্থ অধ্যায়

উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ

৪.১ অবকাঠামোগত সেবা সুবিধা

স্ট্রাটégিক পর্যায়ে (Strategic Level) সিলেট শহরের কোন অবকাঠামোগত সুবিধাই সন্তোষজনক পাওয়া যায় নাই। শহরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় যার ফলে বর্ষাকালে শহরের জলাবদ্ধতা জটিল আকার ধারণ করে। শহরে পর্যাপ্ত, মান সম্মত চওড়া এবং সুষ্ঠু সংযোগ রাস্তার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। সারা দেশের মত এখানেও বিদ্যুৎ সমস্যা মানুষের দুর্ভোগের কারণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহরের বহু সংখ্যক মানুষ আর্থিক সঙ্গতির অভাবে গ্যাস সুবিধা থেকে বঞ্চিত। প্রতিনিয়ত যে হারে শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে ভূগর্ভস্থ পানি নিঃশেষ হয়ে পানির সংকট দেখা দিতে পারে।

সিলেট শহরের অবকাঠামোগত প্রধান উপাদানমূহের মধ্যে রয়েছে- যাতায়াত ব্যবস্থা, জ্বালানী ও পানি সরবরাহ। যাতায়াত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের যানবাহন। শহরবাসী প্রাথমিক জীবনে দুই ধরনের জ্বালানী ব্যবহার করে থাকে-বিন্যুৎ এবং গ্যাস।

৪.২ নগরায়ন এবং জনসংখ্যা

সিলেট শহরে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার বর্তমানে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শহরের ভৌগোলিক আয়তনও জন্ম বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারণি-৪.১ এ ১৯০১ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার জনসংখ্যা ও তার প্রবৃদ্ধির হার দেখানো হয়েছে।

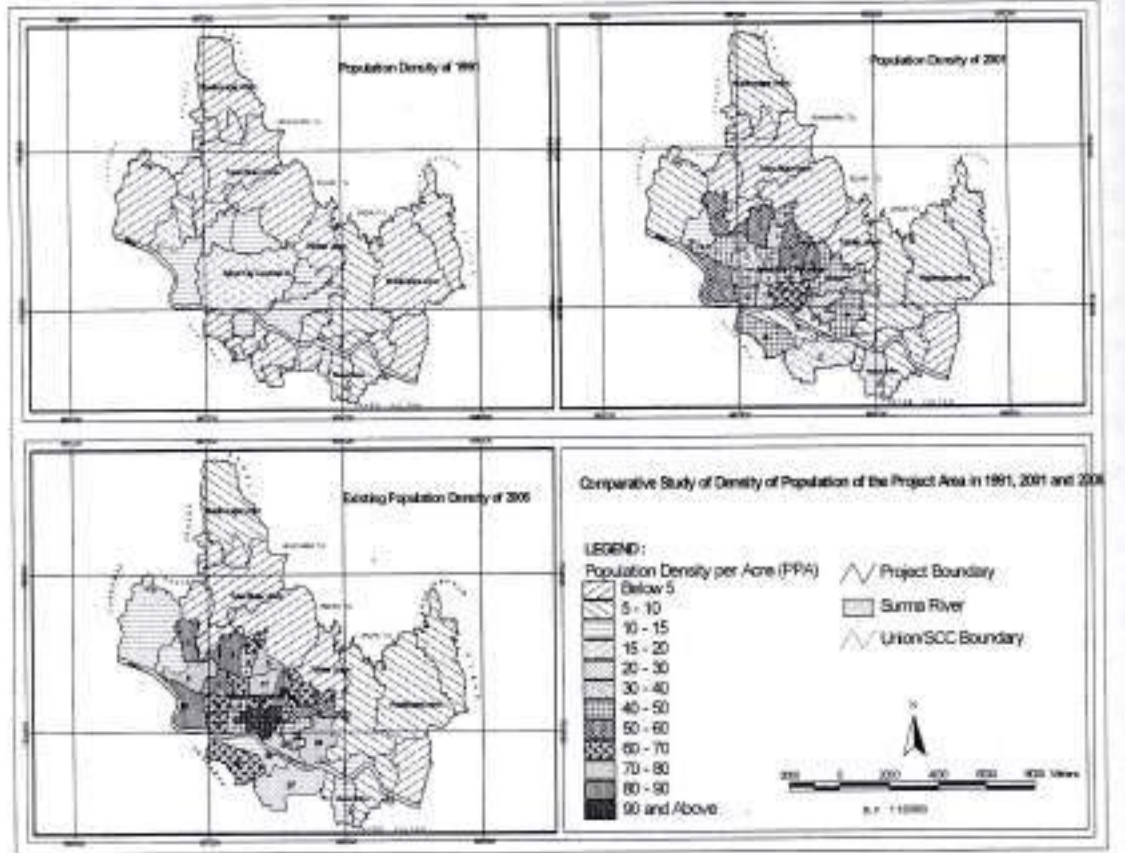
সারণি-৪.১: ১৯০১ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার জনসংখ্যা ও তার প্রবৃদ্ধি

আদমশুমারী সাল	মোট জনসংখ্যা	জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার (%)
১৯০১	১৩,৮৯৩	-
১৯১১	১৪,৪৫৭	০.৩৯
১৯২১	১৬,৯১২	১.৫৮
১৯৩১	২১,৪৩৫	২.৪
১৯৪১	২৮,১২৮	২.৭৫
১৯৫১	৩৩,১২৪	১.৬৫
১৯৬১	৪০,৬৪৪	২.০৭
১৯৭৪	৬৩,৪১৭	৩.৫
১৯৮১	৮৭,৯২২	৮.৪
১৯৯১	১,১৭,৫৯৬	২.৯৩
*২০০১	২,৬২,৮৯৯	৮.৪
**২০০৬	৩,৯৩,৪৯১	৮.৪
**২০১০	৫,৪৩,৩১৬	৮.৪ (এসসি এলাকা) ৪.৩৫ (সম্প্রসারিত এলাকা)

সূত্র: সিটিসি, জনসংখ্যাগত কর্মসূচি প্রতিবেদন। বিঃদ্র: * পৌর এলাকা ** অতিবেশনিকৃত

এলাকার সীমানা মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত- সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা ও পরিকল্পনার জন্য নির্ধারিত সংলগ্ন সম্প্রসারিত এলাকা। এই দুটি এলাকার জনসংখ্যা ঘনত্ব ব্যাপক তারতম্য লক্ষ্যণীয় (সারণি-৪.২)। সিটি কর্পোরেশন এলাকার গড় জনসংখ্যা ঘনত্ব একপ্রতি ৮০ জন, পক্ষান্তরে সম্প্রসারিত এলাকার গড় জনসংখ্যা ঘনত্ব একপ্রতি মাত্র ৭ জন। আদমশুমারীর (২০০১) তথ্য থেকে ২০১০ সালের জনসংখ্যা অভিক্ষেপ করে স্ট্রাকচার প্র্যান এলাকার ২০১০ সালের জনসংখ্যা ঘনত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে একর প্রতি ৩৩ জন (৬১২২ জন প্রতি বর্গ কি:মি:)। সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এই হার একপ্রতি ৬০ জন (১৬২৯৬ জন প্রতি বর্গ কি:মি:)। ২০০১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা ঘনত্ব বৃদ্ধি হিসাব করা হয়েছে ৫১ শতাংশ।

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান
প্রথম খণ্ড-স্ট্রাকচার প্ল্যান ও আবাসন এরিয়া প্ল্যান



চিত্র-৪.১: ১৯৯১, ২০০১ ও ২০০৬ সালে স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকায় জনসংখ্যা ঘনত্ব পরিবর্তন।

অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা বেশি থাকায় স্বাভাবিক কারণে সিটি কর্পোরেশন এর কেন্দ্রীয় এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। বর্তমানে সিটি কর্পোরেশনের ১৪ ও ১৫ নং ওয়ার্ড এলাকায় সর্বোচ্চ জনসংখ্যা ঘনত্ব (একরপ্রতি ৯৫ জন) পাওয়া গিয়েছে এবং এ দুটো ওয়ার্ডই শহরের কেন্দ্রীয় এলাকায় অবস্থিত। পরবর্তী সর্বোচ্চ ঘনত্ব পাওয়া গিয়েছে ৭, ৮, ১০ এবং ১৮ ওয়ার্ডে। এগুলোতে জনসংখ্যা ঘনত্ব একরপ্রতি ৬১ থেকে ৮০ জন। ওয়ার্ড নং ২, ৪, ১৩ এবং ২২ এর ঘনত্ব মধ্যম পর্যায়ে। সর্বনিম্ন জনসংখ্যা ঘনত্ব রয়েছে ওয়ার্ড নং-২৬ এ। এখানে প্রতি একরে ১২ জন বসবাস করে। সুরমা নদীর তীরবর্তী এই ওয়ার্ডে রেল স্টেশন, বাস টার্মিনাল এবং পাইকারী বাজার অবস্থিত। লক্ষ্যণীয় যে, নগরপ্রান্ত এলাকায় জনসংখ্যা ঘনত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রসারিত এলাকায় সর্বোচ্চ ঘনত্ব (একর প্রতি ১৪ জন) পাওয়া গিয়েছে কসবা আখালিয়া এলাকায়। এখানে শাহ জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। উত্তরদিকে চাঁ বাগান এলাকায় জনসংখ্যা ঘনত্ব সর্ব নিম্ন (একরপ্রতি ১-৪ জন)। সিটি কর্পোরেশন ও সম্প্রসারিত এলাকায় ১৯৯১, ২০০১ ও ২০০৬ সালের জনসংখ্যা ঘনত্বে একটি তুলনামূলক চিত্র সারণি-৪.২ এ দেখানো হয়েছে।

সারণি-৪.২: পরিকল্পনা এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব

এলাকা	এলাকার আয়তন (একরে)	১৯৯১	২০০১	২০০৬	২০১০
		জন/একরপ্রতি	জন/একরপ্রতি	জন/একরপ্রতি	জন/একরপ্রতি
সিটি কর্পোরেশন	৬৭৫১.৫৭	১৭	৫৯	৫৮	৮০
সম্প্রসারিত এলাকা	১৪২৮৮.১৬	৩	৫	৬	৭
মোট/মুঠ	২১০৩৯.৭৫	৮	১৬	২৩	৩১

৪.৩ অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান

৪.৩.১ অর্থনৈতিক অবস্থার সাধারণ চিত্র

সিলেট শহরকে রেমিটেল শহর হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। কারণ এই শহরের অধিবাসীরা প্রবাসী সিলেটীদের কাছ থেকে প্রচুর রেমিটেল পেয়ে থাকে। আর্থ-সামাজিক জরিপ থেকে দেখা যায় যে শহরের শতকরা প্রায় ১২টি পরিবার প্রবাসী সিলেটীদের কাছ থেকে মাসে মাসে রেমিটেল পেয়ে থাকে। সিলেট শহর হচ্ছে সিলেট অঞ্চলের প্রধান অর্থনৈতিক কেন্দ্র। মূলত রেমিটেলের কারণে এখানে ব্যবসা বাণিজ্য দ্রুত প্রসার লাভ করেছে। ঐতিহাসিকভাবে সিলেটের সঙ্গে বহির্জগতের সুদৃঢ় সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। সিলেট তার নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের কারণে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে পৃথক। যদিও শিল্পের দিক দিয়ে সিলেট খণ্ডে অগ্রসর নয়, তবুও শিল্পায়নে ঢাকা ও চট্টগ্রামের পরই সিলেটের অবস্থান। সিলেটের পর্যটন শিল্প খণ্ডেই সম্ভাবনাময়। হযরত শাহ জালাল (রহ:) ও তাঁর ৩৬০ জন আউলিয়ার মাজার থাকার কারণে সিলেটকে পবিত্র শহরও বলা হয়ে থাকে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা প্রতিদিন শহরাদিক ভক্ত এ সমস্ত মাজার জিয়ারত করে থাকেন। শহরে উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত সবুজ পাহাড় ও তার পাদদেশে অবস্থিত চা বাগানগুলো শহরকে এক অনন্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে অলংকৃত করেছে এবং শহরের গুরুত্বও প্রস্তুত বৃদ্ধি করেছে।

সিলেট শহরে অবস্থিত বাজারগুলো শহরের অর্থনৈতিক তৎপরতার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। সিলেট শহরে নির্মাণ শিল্প দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। শহরে প্রচুর এ্যাপার্টমেন্ট, হোটেল ও শপিং মল নির্মিত হচ্ছে। মূলত জোগ্যপণ্য ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে সিলেট শহরের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হচ্ছে। সিলেট জেলা বিসিক দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী সিলেট শহর ও এর আশেপাশে আনুমানিক ২৬৪১টি বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প রয়েছে। এর মধ্যে আছে চালকল, বেকারী, প্রেস, বিভিন্ন ধরনের মেরামত কারখানা, ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, পোলট্রি ফার্ম ইত্যাদি। শহরের আর্থ-সামাজিক জরিপ (২০১০) থেকে দেখা যায় যে ৩৭% উপার্জনকারী উচ্চশিক্ষার আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে ব্যবসা। শহরের অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক তৎপরতায় নিয়োজিত আছে বিপুল সংখ্যক দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষ বা এই শ্রেণীর মানুষের বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিভাগীয় শহর ও সিটি কর্পোরেশন হস্তাকার কারণে এখানে অনেক সরকারী দপ্তর রয়েছে এবং এগুলো প্রচুর কর্মসংস্থানের উৎস। সারণি-৪.৩ এ সিলেট শহরে কর্মসংস্থানের চিত্র দেখানো হয়েছে।

সারণি-৪.৩: সিলেট শহরে কর্মসংস্থানের চিত্র (হিসাবকৃত)

উপার্জনের ধাত	কর্মসংস্থানের উৎস	বর্তমানে নিয়োজিত সংখ্যা	% হার
ব্যবসা	- বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা - আত্মকর্মসংস্থান - বিভিন্ন ধরনের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস	৪৫০০০	২৪.৯৩
অন্যায়ন	- রিক্সা/অ্যান/চৈলা গাড়ী - টাউন সার্ভিস বাস - টেম্পো/লেগুন/সিএনজি - মাইক্রোবাস/মিনিবাস/বাসট্রাক/কার/অন্যান্য	৪০০০০	২২.১৬
বিভিন্ন সরকারী ও কোম্পানী প্রতিষ্ঠান	- প্রশাসনিক/শিক্ষা/স্বাস্থ্য/ব্যাংক, ইত্যাদি - বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/সরকারী - আধা-সরকারী সংস্থা	২০০০০	১১.০৮
কোম্পানী দপ্তর	- বেসরকারী ব্যবসা/এনজিও/টি এন্ট্রি	১৫০০০	৮.৩১
শিল্প-কারখানা	- বিসিক শিল্প এলাকা - এসএমই সেক্টর	১১৩৬০ ১৬১২৫	১৫.২২
অন্য	- হাউজিং এন্ট্রি, - সর্ব প্রকার ইমারত নির্মাণ - প্রিক ফিল্ড	১৮০০০	৯.৯৭
অন্য	- দিন মজুরী	৫০০০	২.৭৭
অন্য		১০০০০	৫.৫৪
মোট		১৮০৪৮৫	১০০.০০

সিলেট শহর থেকে হিসাবকৃত

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান
প্রথম খণ্ড-স্ট্রাকচার প্ল্যান ও আবাসন এবিয়া প্ল্যান

শহরের মানুষের শতকরা প্রায় ৬১ জন কর্মকর্ম (১৫ থেকে ৫৯ বছর), যদিও এদের মধ্যে মাত্র ৩৩% জন অর্থনৈতিকভাবে নিয়োজিত আছেন। শহরের ৩৯% মানুষ নির্ভরশীল অর্থাৎ হয় শিশু অথবা কর্মে অক্ষম বৃদ্ধ। সিলেট শহরের পরিবারগুলির গড় মাসিক আয় ১৫ হাজার টাকা থেকে ২০ হাজার টাকা। জরিপ থেকে দেখা যায় প্রায় ২৬% মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে। এদের মাসিক আয় ৫৫০০ টাকা বা তার কম। অর্থাৎ দরিদ্র মানুষের হার দেশের গড় দারিদ্র হারের (৪০%) তুলনায় কম।

সিলেট শহরের সমস্যা বাংলাদেশের দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্যান্য শহরের মতই। এখানে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের আধিক্য রয়েছে। এদের যথেষ্ট কর্মসংস্থান ও আয় না থাকায় ভোগ্যপণ্যের বাজার দীর্ঘ পতিতে সমগ্রসারিত হচ্ছে। এই প্রবণতা বিনিয়োগ করীনেও আকৃষ্ট করার মত যথেষ্ট আকর্ষণীয় নয়। বিনিয়োগ পরিবেশ যথেষ্ট অনুকূল না থাকায় রেমিটেন্সের অর্থ হয় ব্যাংকে গড়ে থাকছে অথবা অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ হচ্ছে। ফলে সিলেটে বেসিক শিল্প গড়ে উঠছে না। প্রবাসীরা এখানে বিনিয়োগ করতে অগ্রহী কিন্তু পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা না থাকায় তারা বিনিয়োগের আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। এতদসত্ত্বেও সিলেটে এখনো বিনিয়োগ সম্ভাবনা ব্যাপক এবং পর্যাপ্ত বিনিয়োগ হলে সিলেট অঞ্চল জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

৪.৩.২ বাজার ও বিপণন সুবিধা

বাজার ও বিক্রয়কেন্দ্রগুলো সিলেট শহরের অর্থনৈতিক তৎপরতার মূল কেন্দ্রবিন্দু। এখানে গুরুত্ব ও বিশেষত্ব বিবেচনায় বিভিন্ন আয়তনের প্রায় ৩০ টি ছোট বড় বাজার আছে। এর মধ্যে কদমতলী মার্কেট ফলের পাইকারী বাজার হিসাবে বিখ্যাত। এখানে দেশ বিদেশ থেকে ফল আমদানী ও কেনা বেচা হয়। এখানে প্রায় ৫০টি পাকা দোকান আছে এবং প্রতিদিন ৫০-৬০টি পিক আপ ভায়ে আসা ফল ক্রয় বিক্রয় হয়। স্থানীয় উৎস থেকে জানা যায় যে এখানে প্রতিদিন প্রায় ৫ লক্ষ টাকার ফল কেনা বেচা হয়।

শহরে হাজী নোয়াব আলী মার্কেট ও সিলেট ট্রেড সেন্টার নামে দুটো পাইকারী শক্তির বাজার আছে। দুটো বাজারে দোকানের সংখ্যা প্রায় ২৫০ টি। বাজার দুটোতে প্রতিদিন প্রায় ২৫০ মেট্রিক টন শক্তি কেনা বেচা হয় যার বাজার মূল্য প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা।

কালীঘাট বাজারে প্রধানত চাল পাইকারী কেনা বেচা হয়। এখানে উত্তরাঞ্চল থেকে প্রতিদিন ২৫০ মেট্রিক টন চাল আসে। এছাড়াও এখানে আলু, আদা, পেয়ারা, রসুন ইত্যাদিও কেনা বেচা হয়। এই বাজারে প্রতিদিন প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার মালামাল লেন দেন হয়।

কাঁজীর বাজার নামে শহরে একটি মাছের পাইকারী বাজার আছে। এখানে প্রতিদিন ৪৫ থেকে ৫০ ট্রাক মাছ কেনা বেচা হয়। এখানে হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জের বিভিন্ন হাওড় এলাকা থেকে মাছ আমদানী করা হয়।

আশির দশকে সিলেট শহরে হাতে গোনা কয়েকটি শপিং সেন্টার ছিল। বর্তমানে সেখানে ব্যাপক সংখ্যক শপিং মল গড়ে উঠছে। লডন মানসন, মিলেনিয়াম শপিং সিটি, জাতীয় আধুনিক শপিং সেন্টারগুলো প্রবাসী সিলেটী ও স্থানীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে লক্ষ্য করে নির্মাণ করা হয়েছে।

সিলেট শহরে প্রায় ৩ লক্ষ জনগোষ্ঠীর জন্য মাত্র ২২ টি ছোট বড় কাঁচা বাজার আছে। কিন্তু বাজারগুলো সুযমভাবে শহর জুড়ে ব্যাপ্ত নয়। অধিকাংশ বাজার শহরের কেন্দ্রীয় এলাকায় অবস্থিত। আবার কিছু বাজার ফুটপাথ দখল করে গড়ে উঠেছে। বাজার ছাড়াও সিলেটে বড় রাস্তার ধারে অপ্রাতিষ্ঠানিক দোকানপাট আছে যা মূলত শহরের দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের উপার্জনের উৎস।

বিদেশ থেকে ব্যাপক হারে রেমিটেন্স আসার ফলে সিলেট শহরের ভোগ্যপণ্যের বাজার ভবিষ্যতে আরো বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারী আনুকূল্যে এ অঞ্চলে একটি স্পেশিয়াল ইকোনোমিকজোন (Special Economic Zone) গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছে। এটি সম্ভব হলে সিলেটে শিল্প কাঠামো গড়ে উঠতে পারে, যা সিলেটের অর্থনীতিকে আরো সমৃদ্ধ করবে এবং স্থানীয় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করবে। এর ইতিবাচক ফলাফল সামগ্রিকভাবে সমগ্র সিলেট অঞ্চলে পড়বে।

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্র্যান
প্রথম খণ্ড-স্ট্রাকচার প্র্যান ও আবহাওয়া প্র্যান

৪.৪ পরিবহন ব্যবস্থা

৪.৪.১ বিদ্যমান পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

সরকারি দেশের সঙ্গে সিলেটের অত্যন্ত ভালো সড়ক, রেল, অভ্যন্তরীণ নৌ ও বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। সুরমা নদীর তীরবর্তী অবস্থানে নৌ যোগাযোগের কারণে প্রাচীনকাল থেকে সিলেট শহরের সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্য চালু ছিল। কিন্তু সুরমা নদী পরিবহনে নৌ চলাচলের উপযোগী না থাকায় নৌ পথে যাতায়াত অনেকটাই সীমিত হয়ে পড়েছে।

রেল ও চট্রগ্রামের সঙ্গে সিলেটের ভালো রেল ও সড়ক যোগাযোগ রয়েছে। ওসমানী বিমান বন্দর এখন দেশের তৃতীয় আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। নতুন ও উন্নত সড়ক নির্মাণের ফলে এখন ঢাকা ও সিলেটের মধ্যে যাতায়াত সময় ৭/৮ ঘণ্টা থেকে ৪/৫ ঘণ্টায় নেমে এসেছে। নব নির্মিত সিলেট-জাফলং সড়ক এ অঞ্চলের পর্যটন ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে আরো উজ্জ্বল করেছে। কুমিল্লা বাইপাস সড়ক সিলেট শহরে যানজট কমাতে যথেষ্ট অবদান রাখবে।

সিলেট সড়ক ও ভালো বাস সার্ভিস চালু হওয়ার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা আগের যে কোন সময়ের তুলনায় এখন অনেক উন্নত। যার কারণে সড়ক পথে সর্বাধিক পরিমাণ যাত্রী (৯০%) চলাচল করেছে ও মালামাল (৮৭%) পরিবহন হয়েছে। সিলেট শহরে আনুমানিক ৩৫ হাজার যাত্রিক এবং ২.৫ লক্ষ অ-যাত্রিক যানবাহন রয়েছে। আগামী ১০ বৎসরে এই সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তালিকা-৪.৪: সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত অবকাঠামো।

ক্রমিক নং	অবকাঠামো	দৈর্ঘ্য/সংখ্যা
১.	লাকা সড়ক	৫০০ কি:মি:
২.	কাঁচা সড়ক	১৫৯ কি:মি:
৩.	লাকা ড্রেন	৬০০ কি:মি:
৪.	কাঁচা ড্রেন	৪৫০ কি:মি:
৫.	ব্রিজ	৪ টি
৬.	বন্দর কালভার্ট	৫০ টি
৭.	ফুট ওভার ব্রিজ	০৫ টি

সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ২০০৭

সরকারি প্রকার সড়ক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও শহরের কিছু কিছু রাস্তায় যান জট একটি নৈমিত্তিক ঘটনা। এই যান জটের কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে যান বাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি, অসঙ্গত যান বাহন ব্যবস্থাপনা, একই রাস্তায় যাত্রিক ও অযাত্রিক যানবাহন চলাচল, ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন, ট্রাফিক আইন ব্যাখ্যাবদ্ধভাবে প্রয়োগ না করা ইত্যাদি। রিজলা শহরের সর্বাধিক ব্যবহৃত বাহন। এছাড়া আছে টেম্পো, ব্যক্তিগত গাড়ী ও বেবি টেক্সি। বর্তমানে সিলেট শহরে ৩০ থেকে ৪০ হাজার রিজলা আছে যার অধিকাংশই অসুযোগজনক। সিটি কর্পোরেশনের তালিকা অনুযায়ী বৈধ রিজলার সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। সিলেট শহরে রাস্তা পরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত নয়। পুরাতন শহর এবং নতুন শহরের কিছু এলাকায় রাস্তা অত্যন্ত সরু এবং আঁকা বাঁকা। ভবিষ্যতে জনসংখ্যা ও ইমারতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে রাস্তায় যাতায়াত সমস্যা আরো বৃদ্ধি পাবে। প্রতিটি রাস্তার সংযোগস্থলের প্রশস্ততা চলাচলকারী যান বাহনের জন্য অসুযোগের স্রোতে কম। এই সমস্যা আধরথানা সংযোগস্থলে অত্যন্ত প্রকট। সিলেট শহরে অফিস ভবন, মার্কেট, আবাসিক ভবন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক এলাকাগুলি অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন স্থানে পিক আওয়ারে পার্কিং এর স্থানভর্যে যথেষ্ট গতি সংকুলান করতে পারে না। রাস্তায় দাঁড়ানো গাড়ীগুলো রাস্তার প্রশস্ততা কমিয়ে দেয়, ফলে যান জট দেখা দেয়।

সার্ব-সাময়িক জরিপ থেকে দেখা যায় যে শহরের শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষ ১ থেকে ৩ কিলোমিটারের মধ্যে যাতায়াত করে। বন্দর রাস্তার এলাকার অধিকাংশ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিপণী কেন্দ্র অবস্থিত। সুরমা নদীর উত্তরাংশের শহর এলাকায় অসুযোগজনক ব্রিজ অকৃতিতে নেটওয়ার্ক তৈরী করেছে। এই ব্রিজের মধ্যে রয়েছে, কাজীর বাজার, লামা বাজার পয়েন্ট, রাকবি বাজার পয়েন্ট, মনির বাজার পয়েন্ট, শাহী ইদগাহ, আধরথানা, নয়া সড়ক, নায়েরগুল, শাহ জালাল ব্রিজ, কীন ব্রিজ বা কোর্ট পয়েন্ট। এছাড়া এলাকার অধিকাংশ রাস্তায় প্রায় সারা দিনই যান জট লেগে থাকে, বিশেষত পিক আওয়ারে অত্যন্ত জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। সার্বজনীন রাস্তাগুলোর প্রশস্ততা ৬ থেকে ১৫ ফুটের বেশি নয়। ফলে প্রতিদিনই যান জট হয়। বর্তমান পরিকল্পনার লক্ষ্য সিলেট শহরে একটি সমন্বিত, দক্ষ ও বায়ু সাদৃশ্যী সড়ক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা পরিবেশ বান্ধব, গ্রহণযোগ্য এবং শহরের ভবিষ্যত

**সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান
প্রথম খণ্ড-স্ট্রাকচার প্ল্যান ও আবাসন এরিয়া প্ল্যান**

অর্থনৈতিক অগ্রগতির সহায় হবে। কিন্তু অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা স্থানীয় সড়কগুলো বড় সমস্যা। এ সমস্যা রাস্তা নির্মাণে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না ফলে প্রতিন্যস্ত জনদুর্ভোগ বেড়ে চলছে।

৪.৪.২ পরিবহন ও যাতায়াত ব্যয়

শহরবাসীকে প্রতিদিন দুই ধরনের যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়-নিজের বাড়ীর সঙ্গে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ায় সিলেটে চমৎকার যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সড়ক, রেল ও বিমান, সব ধরনের যাতায়াত সুবিধা সিলেটে রয়েছে। রাজধানীর সঙ্গে সিলেটের তিনটি পথেই চমৎকার যোগাযোগ রয়েছে। ওসমানী বিমান বন্দর দেশের তৃতীয় আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। নিচে লং রুটে সড়ক ও রেল পথে প্রতি কিলোমিটারের ব্যয় দেখানো হলো:

- সড়ক পথে : টাকা ০.৯০ প্রতি কি:মি:
- রেল পথে : টাকা ০.৭০ প্রতি কি:মি:

স্থানীয় যাতায়াতের জন্য রিক্সা সবচেয়ে জনপ্রিয় বাহন। এছাড়া টেম্পো এবং বেবি ট্যাক্সিও ব্যবহৃত হয়। এখানে বিভিন্ন ধরনের বাহনের প্রতি কিলোমিটার ভাড়ার হার দেয়া হলো:

- রিক্সা : টাকা ১০-০০ প্রতি কি:মি:
- বেবি ট্যাক্সি : টাকা ৮.০০ প্রতি কি:মি:
- টেম্পো : টাকা ১.২০ প্রতি কি:মি:

সীমিত সংখ্যক পরিবারের ব্যক্তিগত গাড়ী রয়েছে। এরা তুলনামূলকভাবে অবস্থাপন্ন।

৪.৫ আবাসন ব্যবস্থা

সিলেটে বর্তমানে শ্রম নির্ভর অর্থনৈতিক তৎপরতার আধিক্য থাকায় শহরে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের সংখ্যা বেশি। এ ছাড়া রয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। শ্রম বাজার ক্রমশ প্রসারিত হওয়ায় সিলেটে অন্য জেলা থেকে শ্রমজীবীদের অভিগমন বাড়ছে। এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য আবাসন সরবরাহ পর্যাপ্ত নয়। বিশেষত নিম্ন আয়ের মানুষের আবাসন সংকট প্রকট। অন্য দিকে শহর প্রচুর এ্যাপার্টমেন্ট গড়ে উঠছে কিন্তু বাজারে তেমন চাহিদা নেই। প্রবাসীরা শহরে বিনিয়োগের আর কোন নিরাপদ ক্ষেত্র না পেয়ে রিয়েল এস্টেট খাতে বিনিয়োগ করছে। এর ফলে শহরে জমির মূল্য গগনচুম্বী হয়ে পড়ছে (সারণি-৪.৫)। শহরের অধিকাংশ মানুষ নিম্ন আয়ের হওয়ায় তাদের পক্ষে নিজস্ব বাড়ী করা সম্ভব হচ্ছে না। বাড়ী নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত জমির অভাব সিলেটের আবাসন সমস্যা সমাধানের প্রধান অন্তরায়। শহরের একটা বিরাট অংশে চা বাগান থাকার পর্যাপ্ত জমির অভাব। জমি দস্যুরা ছড়া/খাল ও রাষ্ট্রীয় জমি দখল করে জোগ করছে। এজন্য ঘন ঘন সিটি কর্পোরেশনের এলাকা সম্প্রসারণের প্রবণতা দেখা যায়।

সারণি-৪.৫: সিলেট শহরে ডেসিগ্নেল প্রতি জমির মূল্য (টাকায়)

এলাকা	বিন্যাসিত শহর এলাকা	অব্যবহৃত/ নিচু ভূমি	টিলা/পাহাড়ী এলাকা
নগর কেন্দ্র এলাকা	১৫,০০,০০০.০০	২,৪৫,০০০.০০	৩,৫০,০০০.০০
আধরখানা	১৫,০০,০০০.০০	২,১৫,০০০.০০	১,২৫,০০০.০০
সাদীপুর ২য় পর্ব	১২,০০,০০০.০০	১,০৫,০০০.০০	৬,৭০০.০০
রায় নগর	৮,৫০,০০০.০০	১,৬০,০০০.০০	৮৫,০০০.০০
বাগবাড়ী	৫,০০,০০০.০০	১,১০,০০০.০০	৮৫,০০০.০০
আখালিয়া	১,৫০,০০০.০০	৭০,০০০.০০	১,১০,০০০.০০
সম্প্রসারিত এলাকা	২,০০,০০০.০০	১,৫০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০

উৎস: সিলেট ভূমি রেজিস্ট্রেশন অফিস, ২০০৭।

সিলেট বিভাগীয় শহরের মানচিত্র প্রাঙ্গণ
প্রথম খণ্ড-স্থানিকতার প্রাঙ্গণ ও আবাসন এনালিসিস প্রাঙ্গণ

সারণি-৪.৬ এ বাংলাদেশের ছয়টি বিভাগীয় শহরের বিভিন্ন স্থানের জমির তুলনামূলক মূল্য দেখানো হয়েছে। উক্ত সারণি থেকে দেখা যায় যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম ছাড়া সিলেট শহরে জমির মূল্য সব চেয়ে বেশি। এ অবস্থার প্রধান কারণ সিলেট শহরে অধিবাসীদের ক্রয় ক্ষমতা অন্যান্য শহরের মানুষের চেয়ে বেশি। এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি মুখ্য কারণ নয়। কিন্তু এই মূল্য বৃদ্ধির ফলে তুলনামূলক নিম্ন আয়ের মানুষ নিজস্ব আবাসনজমির মালিক হতে পারছে না।

সারণি-৪.৬: ছয়টি বিভাগীয় শহরে তুলনামূলক জমির মূল্য

বিভাগ	ডেসিমেল প্রতি জমির গড় মূল্য (০০০)			
	পরিবর্তিত আবাসিক এলাকা	কেন্দ্রীয় এলাকায় অবস্থিত অপরিবর্তিত আবাসিক এলাকা	কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক এলাকা	অল্পদূরত্ব নগর প্রান্ত এলাকা
ঢাকা	ট. ২১০০- ট. ২৫০০ ট. ৫৪৫০০- ট. ৫৭৫০	ট. ১২০০	ট. ৪৮০০- ট. ৬৬০০	ট. ১৩৫০- ট. ২৫০০
চট্টগ্রাম	ট. ১২০০- ট. ১৫০০ ট. ১৫০০- ট. ২০০০	ট. ৫০০- ট. ৮০০	ট. ১৫০০- ট. ১৮০০	ট. ২০০- ট. ৫০০
খুলনা	ট. ৩০০- ট. ৪০০	ট. ৯০- ট. ১০০	ট. ১০০০- ট. ১২০০	ট. ৫০- ট. ৭০
রাজশাহী	ট. ৩৫০- ট. ৪০০	ট. ২০০	ট. ৪৫০- ট. ৫০০	ট. ২৫- ট. ৩০
বরিশাল	ট. ৩১০- ট. ৩৫০	ট. ১০০- ট. ৩০০	ট. ৪৭০- ট. ১০৪০	ট. ২০- ট. ৬০
সিলেট	ট. ১২০০	ট. ৫০০- ট. ৮৫০	ট. ১২০০- ট. ১৫০০	ট. ৭০- ট. ১০০

উৎস: সেকেন্ডারী রেকর্ডেস ও জমি রেজিস্ট্রেশন অফিস, সিলেট ও বরিশাল।

বাড়ীর নির্মাণ প্রকৃতি থেকে বাড়ীর মালিকের আয় এবং জীবনব্যয়ের মান সম্পর্কে অনেকটাই ধারণা করা যায়। উক্ত আয়ের মানুষ তাদের বাড়ীতে বসবাস করে এবং তার পরিবেশ ভালো হয়। সিলেট শহরের প্রায় এক চতুর্থাংশ মানুষ নিম্ন মানের বাড়ীতে বসবাস করে। এ সমস্ত বাড়ীর ভাড়া কম এবং পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা নেই এবং পরিবেশ খারাপ। শহরে প্রায় ৭৫৫ টি বস্তি আছে, সেখানে শহরের প্রায় ২৭% মানুষ বসবাস করে।

আর্থ-সামাজিক জরিপ থেকে দেখা যায় যে শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যার ৫০% লোকের নিজস্ব বাড়ী আছে। বাড়ীর মালিকানা সিলেটে তথা সারণি-৪.৭ এ প্রদান করা হয়েছে। জরিপকৃত পরিবারের ৩৭% ভাড়া বাড়ীতে বসবাস করে, ৪% পরিবার সরকারী বাড়ীতে বসবাস করে।

সারণি-৪.৭: বাড়ীর বসবাস সত্ত্ব

বসবাস সত্ত্ব	সিটি কর্পোরেশন এলাকা		সিটি কর্পোরেশন বহির্ভূত এলাকা		সমগ্র স্থানিকতার প্রাঙ্গণ এলাকা	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
নিজস্ব বাড়ী	১৭৫৭	৫১.৬	৪০৯	৫৯.৮২	২১৬৬	৫২.০৪
ভাড়া বাড়ী	১৩৬৮	৪০.২	১৫৫	২০.৩৬	১৫২৩	৩৬.৫৯
অন্যান্য বসবাস	১২	০.৩৫	২	০.২৬	১৪	০.৩৪
সিটি কর্পোরেশন	৯৬	২.৮২	৫৬	৭.৩৭	১৫২	৩.৬৫
সিটি কর্পোরেশন বহির্ভূত	৭০	২.০৬	৬	০.৭৯	৭৬	১.৮৩
সম্প্রদায়িক	২১	০.৬২	১০২	১৩.৪২	১২৩	২.৯৬
অন্যান্য	৭৮	২.২৯	৩০	৩.৯৫	১০৮	২.৫৯
মোট	৩৪০২	১০০.০০	৭৬০	১০০.০০	৪১৬২	১০০.০০

উৎস: জরিপকৃত তথ্য সম্পাদিত আর্থ-সামাজিক জরিপ, ২০০৭

অধিকাংশ বাড়ীর ছাদ টিনের। সাধারণভাবে পাকা ও সেমি পাকা উভয় ধরনের বাড়ী দেখা যায়। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৪৯% এবং সিটি কর্পোরেশন বহির্ভূত এলাকায় ২৪% বাড়ী পাকা। আর্থ-সামাজিক জরিপ অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৭% পরিবার

কাঁচা বাড়ীতে বসবাস করে। সিটি কর্পোরেশন বহির্ভূত এলাকায় এই হার ১২%। বস্তিভুলো অধিকাংশই শহর এলাকায়, তাই শহরের বাইরে কুপড়ি খুব একটা দেখা যায় না। শহরের অধিকাংশ বাড়ীই এক তলা। তবে ইদানিং প্রচুর উঁচু ভবন নির্মিত হচ্ছে। দূর থেকে দেখা যায় যে বর্তমানে বাড়ীর চাহিদা ও সরবরাহে পার্থক্য রয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য শহরে প্রতি বছর প্রায় ৫০০০ নতুন বাড়ী প্রয়োজন।

৪.৬ পরিবেশ

৪.৬.১ অতি জনঘনত্ব ও তার সমস্যা

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশের অন্যান্য বড় শহরের মত সিলেট শহরও ক্রমশ ঘিঞ্জি হয়ে উঠছে। পুশ ও পুল ফ্যাকটরের প্রভাবে প্রচুর মানুষ শহরে আসছে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণের অভাবে শহর ক্রমশঃ অপরিষ্কৃতভাবে গড়ে উঠছে। প্রচুর মানুষ বস্তিতে বসবাস করে এবং সেখানের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বসবাসকারী মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিচ্ছে। এছাড়া বস্তির সামাজিক পরিবেশ সমাজের জন্য ক্ষতিকারক।

৪.৬.২ বন্যা ও নদী ভাঙ্গন

সিলেট শহর সুরমা নদীর কারণে বন্যার হুমকিতে আছে। স্বাভাবিক বর্ষায় সুরমা নদীতে ১২৬৩ m³/s পানি প্রবাহিত হয়। পূর্ব মৌসুমে তা ২৩ m³/s নেমে আসে। কিন্তু বন্যার সময় এটা ২৪৮০ m³/s পর্যন্ত ওঠে। সুরমা নদীর বাম তীর বরাবর ১৯৮৫ সালে ১৪০ কি:মি: বাঁধ নির্মাণ করা হয়। সুরমার উত্তর পাড়ে নদী ভাঙ্গন প্রবণতা আছে, কিন্তু তা চলমান নয়। পানি উন্নয়ন বোর্ড অফ বাংলাদেশ ৪.২০ কি:মি: বাঁধ নির্মাণ করবে।

৪.৬.৩ ভূ-কম্পন জনিত হুমকি

সিলেট অঞ্চলের অবস্থান বাংলাদেশের ও নবর ভূমিকম্প জোনে অবস্থিত এবং এই জোন সবচেয়ে বিপদসঙ্কুল। সুতরাং সিলেট শহর অত্যন্ত ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায় মধ্যে অবস্থান করছে। এ অঞ্চলে শেষ বড়মাত্রার ভূমিকম্পের পর প্রায় ১০০ বছর পার হয়ে গিয়েছে। তাই এখানে বড় ধরনের ভূমিকম্পের সম্ভাবনা ক্রমশ বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে ভাউকি ফস্ট জোন, শাহবাজপুর ফস্ট জোন এবং ত্রিপুরা-আসাম ফস্ট জোন বর্তমানে খুবই সক্রিয় এবং শক্তি সঞ্চয় করছে। যে কোন সময় একটি প্রবল ভূমিকম্প এ অঞ্চলে আঘাত হানতে পারে। সিলেটের অবস্থান অত্যন্ত ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায় হলেও এখানকার বাড়ীঘর নির্মাণে এর প্রতিফলন দেখা যায় না। ফলে একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প ব্যাপক ধ্বংসাত্মক ঘটে যেতে পারে। এ জন্য দীর্ঘ মেয়াদী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী।

৪.৬.৪ টিপাইমুখ বাঁধের জন্য আশঙ্কা

সীমান্তের ওপারে ভারতের মনিপুরে বরাক নদীর উপর টিপাইমুখ এলাকায় বাঁধ নির্মাণের জন্য ভারত সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রস্তাবিত এই বাঁধ সরাসরি সিলেট শহরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। উজানে একতরফা পানি প্রত্যাহারের ফলে কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এ ফলে গ্রামাঞ্চলে বেকার সমস্যা বাড়বে। এতে শহরে কর্মপ্রত্যাশী অভিগমনকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। শহরে বস্তির সংখ্যা বাড়বে, ভৌত ও সামাজিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুরমা ও কুশিয়ারায় প্রবাহ কমে যাওয়ায় নৌ চলাচল ব্যাহত হবে, যা অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতার ওপর সরাসরি আঘাত হানবে। নদীতে পানি কমে যাওয়ায় ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের নেমে যাবে। ফলে সেচ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পানিচোপা পানির অভাব দেখা দেবে। নদীতে মাছ কমে যাবে এবং বৃক্ষরাজী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পানির স্বচ্ছতাও নদীতে চর পড়বে এবং নাব্যতা কমে যাবে। বর্ষায় উজানের পানি ব্যাপকভাবে অবশুষ্ক করা হবে। এতে সুরমা-কুশিয়ারা নদীতে পানি বৃদ্ধি পাবে এবং এ অঞ্চলে বন্যা দেখা দেবে।

৪.৬.৫ পানি নিষ্কাশন সমস্যা

ছয়টি বড় খাল এবং নয়টি ছড়ার মাধ্যমে সিলেট শহর ও তার আশে পাশের এলাকার পানি নিষ্কাশিত হয়। এসময় প্রবাহ বৃষ্টির পানি ছাড়াও শহরের বর্জ্য পানি অপসারণ করে থাকে। এ সমস্ত পানি পরিশোধন ছাড়াই সুরমা নদীতে নিষ্কাশিত হয়। এগুলোর মধ্যে পোয়ালী ছড়া এবং কাজীর হাট ছড়া প্রধান।

সিলেট বিকাশীয়া শহরের মাস্টার প্র্যান
প্রথম খণ্ড-স্ট্রাকচার প্র্যান ও আবাসন এরিয়া প্র্যান

জলাবদ্ধতা সিলেট শহরের একটি অতি সাধারণ সমস্যা। সামান্য বৃষ্টিতে শহরের বিভিন্ন স্থানে পানি জমে থাকে। জলাবদ্ধতার প্রধান কারণ পানি নিষ্কাশন চ্যানেলগুলো সঙ্কুচিত অথবা বন্ধ হয়ে যাওয়া। এগুলো এক সময় শহরের প্রাণ ছিল। কিন্তু কালক্রমে জমির মূল্য বৃদ্ধির ফলে এগুলো দখল হতে হতে সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছে। এর ফলে এগুলো দিয়ে আগের মত পানি প্রবাহিত হয় না। যে কারণে সমান্য বৃষ্টিতে শহরের বিভিন্ন স্থানে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। শহরে অপরিষ্কৃত উন্নয়ন এর জন্য দায়ী। কোন কোন স্থানে প্রাকৃতিক খাল সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। দশ বছর পূর্বেও সিলেট শহরে ছোট বড় ১৭ টি পুকুর ছিল, যে তুলে প্রচুর বৃষ্টির পানি ধারণ করতো। এখন পুকুরগুলোর অধিকাংশই ভরাট হয়ে গিয়েছে। অতি সম্প্রতি শহরের আশে পাশের বেশ কিছু আবাসিক প্রকল্প উন্নয়নের জন্য প্রায় ২.৬৮ ব: কি: নিচু এলাকা সরাট করা হয়েছে।

যেখানে সেখানে ফেলে দেয়া বর্জ্য বৃষ্টির পানিতে প্রবাহিত হয়ে রাস্তার পাশের ড্রেনে পড়ে। ফলে একদিকে এগুলো ড্রেন বন্ধ করে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে, অন্য দিকে পরিবেশ দূষণ ঘটায়। সিটি কর্পোরেশনের সীমিত সম্পদ দ্বারা সব সময় ড্রেন পারিষ্কার রাখা সম্ভব হয় না। বস্তি এলাকায় অনেক বাড়ীর মনুষ্য বর্জ্য সরাসরি ড্রেনে ফেলা হয়, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকী স্বরূপ। বর্ষায় সুরমা নদীর পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় শহরের পানি খাল দিয়ে নদীতে ফেলা সম্ভব হয় না। এটাও জলাবদ্ধতার অন্যতম কারণ। অর্থ-সামাজিক জরিপ থেকে দেখা যায় যে ৬৩% পরিবারের বাড়ীতে নিজস্ব ড্রেন আছে, ৩৯% বাড়ীর ড্রেন বাইরের ড্রেনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। কিন্তু ৬৩.৪০% পরিবারের মতামত হচ্ছে যে সিটি কর্পোরেশনের ড্রেন ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক নয়।

৪.৭ সামাজিক ও কমিউনিটি সেবাসুবিধা

৪.৭.১ শিক্ষা ব্যবস্থা

সিলেট শহরে ৭ বৎসরের ঊর্ধ্বে জনসংখ্যার শিক্ষার হার ৬৯.৭৩ শতাংশ, পঞ্চাশতরে জাতীয় শিক্ষার হার প্রায় ৫২ শতাংশ। পুরুষ জনসংখ্যার শিক্ষার হার ৭২.৮৫ শতাংশ এবং নারী শিক্ষার হার ৬৫.৭৬ শতাংশ। শিক্ষার হার বৃদ্ধির প্রধান কারণ শহরে অভিজ্ঞমনকারীদের অধিকাংশ পূর্ব থেকেই শিক্ষিত এবং শহরে বিদ্যমান শিক্ষা সুবিধা ব্যবহার করে তারা তাদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলছে। জরিপ থেকে দেখা গিয়েছে যে শহরের মূল অধিবাসীদের তুলনায় অভিজ্ঞমনকারীরা বেশি সংখ্যায় শিক্ষিত। সিলেট শহরে গ্রাইমারী স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। সারণি-৪.৮ এ বাংলাদেশ ও সিলেট অঞ্চলে শিক্ষার তুলনামূলক হার দেখানো হলো।

সারণি- ৪.৮: শিক্ষার হার (৭ বছরের উপরে), ২০০১।

এলাকা	মেটি	পুরুষ	মহিলা
বাংলাদেশ	৪৫.৩	৪৯.৬	৪০.৬
সিলেট জেলা	৪৫.৪৯	৪৯.৪৩	৪১.৫৫
সিলেট সদর	৫৯.১৪	৬৩.০৯	৫৪.৬১
সিলেট নৌব কর্পোরেশন	৬৯.৭৩	৭২.৮৫	৬৫.৭৬
সম্প্রদায়িক এলাকা	৬৬.০	৭১.৯৫	৫৮.৩৩
মোট	৪৯.৮৩	৫২.২৪	৪৬.২৬

সূত্র: সিলেট (কমিউনিটি সার্ভিস), ২০০১।

৪.৭.২ স্বাস্থ্যসেবা

স্বাস্থ্য উন্নয়নের স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের প্রবণতা আছে- উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও কম কার্যকর সত্তা ও বিনা মূল্যে চিকিৎসা সুবিধা। সিলেট চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো সন্তোষজনক চিকিৎসা সেবা দেয় কিন্তু তার মান ভালো নয়। পর্যাপ্ত আয় না থাকায় মানুষ উন্নত সেবা সুবিধা গ্রহণ করতে পারেনা। এতদসত্ত্বেও সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো নিম্ন আয়ের মানুষের চিকিৎসা সেবার প্রধান উৎস। সিলেটে সরকারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা সুবিধায় যথেষ্ট বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং তারা চিকিৎসা সেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এখানে বিশেষায়িত সংখ্যক হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনোস্টিক সেন্টার আছে। সিটি কর্পোরেশনের তথ্য অনুযায়ী শহরে ৪০টি বেসরকারী ক্লিনিক ১২০০টি বেড রয়েছে। এগুলো উচ্চ মূল্যে চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকে, যা সবাই গ্রহণ করতে পারে না। কিছু কিছু এনজিও

সিলেট বিত্তাধীন শহরের মাস্টার প্ল্যান
প্রথম খণ্ড-স্থানিকতার প্ল্যান ও অববান্ধা এরিয়া প্ল্যান

প্রতিষ্ঠান ও ভালো চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকে। মানুষ এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন। তারা এখন ডিগ্রিপ্রাপ্ত চিকিৎসা
তত্ত্ব অনুধাবন করে।

৪.৭.৩ বিনোদন সুবিধা

ক. উন্মুক্তাঞ্চল বিনোদন

শহরে বিন্যস্ত পার্ক ও খেলার মাঠ খুবই অপর্যাপ্ত। শহরে একটি মাত্র স্টেডিয়াম আছে, কিন্তু অধিকাংশ পাড়ায় খেলার মাঠ নেই।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খেলার মাঠকে স্থানীয় কমিউনিটি মাঠ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এম সি কলেজের একটি বড় মাঠ
আবহরণা ও সমানী শিশু উদ্যান এবং এ্যাতভেক্সার ওয়ার্ল্ড শিশুদের বিনোদন চাহিদা কিছুটা মেটাচ্ছে। তবে অপ্রাতিষ্ঠানিক বিনোদন
কেন্দ্র হিসাবে সুরমা নদীর বাঁধ নাগরিকদের খুবই প্রিয়। সিলেটে বর্তমানে প্রতি হাজারে ০.১৪ একর বিনোদনমূলক উন্মুক্ত
আছে, যা অত্যন্ত অপর্যাপ্ত।

খ. ঘরোয়া বিনোদন সুবিধা

সিলেট শহরে একটি মিলনায়তন এবং ৭ টি সিনেমা হল আছে। এছাড়া মাঝে মাঝে কিছু এ্যামেচার গ্রুপ থিয়েটারের আয়োজন
করে। তবে সকল শ্রেণীর মানুষের প্রধান ঘরোয়া বিনোদন হচ্ছে টেলিভিশন।

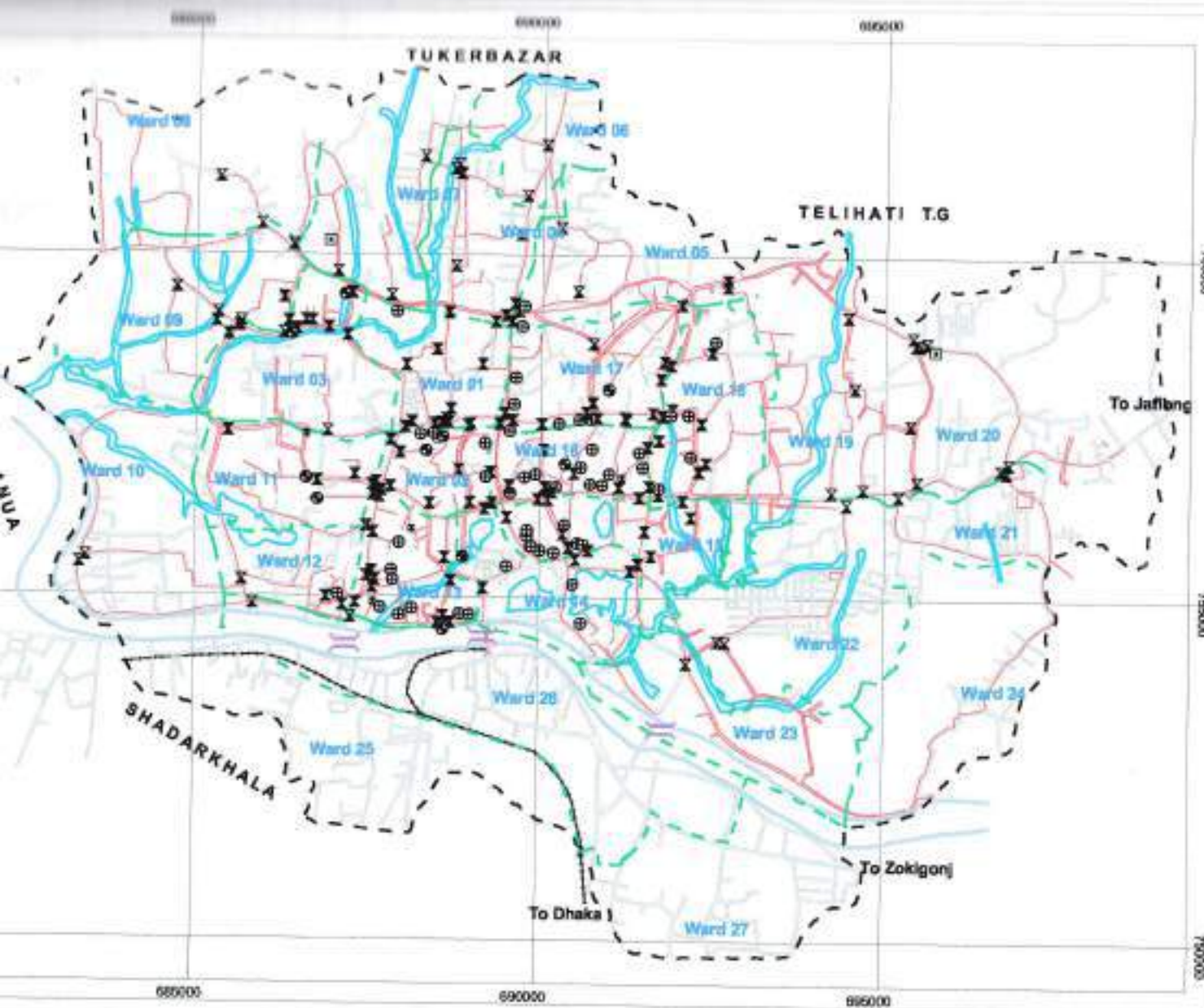
৪.৮ মিউনিসিপ্যাল সেবাসুবিধা

৪.৮.১ পানি সরবরাহ

সিটি কর্পোরেশনের প্রতিদিন ২১০০০ ঘন মিটার পানি সরবরাহের ক্ষমতা আছে, কিন্তু চাহিদা ৪৮০০০ ঘন মিটার। প্রকৃত পক্ষে
সিটি কর্পোরেশন প্রতিদিন ১৬০০০ ঘন মিটার থেকে ১৮০০০ ঘন মিটার পানি সরবরাহ করে থাকে। দিনে ৮ থেকে ১০ বার বিনামূলি
লোড শেডিং এর ফলে শহরে পানি সরবরাহের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় রেজিস্টার্ড পানি
ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। সিটি কর্পোরেশন তার সরবরাহ দিয়ে মোট চাহিদার ৫০% শতাংশ পূরণ করতে পারে।
অবশিষ্ট ৫০ শতাংশ ব্যক্তিগত টিউবওয়েল, পুকুর এবং নদীর পানি দিয়ে পূরণ করা হয়। ওয়ার্ড নং ২৫, ২৬ ও ২৭ এ সিটি
কর্পোরেশনের পানির পাইপ নেটওয়ার্ক নাই। সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে সমগ্র এলাকায় পানি সরবরাহ করা সম্ভব হয় না।

সিলেট শহরে পানির মূল উৎস ভূগর্ভস্থ পানি। অন্য উৎস হচ্ছে নদীর পানি। শহরে সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত ৯৭ টি ট্রোপ কম
রয়েছে। এছাড়া ২৭৬৫ টি হস্ত চালিত টিউব ওয়েল ও কিছু বাড়ীতে সামান্য সংখ্যা স্থাপন আছে। শহরে এখনো বেশ কিছু পুকুর
রয়েছে যার পানি ধোয়া মোছার কাজে ব্যবহার করা হয়। সিটি কর্পোরেশনের সরবরাহকৃত পানিতে স্কার, ম্যাঙ্গানিজ এবং আয়রন
রয়েছে। পানি সংরক্ষণের জন্য ৪ টি ওভার হেড ট্যাংক এবং ২ টি পানি শোধনাপার রয়েছে। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পাইপ
লাইনের দৈর্ঘ্য ১৬০ কি:মি: (২০০৭)। ম্যাপ-৪.১ এ সিলেট শহরে পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক দেখানো হয়েছে। সাম্প্রতিক DPH
কর্তৃক বাস্তবায়নাত্মক সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ প্রকল্পটির কাজ সম্পন্ন হলে শহরের
পানি সরবরাহের কিছুটা সুব্যবস্থা হবে। এ প্রকল্পের অধীনে ৪২ টি টেস্ট টিউব ওয়েল, ১৫ কি:মি: ট্রান্সমিশন মেইন লাইন ও ৬০
কি:মি: ডিস্ট্রিবিউশন লাইন থাকবে।

Water Supply Network within Sylhet City Corporation Area



700 0 700 Meters
SCALE 1:39000

LEGEND

- SCC Boundary
- Ward Boundary
- Existing Road
- Railway
- Chhota
- Surma River
- Water Supply Line
- ⊙ Existing Overhead Reservoir
- ⊕ Existing Public Stand Post
- ⊗ Existing Washout
- ⊗ Existing sluice Valve
- ⊠ Proposed Overhead Reservoir
- ⊗ Proposed Sluice Valve
- ⊠ Rehabilitation sluice Valve
- Bridge

Source: SCC

Preparation of Master Plan
for Sylhet Divisional Town

Consultants:
Consortium
of
SHELTECH (PVT.) LTD.
&
Engineering and Planning Consultants

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান
প্রথম খণ্ড-স্ট্রাকচার প্ল্যান ও আবাস এরিয়া প্ল্যান

৪.২.২ জ্বালানী

এতদ্বারা গ্যাস রিজার্ভের পরিমাণ প্রায় ৫৫৯ মিলিয়ন ঘন মিটার যা বাংলাদেশের মোট গ্যাসের প্রায় ৯৩ শতাংশ। এই গ্যাস প্রায় ২০ বছর ধরে তোলা যাবে। এই গ্যাসের ৩৫ শতাংশ এই অঞ্চলেই ব্যবহৃত হয়। আর্থ-সামাজিক জরিপ থেকে দেখা যায় যে, শহরের শতকরা ৭৭.৫৬ ভাগ পরিবার জ্বালানী হিসাবে গ্যাস ব্যবহার করে। কিন্তু অবস্থাপন্ন পরিবার গ্যাস ব্যবহার করলেও নিম্ন আয়ের পরিবার এখনো ল্যাকড়ি ব্যবহার করছে। এদের হার প্রায় ১২ শতাংশ। শহরের বাইরে এই হার ৫৭ শতাংশ। প্রকল্প এলাকার গ্যাস সরবরাহ নেটওয়ার্ক ম্যাপ-৪.২ তে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি-৪.৯: শহরের মৌলিক সুযোগসুবিধার প্রাপ্যতা

সুবিধাসমূহ	স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকা	
	উত্তরদাতার সংখ্যা	%
বিশ্রাম	৩৮৭১	৯৩.০১
শৌখিন পানি সরবরাহ	১৬২২	৩৮.৭৩
জ্বালানী গ্যাস	৩২২৮	৭৭.৫৬
স্বাস্থ্যসম্মত প্যাট্রিন	৩৪১৯	৮২.১৫
বর্জ্য পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা	৩১৫১	৭৫.৭১
সড়ক কান্ট্রোলিং বিন	৩৬৮	৯.৫৬
স্বাস্থ্য সুযোগ সড়ক	৩০৯৫	৭৪.৩৬

উৎস: পরামর্শকরণ কর্তৃক সম্পাদিত আর্থ-সামাজিক জরিপ, ২০০৭

৪.২.৩ পয়ঃনিষ্কাশন

দেশের অন্যান্য শহরের মত সিলেটের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাও অত্যন্ত নাজুক। শহরের বিরাট সংখ্যক দরিদ্র পরিবার এখনো স্বাস্থ্য সম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার বাইরে, ফলে ঐ সমস্ত এলাকার বসবাসযোগ্য পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ ও কার্যক্রম খুব বেশি সাফল্য আনতে পারে নাই। এই ব্যবস্থা উন্নয়নে সিটি কর্পোরেশনের যথেষ্ট সম্পদ নেই।

৪.২.৪ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

সিলেট শহরে প্রতিদিন ১৮০ টন গৃহস্থালী, বাণিজ্যিক এবং হাসপাতাল বর্জ্য সৃষ্টি হয়। সিটি কর্পোরেশন ১২০ থেকে ১৪০ টন বর্জ্য অপসারণ করতে পারে, অবশিষ্ট বর্জ্য (প্রায় ৪০%) বিকল্পভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পরিবেশ নষ্ট করে। সিটি কর্পোরেশন প্রায়ই দিনের বেলা বর্জ্য অপসারণ করে যা দৃষ্টিকটু, জন স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ও কখনও কখনও রাস্তায় যানজট সৃষ্টি করে। কিছু কিছু এনজিও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে আখালিয়া এলাকায় রাস্তার পাশে নিচু স্থানগুলোতে আবর্জনা ফেলছে, যা স্বাস্থ্য সম্মত নয়। প্রচলিত মান অনুযায়ী সিলেটের মত শহরে জনগণ ০.৩০ কেজি বর্জ্য উৎপাদন হওয়ার কথা, কিন্তু উৎপাদিত হয় ০.৩৮ কেজি। কিন্তু পর্যাপ্ত সুবিধা না থাকায় এই বর্জ্যের একটা বড় অংশ অপসারণ করা সম্ভব হয় না। সারণি-৪.১০ এ সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুযোগ সুবিধার একটি চিত্র তুলে ধরা হলো।

সারণি-৪.১০: সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুযোগ সুবিধা

ক্রমিক নং	সুবিধাসমূহ	সংখ্যা
১	ট্রাক	১৫ টি
২	ট্রাক্টর	৩ টি
৩	লেবার	১৪৬ জন
৪	সুইপার	১৫৭ জন
৫	বর্জ্য সংগ্রহের স্থান (ট্রালফার পয়েন্ট)	১৬০-১৮০ টি
৬	জালিয়ে দাওঁ	৭ টি
৭	হ্যান্ড কার্ট	৭৬ টি

উৎস: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ২০০৭

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্র্যান্স
প্রথম খণ্ড-স্থলিকতার প্র্যান্স ও আবাসন এরিয়া প্র্যান্স

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে শহরের সকল গৃহস্থালীর বর্জ্য অপসারণ। বাড়ী বাড়ী বর্জ্য সংগ্রহ করা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে যেখানে সেখানে বর্জ্য ফেলা হয় যা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ। এগুলো এক নির্দিষ্ট পরিবেশ বিনষ্ট করে অন্যদিকে ড্রেন বন্ধ করে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে।

৪.৮.৫ বিদ্যুৎ

বিদ্যুৎ একটি দেশব্যাপী সমস্যা হলেও বিগত কয়েক বছরে সিলেটে এটি অত্যন্ত কঠিন সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিদিন প্রায় ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ঘাটতির ফলে কলকারখানা সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অফিস আদালতের কার্যক্রম নারাজভাবে বাহত হচ্ছে। সিলেট অঞ্চলে প্রায় এক কোটি মানুষ বসবাস করে এবং এই জনসংখ্যার জন্য প্রতিদিন প্রায় ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়। কিন্তু সরবরাহ মাত্র ৪০ থেকে ৫০ মেগাওয়াট। যার ফলে পিভিবি প্রতিদিন কয়েক ঘন্টা লোড শেডিং করতে হয়। ম্যাপ-৪.৩ তে এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ নেটওয়ার্ক উপস্থাপন করা হলো।

সারণি-৪.১১: সিলেট শহর এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা

বৎসর	মোট বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী	আমদানী *MKWH	বিক্রয় MKWH*	সংগ্রহ মূল্য MTK.**
জুলাই'০৬	১৬১০২৭	৪৬.৩৫	৩৬.৪৫	১৪১.৩০
জুন'০৭	১৯৯৬১৯	৪২.৪৮	৩৫.৪৫	১৮২.১৫

উৎস: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ২০০৭ *MKWH=Million Kilo Watt Hours, **MTK= Million Taka

এক বছরে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়েছে ৩৮,৫৯২ জন, কিন্তু জুলাই ২০০৭ পর্যন্ত পিভিবি বিদ্যুৎ আমদানী করেছে ৪৬.৩৫ MKWH। ২০০৬ এ আমদানী ছিল ৪২.৪৮ MKWH। একইভাবে জুন ২০০৭ এ বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ ২০০৬ এর তুলনায় কম। প্রকল্পের সিটি কর্পোরেশন বহির্ভূত এলাকায় আরইবি বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করে থাকে।

সারণি-৪.১২: সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত বিদ্যুৎ অবকাঠামো

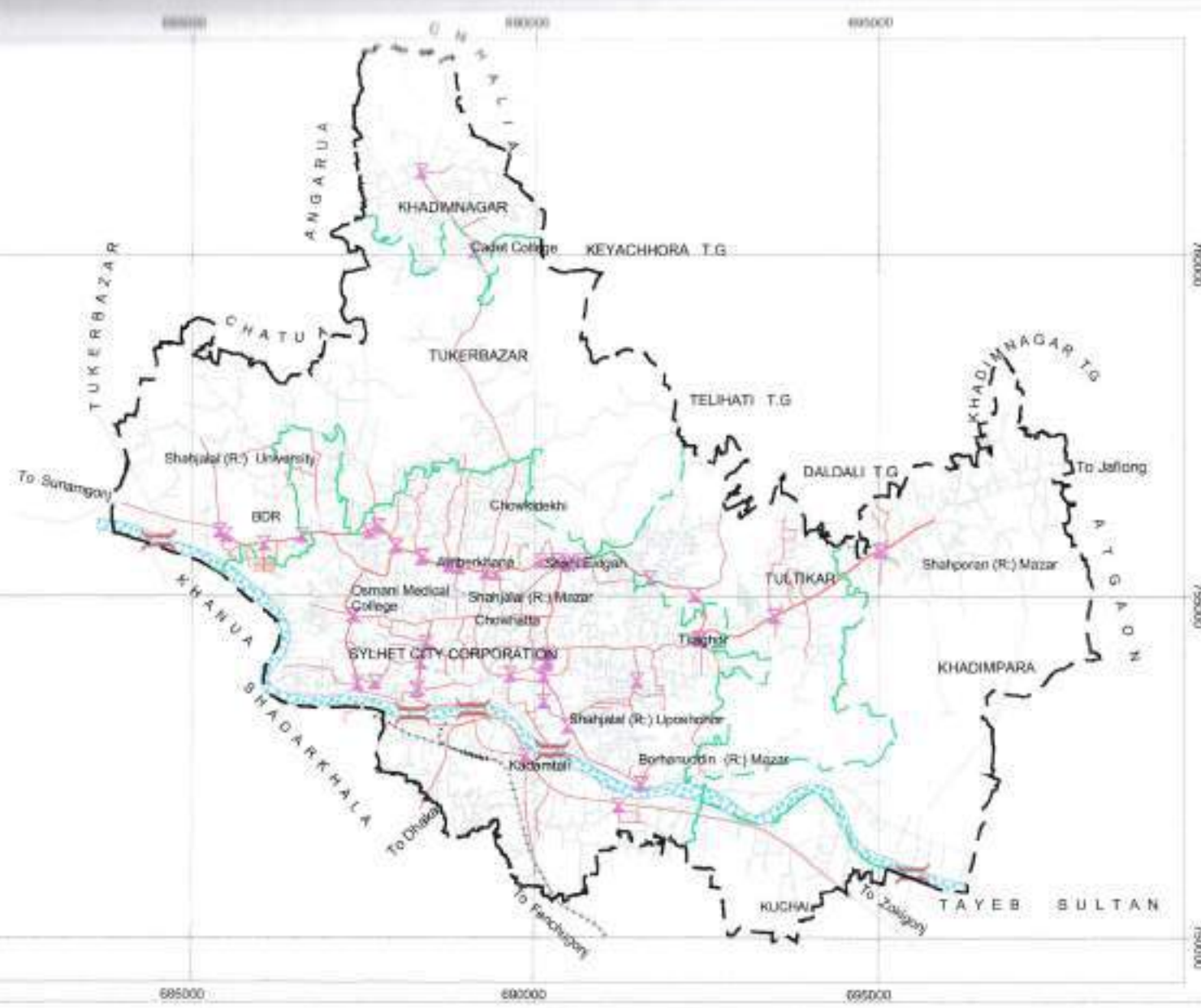
ক্রমিক নং	সিটি কর্পোরেশন প্রদত্ত বিদ্যুৎ অবকাঠামো	সংখ্যা
১	বিদ্যুৎ পোল	৪৪১২
২	রাস্তার লাইটের বিদ্যুৎ লাইন	৪০০ কি:মি:
৩	রাস্তার লাইটের আরইবি শেড	৮৬৭
৪	রাস্তার লাইট	৪৪০৮

উৎস: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ২০০৭

৪.৮.৬ টেলি যোগাযোগ

সিলেট শহরে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লি. (BTCL) এর নিম্ন বর্ণিত সুযোগ সুবিধা রয়েছে। বিটিএল হ্যাণ্ডও অসেস বেসরকারী টেলিফোন কোম্পানী সিলেট অঞ্চলে টেলিফোন সেবা দিচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে পিএনটিএন কোম্পানী, লিপলসটেল, গ্র্যাংকসটেল, ন্যাশনাল টেল, ঢাকা ফোন, যুবক ফোন, জালালাবাদ টেলিকম ইত্যাদি। এর বাইরে সিলেট এলাকায় দেশের সকল মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক আছে।

Existing Gas Network Map within Structure Plan Area



1000 0 1000 2000 Meters

SCALE 1:88000

LEGEND

- Project Area Boundary
- Union Boundary
- Existing Road
- Railway
- Existing Gas Line
- Gas Valve
- Bridge
- Surma River

Source: JGTCL

**Preparation of Master Plan
for Sylhet Divisional Town**

Consultants:
Consortium
of
SHELTECH (PVT.) LTD.
&
Engineering and Planning Consultants

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান
প্রথম খণ্ড-স্থানিকতার প্ল্যান ও আবাসন এরিয়া প্ল্যান

সারণি-৪.১৩: সিলেট শহরে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লি: (BTCL) এর বর্তমান অবকাঠামো ও সুবিধাদী

এক্সচেঞ্জ এর নাম	এক্সচেঞ্জ এর ধরণ	ক্ষমতা	বরাদ্দকৃত লাইন	অপেক্ষমান আবেদন
সিলেট সেন্ট্রাল	ডিজিটাল এলকাটেল	১৫৫২৩	১৫২০৩	০
	ডিজিটাল নেটাস	৬৩৯০	৫৮২৫	০
	ডিজিটাল কেটি	৪০৯৬	৭৭৬	০
শিবগঞ্জ -আর এস ইউ	ডিজিটাল এলকাটেল	২২৬৩	২১৮৩	০
	ডিজিটাল কেটি	২৫০০	২৬৭	০
শাহ পরাগ- আর এস ইউ	ডিজিটাল কেটি	২৫০০	৪০১	০
সিলেট আলমপুর (প্রধান এক্সচেঞ্জ)	ডিজিটাল নেটাস	২০০০	১৫২৩	০
মোট		৩৫২৭২	২৬১৭৮	০

উৎস: বিটিসিএল, সিলেট, ২০০৭

৪.৩.৭ ডাক ব্যবস্থা

সিলেট শহরে একটি প্রধান ডাকঘর ও ১৫টি উপ ডাকঘর রয়েছে। কিন্তু টেলিফোন বিশেষত মোবাইল ফোন ব্যাপক বিস্তার লাভ করায় ডাক ব্যবস্থার গুরুত্ব অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

৪.৩.৮ অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্র

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে প্রধানত বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটে। শহরের বস্তিগুলো অগ্নি দুর্ঘটনার জন্য সমস্যায় বিপদসংকুল। শহরে দুটি মাত্র অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্র রয়েছে। একটি ভালতলায় অন্যটি গোটাটিকারে। একটি দ্রুত সন্তোষজনক এবং স্কিমিকম্প প্রবণ শহরের জন্য বিদ্যমান অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা খুবই অগ্রতুল।

৪.৩.৯ সামাজিক নিরাপত্তা

শহরের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দেশের অন্যান্য শহরের মতই। সারণি-৪.১৪ এ শহরের ২০০৬ সালে অপরাধ পরিস্থিতির একটি চিত্র কুলে ধরা হলো। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, শহরে নারী নির্যাতন বিষয়ক অপরাধই বেশি সংঘটিত হয়। সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ছয়টি থানা আছে-কোতওয়ালী, জালালপুর, আম্বরখানা, সাউথ সুরমা, শাহ পরাগ এবং মোগলাপাড়া।

সারণি-৪.১৪: সিলেট শহরে দায়ের করা অপরাধ বিষয়ক মামলা সমূহ (২০০৬)

অপরাধের ধরণ	মামলা	
	সংখ্যা	%
মারাত্মক কর্মকাণ্ড	৩৯	৩.৭৯
চুর	১৮	১.৭৫
দুর্ভোগ	৫৩	৫.১৫
নারী নির্যাতন	৬০	৫.৮৩
ডাকাতি	৬	০.৫৮
অপহরণ	৮৫৪	৮২.৯১
মোট	১০৩০	১০০

উৎস: কোতওয়ালী থানা, সিলেট, সেপ্টেম্বর, ২০০৭

৪.৯ পর্যটক আকর্ষণীয় স্থান

পর্যটনের নিক দিয়ে সিলেট অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। এখানে প্রচুর মাজার আছে। মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এ অঞ্চল। আরও অনেক বাগানের বৈচিত্র্যময় দর্শনীয় স্থান, ঐতিহাসিক নিদর্শন। শহর ও এর আশপাশ ছাড়াও এ অঞ্চলে প্রচুর দর্শনীয় স্থান আছে। শহর থেকে প্রায় ৫৫ কি:মি: পূর্বে অপূর্ণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত তামাবিল এর অবস্থান। সীমান্ত অঞ্চল জাফলং এ আছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সমারোহ। প্রায় ৪৩ কি:মি: উত্তরে জৈজ্ঞাপুরের পাহাড়ী এলাকায় আছে প্রাচীন সভ্যতার ধংসাবশেষ। ছাতকে অনেক কমলা বাগান আছে। সিলেট শহরের ৪৩ কি:মি: দক্ষিণ-পূর্বে ৫ শত বৎসরের প্রাচীন সাধক শ্রী চৈতন্যের মন্দিরও রয়েছে। এতদাপেক্ষে প্রচুর পর্যটক আকৃষ্ট করার মত যথেষ্ট উপাদান রয়েছে যদি পর্যাপ্ত অবকাঠামো নির্মাণ ও বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়। পর্যটন শিল্প অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি ছাড়াও প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।

৪.১০ জাতীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়নে সিলেটের ভূমিকা

কৃষি, বনজ ও খনিজ, পর্যটন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সিলেট অঞ্চল জাতীয় উন্নয়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সিলেটের গ্যাস, পাথর, বালু শিল্পায়ন ও নির্মাণ কাজে প্রধান ভূমিকা পালন করে। সিলেটের চা দেশে চায়ের চাহিদা মিটিয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রাও সংস্থান করেছে। প্রবাসী সিলেটবাসীর রেমিটেন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৮.৯ বিলিয়ন ডলার, এর প্রধান একটি অংশ প্রবাসী সিলেটবাসীর অবদান। যথাযথ অবকাঠামো এবং সুযোগ সুবিধা দিলে এই অর্থ উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ হবে। এতে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে। সিলেট বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। পর্যটন শিল্পে সিলেটের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। এ অঞ্চলে পর্যটন শিল্প উন্নয়নের বিপুল সুযোগ রয়েছে। আরো রিসোর্ট এবং অবকাঠামো নির্মাণ করে বিদেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট করা যায়। এ অঞ্চলের বর্তমান উন্নয়ন ধারা খুবই আশাব্যঞ্জক। এই ধারা অব্যাহত থাকলে সিলেট এক সময় এ অঞ্চলে উন্নয়ন বিকিরণের কেন্দ্রবিন্দু হবে। দেশের সূচন উন্নয়নের লক্ষ্যে সিলেটের বর্তমান উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রাখা উচিত।

৪.১১ নগর উন্নয়নে প্রধান অন্তরায়

বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার ভৌত এবং আইনসম্মত কার্য পরিধি, সংস্থা সমূহের আর্থিক ও সাংগঠনিক ক্ষমতা ও দক্ষতার অভাব, সর্বোচ্চ পর্যায়ে কার্যকরী সমন্বয়কারী সংস্থার অভাব হচ্ছে বাংলাদেশের সামগ্রিক নগর উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়, যা থেকে সিলেটও বাদ পড়েনা। এখানে সিলেটের ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন অন্তরায়সমূহ তুলে ধরা হলো।

৪.১১.১ সিটি কর্পোরেশনের সীমাবদ্ধতা

বিভাগীয় শহর হলেও সিলেটে কোন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংস্থা নেই। সিলেট সিটি কর্পোরেশনকেই এই কাজগুলো করতে হবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে সিটি কর্পোরেশন বহির্ভূত স্ট্রাকচার প্লান এলাকার দায়িত্ব কার? সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকা প্রধান হচ্ছে তার পক্ষে যথাযথ ভূমিকা পালন করা কতটা সম্ভব তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। কারণ সিটি কর্পোরেশন বহুবিধ সমস্যা জর্জরিত। সংস্থার কর্মকাণ্ড বিকেন্দ্রীকৃত নয়। এর পর্যাপ্ত প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বাধীনতা নেই। সর্বদা সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। সংস্থার আইন কাঠামো যুগোপযোগী নয়। কলে জনগণের অংশ গ্রহণ বা অংশিদারীভূতমূলক কার্যক্রম স্থানীয় সরকারগুলো নিতে পারে না।

৪.১১.২ প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতার অভাব

যে কোন সংস্থার প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা সফলতার মূল চাবিকাঠি। আর দশটি স্থানীয় সরকারের মত সিলেট সিটি কর্পোরেশনেও একই সমস্যা বিদ্যমান। তাই নগর উন্নয়নে সফলতা অর্জন করতে হলে সিটি কর্পোরেশনকে এ দুটি ক্ষমতা অর্জন করতে হবে, পাশাপাশি এর দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

Existing Electric Supply Network in the Project Area



1000 0 1000 2000 Meters

SCALE 1:88000

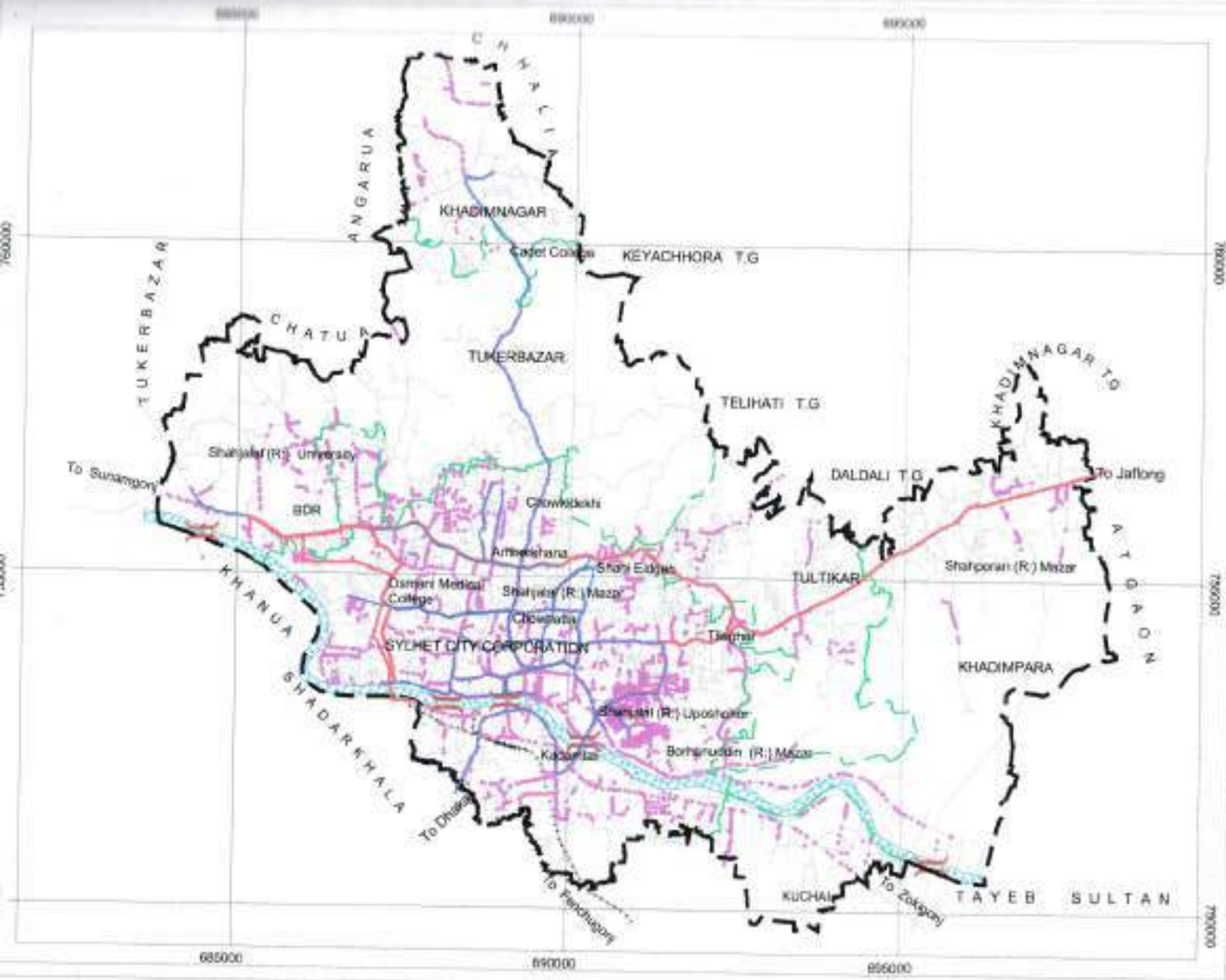
LEGEND

- Project Area Boundary
- Union Boundary
- Existing Road
- Railway
- 11.4 KV Line
- 33 K.V Line
- Electric Pole
- Bridge
- Surma River

Source: PDB, Sylhet

Preparation of Master Plan
for Sylhet Divisional Town

Consultants:
Consortium
of
SHELTECH (PVT.) LTD.
&
Engineering and Planning Consultants



সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান
প্রথম খণ্ড-স্ট্রাকচার প্ল্যান ও আবাসন এরিয়া প্ল্যান

৪.১.১.১ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ সমস্যা

সিলেট শহরেরই কোন দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নেই। ফলে কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা রূপরেখাবিহীনভাবে অবকাঠামো উন্নয়ন হচ্ছে। ইমারত নির্মাণে কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কোন ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা নেই। বিধায় ঘনবসতিপূর্ণ শহর এলাকার পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। শহর সমস্যাবহুল হয়ে তার বাসযোগ্য পরিবেশ হারাচ্ছে। নগর উন্নয়ন এবং নির্মাণ নিয়ন্ত্রণের আইন আছে কিন্তু তা কার্যকরভাবে প্রয়োগ হচ্ছে না। ১৯৫২ সালের ইমারত নির্মাণ আইন অনুযায়ী পৌর এলাকার প্রতিটি কাঠামো বা ইমারত যথাযথ অনুমতি ব্যতীত নির্মাণ করতে হবে। কিন্তু প্রতিটি শহরের বিরাট সংখ্যক কাঁচা এবং আধা-পাকা কাঠামোর কোন অনুমতি নেই। গত ইমারতের ক্ষেত্রে অনেক নজ্রা অনুমোদিত থাকলেও নির্মাণকালে অধিকাংশ বাড়ীর মালিক অনুমোদিত নজ্রা অনুযায়ী তা নির্মাণ করেনি। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার সাহায্যে এলাকা ভিত্তিক ভূমি ব্যবহার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় যাতে যত্র তত্র পরিবেশ সম্মত নয় এমন নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কিন্তু অধিকাংশ শহরের ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা নেই। যাদের আছে তারা এর গুরুত্ব এবং ব্যবহার সম্পর্কে অবগত নন, ফলে তা চর্চা করা হয় না।

৪.১.১.২ রিয়েল এস্টেট কোম্পানীর অনিয়ন্ত্রিত প্রসার

আবাসিক ভূমির ব্যাপক চাহিদার জন্য সিলেটসহ বড় বড় শহরে প্রচুর সংখ্যক রিয়েল এস্টেট কোম্পানী গড়ে উঠেছে। শহরের আবাসন জন্য অবাধে তারা অবদান রাখছে। কিন্তু এরা মূলত শহরের প্রান্ত এলাকায় স্বল্প মূল্যে নিচু ও জলা জমি কিনে তা ভরাট করে পুট করে বিক্রি করে থাকে। এরা যে সমস্ত জমি ভরাট করে দেখা যায় সে সমস্ত জমি বন্যা প্রবাহ এলাকায় অবস্থিত। এগুলো ভরাট হলে শহর কনোর আশংকা বেড়ে যাবে। অন্যদিকে দেখা যায় যে তাদের আবাসিক এলাকার উন্নয়ন অনেক ক্রটিপূর্ণ। বায়ু, হ্রাস করে নিচু ভূমির সেভেল যথেষ্ট উর্চু করা হয় না। ফলে বন্যার আশংকা থাকে। পানি, বিদ্যুৎ, ইত্যাদি অবকাঠামোর সংস্থান রাখা হয় না। এদের প্রশংসা যথেষ্ট হয় না। রাজস্ব ভিন্ন অন্য কোন নাগরিক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা রাখা হয় না। ফলে সামগ্রিকভাবে রিয়েল এস্টেট প্রসারিত হন। চাকার এ ধরনের রিয়েল এস্টেট নিয়ন্ত্রণের কিছু বিধি বিধান থাকলেও অন্য শহরের জন্য এধরনের আইনগত কোনো তৈরী হয় নাই।

৪.১.১.৩ তেলিক শিল্প কার্ঠামোর অভাব

সিলেট শহরের তেলিক শিল্প কারখানার অভাব রয়েছে। বেসিক শিল্প ছাড়া দ্রুত শিল্পায়ন সম্ভব নয়, আর শিল্পায়ন ছাড়া সমৃদ্ধ শহর হতে না এবং শক্তিশালী নগর অর্থনীতি গড়ে উঠবে না। বেসিক শিল্প গড়ে উঠলে পাশাপাশি প্রচুর নন বেসিক শিল্প সৃষ্টি হবে। এতে প্রচুর কর্মসংস্থান তৈরী হবে এবং শহরের অর্থনীতি দ্রুত প্রসার লাভ করবে। মূলত অবকাঠামো এবং পর্যাপ্ত বিনিয়োগ ব্যতীত শহরের সিলেটে শিল্প ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিনিয়োগ হচ্ছে না।

৪.১.১.৪ সিলেটের উন্নয়ন সম্ভাবনা

৪.১.১.৪.১ বৈশ্বী শক্তি সমাবেশ

সিলেট শহর এবং সিলেটের মাধ্যমপ্রাচ্য, পূর্ব এশিয়া, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ইটালী, কানাডা, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে রয়েছে। বর্ধিতমানের এ ধারা শুরু হয়েছে ষাটের দশকে যা এখনো চলছে। যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশী অভিবাসীদের সংখ্যার প্রায় ১০% সিলেটে বসবাস করে। এখানে প্রতি ১০ টি ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের ৬ টির মালিকই সিলেটী বাংলাদেশী। বাংলাদেশীরা যুক্তরাজ্যে ৭ম বৃহত্তম অভিবাসী গ্রুপ এবং লন্ডন শহরে তৃতীয়।

সিলেটের বৈশ্বিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় ৯ বিলিয়ন ডলার এবং এর সর্ববৃহৎ অংশ আসে প্রবাসীদের কাছ থেকে। বিশ্ব ব্যাংকের প্রকাশিত 'গ্লোবাল রিসোর্সেস' ২০০৬ অনুযায়ী রেমিটেন্সের কারণে বাংলাদেশে দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে ৬ শতাংশ। বিশ্বে চলমান রেমিটেন্সের মধ্যে বাংলাদেশে রেমিটেন্সের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। সিলেট শহরের অর্থনীতি এবং ভৌত উন্নয়নে রেমিটেন্সের ভূমিকা অপরিসীম। সার্বশি-৪.১৫ এ দেখানো হয়েছে সিলেট শহর এবং পৌর এলাকায় প্রবাসীদের অর্থায়নে কি ভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম চলছে।

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাষ্টার প্রদান
প্রথম খণ্ড-স্ট্রাকচার প্রদান ও আরবান এরিয়া প্রদান

সারণি-৪.১৫: প্রবাসী সিলেটবাসির অর্থায়নে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা।

এলাকা	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	৫১-১০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	১০১-২০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	২০০ লক্ষ টাকা এর উর্ধ্বে
মৌর এলাকায়	৪৩৪	২১৪	৭২	৪০	১০৮
সিলেট সদর	৫৫১	৩১৭	৮৩	৪০	১১১

উৎস: অর্থনৈতিক জরিপ, ২০০১ এবং ২০০৩, জেলা সিলিঙ্গ, সিলেট, বিনিয়োগ।

রেমিটেন্স অর্থ প্রাপকদের জীবনে কেমন প্রভাব ফেলেছে তা নির্ভর করে কিভাবে উক্ত অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে। তবে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তনগুলির মধ্যে রয়েছে, ভোগ বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ, আবাসনের মান বৃদ্ধি, ভূমির মূল্য বৃদ্ধি, শহরের ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অবকাঠামোর উপর চাপ বৃদ্ধি। সরকার রেমিটেন্সের অর্থ উৎপাদনমুখী কাজে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করলে অর্থনীতিতে ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এ জন্য রেমিটেন্সের অর্থ শিল্পসহ অন্যান্য উৎপাদনমুখী খাতে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত যাতে প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায়।

৪.১২.২ সরকারী এবং বেসরকারী বিনিয়োগ

প্রবাসীদের রেমিটেন্স ব্যবহার করে সরকারী এবং বেসরকারী উভয় শ্রেণীর সম্মিলিত বিনিয়োগ প্রসার সিলেটের অর্থনীতির বিকাশ ঘটতে পারে। এজন্য যথাযথ নীতি এবং তার বাস্তবায়ন প্রয়োজন। অজ্ঞানের সরকারগুলো প্রবাসী বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য যথেষ্ট কাজ করে নাই। ফলে রেমিটেন্সের একটি বিরাট অংশ ভোগ এবং অনুৎপাদনশীল কাজে ব্যয় হয়েছে। এর ফলে দেশে মুদ্রাকর্ষ উৎসাহিত হয়েছে। সরকারী ঘাট্টে উদ্যোগ না থাকায় উৎপাদনশীল বিনিয়োগে প্রবাসীদের আকৃষ্ট করা যায় নাই। কিছু কিছু প্রবাসী রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় বিনিয়োগ করছে। এ সমস্ত পুঁজি বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে এবং দেশের অর্থনীতিতে তাদের অবদান আরো বৃদ্ধি করতে হবে। সরকার সিলেটে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা (SEZ) গঠনের চেষ্টা করছে। এই কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। অবকাঠামো সুবিধা এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর হলে প্রবাসীরা শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত হবেন। এতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং সিলেট এতদঞ্চলের অর্থনীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করবে। প্রতিবেশী দেশগুলোর মত এখানেও প্রবাসীদের বিবিধ খাতে বিনিয়োগে বিশেষ সুবিধা দেয়া যেতে পারে। গৃহায়ন খাতে সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা নিয়ে নির্মাণ খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। সরকারী সুযোগ সুবিধা এবং প্রবাসী বিনিয়োগ এই দুইয়ের সমন্বয় ঘটতে পারলে সিলেট তথা সমগ্র দেশে বিনিয়োগ ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে যার ইতিবাচক প্রভাব সমগ্র দেশের অর্থনীতিতে পড়বে।

8.১২.৩ ক্ষুদ্র ও মাঝারী বিনিয়োগ প্রকার

পৃথিবীর একটি নদ্রিস্তম দেশ হিসাবে বাংলাদেশে কর্মসংস্থান প্রসার অতি জরুরী। এজন্য সরকারের পি আর এস পিভেও দক্ষিণ বিমোচনের কৌশল হিসাবে কর্মসংস্থানের উপর জোর দেয়া হয়েছে। ব্যাপক হারে শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রসার ঘটিয়ে কর্মসংস্থানের লক্ষ্য অর্জন সহজ হতে পারে। বাংলাদেশে বৃহৎ পুঞ্জির অভাব রয়েছে। তাই ক্ষুদ্র ও মাঝারী পুঞ্জির বিকাশ ঘটিয়ে কর্মসংস্থানের লক্ষ্য অর্জনে মনোযোগ দিতে হবে। সরকারী নীতিতে এর প্রতিফলন আছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারী বিনিয়োগের বিকাশ ঘটানোর জন্য অবকাঠামো সুবিধা তৈরী করতে হবে। রপ্তানীমুখী শিল্পের জন্য বিশেষ সুবিধা দিতে হবে। প্রবাসীরা যাতে দেশে বিনিয়োগে উৎসাহী হয় তা বিষয়ে পর্যাপ্ত সুযোগ তৈরী করতে হবে।

৪.১২.৪ শিলায়নের অন্য বিশেষ অধীনস্থিত এলাকা স্থাপন

প্রবাসী সিলেটীরা দেশে বিনিয়োগ করতে যথেষ্ট আগ্রহী। কিন্তু পর্যাপ্ত অবকাঠামো ও সুযোগ সুবিধার অভাবে তারা এখানে বিনিয়োগ করতে উৎসাহী হয় না। সিলেট অঞ্চলে বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা স্থাপন, শিল্প কেন্দ্রে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে যথেষ্ট অবকাঠামো রাখবে। বিশেষ অর্থনৈতিক জোন শিল্প স্থাপনে বিশেষ কিছু সুবিধা দেয় যা জোনের বাইরে স্থাপিত শিল্প কারখানাগুলো পায় না। বিশেষত ১০০ ভাগ রপ্তানীমূল্যী শিল্পগুলো বেশি পরিমাণে সুবিধা পেয়ে থাকে। যেমন, রপ্তানীমূল্যী শিল্পের জন্য কর মওকুফ, টেকনিশিয়ানের আয়কর মওকুফ, সস্তা গুটের ভাড়া, সস্তা শ্রম, বিদেশী বিনিয়োগের ১০০ ভাগ লাভ নিজ দেশে নিয়ে যাওয়া। সিলেট অঞ্চলে বিশেষ অর্থনৈতিক জোন স্থাপনের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ:

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাষ্টার প্লান
প্রথম খণ্ড-স্থানিকতার প্র্যান ও আবাসন এবিয়া প্র্যান

১৩. অন্যান্য জেলা এবং চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে সিলেটের যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত ভালো।
১৪. ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলো সিলেটের খুব কাছে ফলে, রক্তানীর জন্য পণ্য উৎপাদন করলে পরিবহন ব্যয় কম হবে।
১৫. সিলেটে প্রবাসীদের প্রচুর অব্যবহৃত রেমিটেন্স ব্যাংকে অলস পড়ে আছে যা এখানে বিনিয়োগ হতে পারে।
১৬. প্রবাসী সিলেটবাসীরাও বিনিয়োগে উৎসাহী হবেন।
১৭. সিলেট প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ একটি অঞ্চল যা শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহের উৎকৃষ্ট উৎস হতে পারে।
১৮. এখানে শিল্প স্থাপন করলে ভারত থেকে কাঁচামাল আমদানীও সহজ হবে।
১৯. সিলেটবাসীদের ক্রমবর্ধমান ক্রয় ক্ষমতাহেতু সিলেটে একটি বড় ভোজ্যপণ্যের বাজার তৈরী হতে পারে।
২০. ৬০ মিলিয়ন জনসংখ্যা সমৃদ্ধ ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো এতদাঞ্চলের ভালো বাজার হতে পারে।

১৩.২.৫ পর্যটন খাতের উন্নয়ন

কিন্তু হাত সিলেটের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকা শক্তি হিসাবে ভূমিকা পালন করতে পারে। সিলেট শহর ও তার আশেপাশের অঞ্চল পর্যটন সম্পদ নিয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয় বিবেচনা করে পর্যটন খাতের উন্নয়নের জন্য একটি সমন্বিত পর্যটন পরিকল্পনা তৈরী করা প্রয়োজন। পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটলে বিপুল কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে এবং এই অঞ্চলে দরিদ্র জনগণের সুযোগ তৈরী হবে।

দেশের সাথে সিলেট শহরের সড়ক, আকাশ ও নৌপথের সুন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। হাওর-বাওর, টিলা-পাহার সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত এই এলাকা পর্যটক আকর্ষণের জন্য অন্যতম। সিলেট দেশের চা উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। ইতিহাসিক ও ধর্মীয় গুরুত্বের দিক দিয়াও এই শহর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হযরত শাহ আলাল (রহ:) ও হযরত শাহ পরাগ (রহ:) এর মাজার শরিফ থাকার কারণে শহরটি "পবিত্র নগরী" নামে পরিচিত। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার ভক্ত এখানে সুফী সাধকদের মাজার জিয়ারত করতে ছুটে আসেন।

১৩.২.৬ স্থানীয় সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি

দেশের সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানেই আর্থিক সমস্যা প্রকট। আয় যাথেই না হওয়ায় তারা প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেনা। রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য সিটি কর্পোরেশনকে উদ্ভাবনী কৌশল বের করতে হবে। কর ধার্য করে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত কাজ গ্রহণ করা যায়। শাস্তিমূলক কর ধার্য করে বেআইনী ভূমি ব্যবহার রোধ করা যেতে পারে। শহরের অভ্যন্তরে শিল্প স্থাপন নিয়ন্ত্রিত করার জন্য কর ধার্য করা যায়। সিটি কর্পোরেশনের সেবা গ্রহণকারীদের কাছ থেকে সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করা যায়। পানির এইভেট পার্টনারশীপ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে সম্পদের সীমাবদ্ধতা অনেকাংশে হ্রাস করা যায়। হোল্ডিং কর যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি বৃদ্ধি করতে হবে। নতুন আয়ের উৎস উদ্ভাবিত হলে সিটি কর্পোরেশন আর্থিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর হবে এবং সরকারের উপর নির্ভরতা কমে আসবে। কিভাবে সিটি কর্পোরেশনকে আর্থিক দিক দিয়ে আরো স্বয়ংসম্পূর্ণ করা যায় সেজন্য সরকারকে মনযোগী হতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অবকাঠামো তৈরী করতে হবে। দক্ষতা ও অবকাঠামো সমৃদ্ধ না করে কেন্দ্রীয়ভাবে ক্রমাগত অর্থনৈতিক সাহায্য সিলে স্থানীয় সরকার কখনো স্বাধীন হবেনা।

পঞ্চম অধ্যায়

স্ট্রাকচার প্র্যানের নীতি ও সুপারিশমালা

৫.১ স্ট্রাকচার প্র্যানের ধারণা

স্ট্রাকচার প্র্যান একটি পরিকল্পনার রূপরেখা বা ধারণা যা মূল পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে প্রণয়ন করা হয়। এতে মূলত পরিকল্পনা পদ্ধতি কিছু নীতি থাকে এবং ভৌত পরিকল্পনার কিছু প্রধান প্রধান অংশ রূপরেখা আকারে বিধৃত করা হয়। এই রূপরেখা এবং নীতিমূলক আলোকে পরবর্তী স্তরের বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। স্ট্রাকচার প্র্যান দীর্ঘ মেয়াদের জন্য প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। এটি বৃহত্তর এলাকা নিয়ে প্রণয়ন করা হয় যেখানে ভবিষ্যতে নগরায়ণ হতে পারে। সিলেট বিভাগীয় শহরের জন্য প্রণীত স্ট্রাকচার প্র্যানের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ও মেয়াদকাল নিম্নে আলোচনা করা হলো:

৫.১.১ স্ট্রাকচার প্র্যানের উদ্দেশ্য

স্ট্রাকচার প্র্যানের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

- শহর সম্প্রসারণের জন্য সম্ভাব্য এলাকা নির্দিষ্ট করা;
- ভবিষ্যৎ গুরুত্বপূর্ণ ভৌত অবকাঠামোগুলো নির্দেশ করা;
- সিলেট শহরের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ধরনের নীতিমালা নির্ধারণ করা।

৫.১.২ স্ট্রাকচার প্র্যানের সীমানা

সিলেট অর রেকারেপে উল্লেখিত প্রকল্প এলাকার সীমানাই স্ট্রাকচার প্র্যানের সীমানা। স্ট্রাকচার প্র্যানের সীমানা ম্যাপ-৫.১ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণী-৫.১: স্ট্রাকচার প্র্যানের সীমানা

প্র্যানের নাম	এলাকা	আয়তন		
		বর্গ কি: মি:	একর	হেক্টর
স্ট্রাকচার প্র্যান	সমগ্র পরিকল্পনা এলাকা	৮৫,১৮৩	২১০৩৯.৭৩	৮৫১৮.৩২
আবাসন-এরিয় প্র্যান	সিটি কর্পোরেশন এবং সংলগ্ন এলাকা	৪০,৯৬	১০১১৭.১২	৪০৯৬.০০

৫.১.৩ স্ট্রাকচার প্র্যানের ধরণ ও প্রকৃতি

সিলেট বিভাগীয় শহরের জন্য প্রণীত স্ট্রাকচার প্র্যানের মেয়াদ আগামী ২০ বৎসর (২০১০-২০৩০)। এটি মূলত একটি লিখিত দলিল যা শহর প্রসারণের জন্য তথ্যসহ সারণি, ম্যাপ, গ্রাফ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। এটি পরিকল্পনার একটি রূপরেখা বা বিস্তারিতভাবে আবাসন-এরিয় প্র্যান ও ডিটেইন্ড এরিয়া প্র্যানে বর্ণনা করা হয়েছে। স্ট্রাকচার প্র্যান বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার জন্য একটি ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে (স্কেল-১:২৮,০০০) যা প্রতিবেদনের শেষে একটি ফোল্ডারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

স্ট্রাকচার প্র্যানের ম্যাপে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা হলো:

• আবাসন-ভৌত অবকাঠামো

- আবাসন প্রধান রাস্তা, রেল লাইন, ব্রিজ;
- আবাসন প্রধান প্রধান স্থাপনা (চিহ্ন দিয়ে প্রদর্শিত);
- আবাসন প্রধান নদী ও খাল;
- আবাসন ওয়াস যোগান;
- গ্রীনিং এলাকা ও কৃষিভূমি;
- আবাসন-ভৌত স্থাপনা (চিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত);
- সিলেট শহর এলাকা;

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান
প্রথম ধাপ-স্ট্রাকচার প্ল্যান ও আবাসন এরিয়া প্ল্যান

- বিশেষ নিরাপত্তা এলাকা এবং গুরুত্বপূর্ণ কে পি আই।
- উন্নয়নমূলকসহ বিভিন্ন ধরনের প্রধান প্রধান প্রস্তাবনা
 - প্রস্তাবিত প্রধান প্রধান সড়ক;
 - সম্ভাব্য শহর সম্প্রসারণ এলাকা;
 - প্রাকৃতিক সংরক্ষণ এলাকা;
 - সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ফেলার স্থান;
 - পানি শোধনাগার, বর্জ্য শোধনাগার;
 - প্রাকৃতিক ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক;
 - প্রধান প্রধান উন্মুক্তাঞ্চল;
 - স্ট্র্যাটেজিক প্র্যানিং জোন;
 - সিটি কর্পোরেশনের সীমানা।

৫.১.৪ স্ট্রাকচার প্লানের বিষয়বস্তু

স্ট্রাকচার প্লানে যে সমস্ত বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা এবং নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে, সেগুলো হলো:

- নগর এলাকা উন্নয়ন
- পরিবহন ও যোগাযোগ
- পয়ঃনিষ্কাশন ও ড্রেনেজ
- পানি সরবরাহ
- কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- শিল্প ও বাণিজ্য প্রসার
- আবাসন
- অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান
- পর্যটন ও বিনোদন
- পরিবেশ।

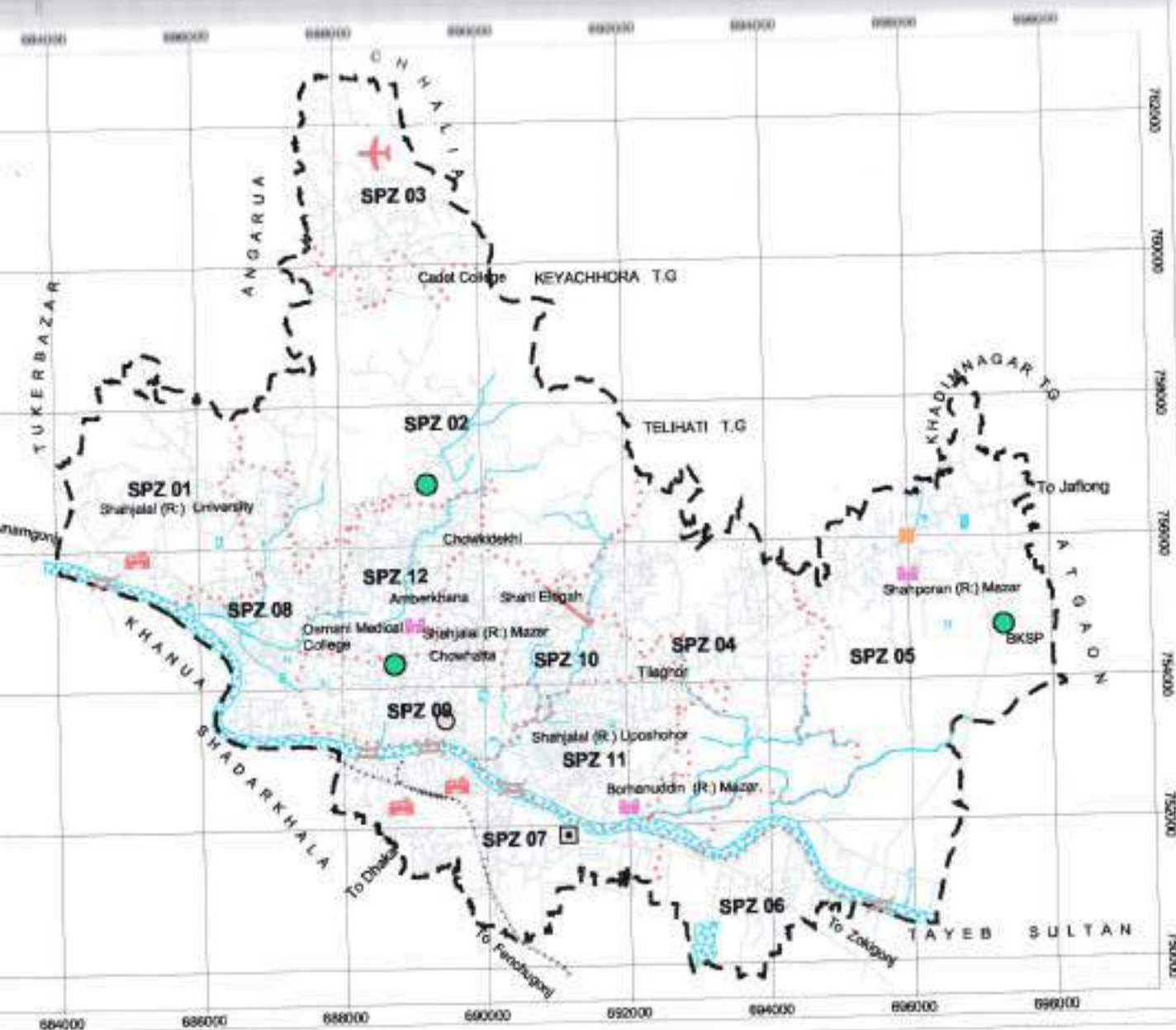
৫.১.৫ স্ট্রাকচার প্লানের মেয়াদকাল এবং সংশোধন

স্ট্রাকচার প্লানের মেয়াদ ২০ বৎসর অর্থাৎ ইহা ২০৩০ সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। পরবর্তী স্ট্রাকচার প্লান প্রণয়নের কাজ ২০৩০ সাল থেকে শুরু করতে হবে। বর্তমান স্ট্রাকচার প্লান বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিয়মিতভাবে মনিটর করতে হবে এবং প্রতি পাঁচ বছর অন্তর প্রয়োজন অনুযায়ী এটি পরিমার্জন করতে হবে। এই পরিমার্জনের কাজ প্রতি চতুর্থ বৎসরে সম্পন্ন করতে হবে যাতে ২০৩০ বৎসরের আগ থেকে তা বাস্তবায়ন করা যায়।

৫.২ স্ট্রাকচার প্লান এলাকার জনসংখ্যা অভিক্ষেপ ও বিস্তরণ

কোন পরিকল্পনা এলাকার জনসংখ্যা অভিক্ষেপ করতে গেলে বিশেষ কতগুলো উপাদান বিবেচনা করতে হয়। কোন এলাকার ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা আয়তন কত হবে এবং কিভাবে জনসংখ্যা পরিবর্তিত হবে তা অতীত দ্বারা থেকে অনেকটা ধারণা করা যায়। পরিকল্পনা এলাকার ১৯৯১ এবং ২০০১ সালের আদমশুমারী থেকে পাওয়া জনসংখ্যা তথ্য থেকে জনসংখ্যা পরিবর্তনের একটি চিত্র পাওয়া যায়। এর ভিত্তিতেই সিলেটের ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা অভিক্ষেপ করা হয়েছে।

Structure Plan Area with SPZ Boundary



1000 0 1000 2000 Meters

SCALE 1:88000

LEGEND

- Structure Plan Boundary
- SPZ Boundary
- Existing Road Network
- Railway
- Major Waterbody
- Airport
- Bus Terminal
- Bridge
- City Corporation Office
- Divisional Headquarters
- Mazan/Dargah
- Stadium
- Union Parishad Office

Preparation of Master Plan for Sylhet Divisional Town

Consultant:
Consortium
of
SHELTECH (PVT.) LTD.
&
Engineering and Planning Consultants

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান
প্রথম খণ্ড-স্ট্রাকচার প্ল্যান ও আরবান এরিয়া প্ল্যান

জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির দ্বারা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে ১৯৯১ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে সিলেট শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৮.৮ শতাংশ। এ সময়ের মধ্যে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮.৮ শতাংশ। এই প্রবৃদ্ধির হার ধরে ২০০৬ সাল অভিক্ষেপ করা হয়েছে। ২০০৬ থেকে ৫ বৎসর অন্তর ২০৩০ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা অভিক্ষেপ করা হয়েছে ৮.৩৫% প্রবৃদ্ধির হার ধরে। অভিক্ষেপ অনুযায়ী ২০৩০ সালে দেখা যাচ্ছে ২০০৬ সালে জনসংখ্যা ছিল ৮.৮১ লক্ষ, যার মধ্যে ৮.৩৬ লক্ষ প্রস্তাবিত আরবান প্ল্যান এলাকায় এবং ০.৪৫ লক্ষ সম্প্রসারিত এলাকায়।

সারণি-৫.২: স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার জনসংখ্যা অভিক্ষেপ

বর্ষ	প্রস্তাবিত আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকার জনসংখ্যা (লাখে)	প্রস্তাবিত আরবান এরিয়া প্ল্যান বহির্ভূত এলাকার জনসংখ্যা (লাখে)	স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার জনসংখ্যা (লাখে)
২০০৬	৮.৩৬	০.৪৫	৮.৮১
২০১০	৬.০৬	০.৬৮	৬.৭৪
২০১৫	৮.৯০	০.৫২	৯.৪২
২০২০	১৩.১৩	০.৬৩	১৩.৭৬
২০২৫	১৯.৪০	০.৭৯	২০.১৯
২০৩০	২৮.৭৪	০.৯৭	২৯.৭১

সূত্র: ১৯৯১ এবং ২০০১ সালের আদমশুমারীর তথ্যের উপর ভিত্তি করে পরামর্শকগণ কর্তৃক অভিক্ষেপকৃত।

সারণি-৫.৩: জনসংখ্যা ঘনত্বের হিসাব

জনসংখ্যা ও জন ঘনত্ব									
২০১০		২০১৫		২০২০		২০২৫		২০৩০	
আরবান এলাকা	একর প্রতি জন ঘনত্ব	জনসংখ্যা	একর প্রতি জন ঘনত্ব	জনসংখ্যা	একর প্রতি জন ঘনত্ব	জনসংখ্যা	একর প্রতি জন ঘনত্ব	জনসংখ্যা	একর প্রতি জন ঘনত্ব
আরবান এলাকা	৬০	৮৯০৯৯৯	৮৮	১৩১৩৪০৮	১৩০	১৯৪০৮৫৫	১৯২	২৮৭৪০৫৫	২৮৪

সূত্র: পরামর্শকগণ কর্তৃক হিসাবকৃত।

অভিক্ষেপ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ২০৩০ সালের শেষের দিকে স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার জনসংখ্যা হবে ২৯.৭১ লক্ষ। এর মধ্যে আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকায় বসবাস করবে ২৮.৭৪ লক্ষ মানুষ এবং আরবান এরিয়া প্ল্যান বহির্ভূত এলাকার জনসংখ্যা হবে ০.৯৭ লক্ষ। এর অর্থ স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার ৯৬% জনসংখ্যা প্রস্তাবিত শহর এলাকায় বসবাস করবে এবং মাত্র ৪% মানুষ নগর প্রান্ত এলাকায় বসবাস করবে। ২০২০ সালের মধ্যে শহর এলাকার গ্রেস জনঘনত্ব হবে একর প্রতি ১৩০ জন এবং প্রান্ত এলাকায় একর প্রতি মাত্র ৬ জন।

৫.৩ আরবান এরিয়া প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্লানের মধ্যে সম্পর্ক

আরবান প্লান থাকলে স্ট্রাকচার প্লানের পরবর্তী স্তর হচ্ছে আরবান এরিয়া প্লান। স্ট্রাকচার প্লান এলাকার মধ্যে যে সকল স্থান পরবর্তীতে নগর এলাকায় অবস্থিত এবং যে সকল স্থান শীঘ্রই নগরায়িত হওয়ার সম্ভাবনা আছে অথবা নগরায়নের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, সেসব স্থান নিয়ে আরবান এরিয়া প্লান প্রণয়ন করা হয়েছে। ভবিষ্যত নগরায়নকে সুবিন্যস্তভাবে পরিচালিত করা এবং নগর এলাকায় পরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণের উদ্দেশ্যে আরবান এরিয়া প্লান প্রণয়ন করা হয়েছে। স্ট্রাকচার প্লানের নীতিমালা অনুসরণ করেই আরবান এরিয়া প্লান তৈরী করা হয়েছে।

আরবান এরিয়া প্লান এলাকাকে ১২ টি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং জোনে (SPZ) ভাগ করা হয়েছে যা ম্যাপ- ৫.১ এ দেখানো হয়েছে।

স্ট্রাকচার প্লানের ১২ টি জোনের মধ্যে ৬ টি জোন প্রস্তাবিত আরবান এরিয়া প্লান এলাকায় এবং অবশিষ্ট ৬ টি জোন আরবান এরিয়া প্লান এলাকা বহির্ভূত।

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্র্যান
প্রথম খণ্ড-স্ট্রাকচার প্র্যান ও আবাসন এরিয়া প্র্যান

স্ট্রাকচার প্র্যান এলাকাকে নিম্নবর্ণিত কারণে স্ট্র্যাটেজিক প্র্যানিং জোনে (SPZ) বিভক্ত করা হয়েছে :

- ১। ডিটেইল্ড এরিয়া প্র্যান তৈরীর জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকা প্রয়োজন।
- ২। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নের সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট বৈশিষ্টপূর্ণ এলাকাগুলোকে SPZ এ ভাগ করে একক জোনে আওতায় আনা।
- ৩। SPZ তৈরী করতে গিয়ে প্রসাশনিক সীমানাগুলিকে (ওয়ার্ড, মৌজা) যথাসম্ভব অটুট রাখা।

প্রতিটি SPZ নিয়ে এক একটি ডিটেইল্ড এরিয়া প্র্যান তৈরী করা হয়েছে। ডিটেইল্ড এরিয়া প্র্যান একটি সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ভাবে নিয়ে তৈরী করা যেতে পারে। সারণি-৫.৪ এ SPZ সমূহের এলাকা এবং বিভিন্ন বৎসরে জনসংখ্যা দেখানো হয়েছে।

সারণি-৫.৪: স্ট্র্যাটেজিক প্র্যানিং জোনসমূহ (SPZ)

ক্রমিক নং	এসপিজেড (SPZ)	স্থানীয় সীমানা	পরিমাপ (একর)	জনসংখ্যা		
				২০১০	২০২০	২০৩০
সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার বাইরের SPZ						
১	এসপিজেড-০১	কুমারগাঁও (আংশিক) এবং কসবা আখালিয়া	১৬৯৩	১৩৬৪৭	২০০২০	৪৬৯১০
২	এসপিজেড-০২	মঙ্গলীছড়া, মালনীছড়া, হামিদপুর, ব্রাহ্মণছড়া, তরাপুর এবং সাকাতুরা চা বাগান এলাকা	৩৯৭৬	৬৯২৪	১০১৫৮	২৫৮০০
৩	এসপিজেড-০৩	বাঘশালা	১৩২২	৭০৫৮	১০৩৫৪	২৪২৩০
৪	এসপিজেড-০৪	সাদিপুর (১ম অংশ) এবং দেবপুর (আংশিক)	২৩০৪	১৬২৪৬	২৩৮৩৩	৫৫৮০০
৫	এসপিজেড-০৫	সুলতানপুর চক, খিদিরপুর, বহর, পেশ নেওয়াজ এবং হাজিরাই	৪১৬৫	১৯৪৮৪	২৮৫৮৩	৬৬৯০০
৬	এসপিজেড-০৬	কুচাই, পালপুর পূর্ব এবং পশ্চিম বাগ	৮২৮	৭৭১৬	১১৩১৯	২৬৫০০
সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার ভিতরের SPZ						
৭	এসপিজেড-০৭	ওয়ার্ড নং ২৫, ২৬ ও ২৭	১৬৮৫	২২৫৭৮	৪৬৬৬০	২৩৪১০০
৮	এসপিজেড-০৮	ওয়ার্ড নং ৮, ৯ ও ১০	১১৪৫	৩৭১৬২	৭৬৮০০	৩৮৫৮০০
৯	এসপিজেড-০৯	ওয়ার্ড নং ০২, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬	৯৪২	৭১০৮৬	১৪৬৯০৯	৭৩৭০০০
১০	এসপিজেড-১০	ওয়ার্ড নং ৫, ১৭, ১৮, ১৯, এবং ২০	৯৭৭	৫৫২৩১	১১৪১৪২	৫৭২৩০০
১১	এসপিজেড-১১	ওয়ার্ড নং ২১, ২২ ও ২৩ এবং ২৪	১০৯৮	২৯০৮২	৬০১০২	৩০১০০০
১২	এসপিজেড-১২	ওয়ার্ড নং ২৫, ২৬ ও ২৭	৯০৩	৪৭৭৬০	৯৮৭০২	৪৯৫০০০
মোট			২১০৩৯	৩৩৩৯৭৪	৬৪৭৫৮৩	২৯৭১০০০

সূত্র: বাংলাদেশ আদমশুমারী ১৯৯১ ও ২০০১ এর উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা হিসাব করা হয়েছে।

৫.৪ ভৌত উন্নয়নের কৌশল

৫.৪.১ বিদ্যমান ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করণ

ক্রমাপত্ত নগরায়নের চাপে দেশের মূল্যবান কৃষি ভূমি ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তার বিষয় নিশ্চিত করার জন্য তাই আমাদের এখনই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কৃষি ভূমি সংরক্ষণ করতে হবে এবং বিদ্যমান নগর ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে। সিলেট এরিয়া প্র্যান তৈরীর সময় তাই শহরের বিদ্যমান ভূমি ব্যবহারের উপর জোর দেয়া হবে। এ বিষয়ে নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা হবে।

ক. নগর এলাকায় ঘনত্ব বৃদ্ধি

শহরের যে সমস্ত এলাকায় এখনো ঘনত্ব কম সে সমস্ত এলাকায় ঘনত্ব বৃদ্ধি করে অধিকসংখ্যক মানুষকে আবাসন প্রদান। এজন্য সমস্ত এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান
প্রথম খণ্ড-স্ট্রাকচার প্ল্যান ও আবাসন এরিয়া প্ল্যান

৭. নগর প্রান্ত এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা

ভূমির মূল্য কম থাকায় মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তরা নগরপ্রান্ত এলাকায় আবাসন নির্মাণের উদ্দেশ্যে ভূমি ক্রয় করে থাকে। কিন্তু পর্যাপ্ত অবকাঠামো না থাকায় তারা আবাসন নির্মাণ করতে পারে না। অবকাঠামো নির্মাণ করলে ঐ সমস্ত এলাকায় নগরায়ণ ত্বরান্বিত হবে এবং এতে মূল শহর এলাকায় ভূমির উপর চাপ কমবে। অবকাঠামোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো রাস্তা। মানসম্মত এবং পর্যাপ্ত প্রশস্ত রাস্তা তৈরী করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে যান্ত্রিক যানবাহন সহজে চলাচল করতে পারে। এছাড়া পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও ড্রেনেজের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৪.৪.২ নতুন এলাকাকে পরিকল্পিত উন্নয়নের আওতায় আনা

ভবিষ্যৎ শহরকে পরিবেশ সম্মত ও বসবাস উপযোগী রাখার জন্য নতুন এলাকায় পরিকল্পিত উন্নয়নের উপর জোর দিতে হবে। এ জন্য ভবিষ্যৎ শহর এলাকার সমগ্র জমি হুকুম মখলের প্রয়োজন নেই। তবে উন্নয়ন হতে হবে সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত। পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে অবকাঠামো এবং এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। এ জন্য প্রচলিত এবং অপ্রচলিত বিভিন্ন ধরনের এলাকা উন্নয়ন কৌশল ব্যবহার করা হবে। পরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষ্য হবে:

- শহর উন্নয়ন প্রকল্প থেকে সমগ্র উন্নয়ন ব্যয় পুনরুদ্ধার করা।
- সরকারী নগর উন্নয়ন সংস্থাসমূহকে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/উদ্যোগ এবং স্থানীয় কমিউনিটির সঙ্গে যৌথভাবে শহর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।
- সকল আয়ের মানুষের ভূমি প্রাপ্তি এবং ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করতে হবে।
- উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে।

উপরে উল্লেখিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকল স্থানীয় সরকার এবং উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পরিবর্তন করতে হবে। এতদিন এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান সরাসরি জনগণকে সুযোগ সুবিধা প্রদান করতো এখন থেকে তাদের সহায়কের ভূমিকা পালন করতে হবে। অন্যদিকে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটি সংস্থাসমূহ সেবা প্রদানকারীর ভূমিকা পালন করবে। সরকারী উদ্যোগে উন্নয়ন করতে প্রচুর সময় ফেপন হয় এবং অব্যবহার কারণে প্রচুর অপচয় হয়। এ ছাড়া এতে বিশেষ শ্রেণীর মানুষ বেশি সুবিধা ভোগ করে। সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগের ফলে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে উন্নয়ন সুবিধা সুযমভাবে পৌঁছানো সম্ভব হবে। পরিকল্পিত এবং সুযম নগরোন্নয়নের জন্য দুই ধরনের পদ্ধতি ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

৭. অবকাঠামো ভিত্তিক নগরোন্নয়ন উদ্যোগ

অবকাঠামো ভিত্তিক উন্নয়নের লক্ষ্য হচ্ছে মৌলিক অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা প্রদান করে বিশেষ বিশেষ এলাকায় নগরায়ণ ত্বরান্বিত করা। অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধার মধ্যে আছে, রাস্তা, পানি, বিদ্যুৎ, ড্রেনেজ ইত্যাদি। সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থা এ তালিকা প্রদান করবে এবং এই সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে বেসরকারী উদ্যোগে নির্মাণ ও স্থাপনা তৈরী হবে। তবে নতুনভাবে সরকারী-বেসরকারী বা সরকারী-কমিউনিটি উদ্যোগে অবকাঠামো নির্মাণের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এতে সরকারী ব্যয় হ্রাস পাবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন সহজতর হবে। ভূমি হুকুম মখল বিড়ঘনা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে এবং ভূমির মালিকানা অক্ষুণ্ণ থাকবে। এজন্য উপযুক্ত পদ্ধতি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। এ ছাড়া কমিউনিটি ভিত্তিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। ল্যান্ড রিভিভেল্যাটমেন্ট বা গাইডেড ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট জাতীয় প্রকল্প গ্রহণ করে পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। এ ধরনের প্রকল্প অংশগ্রহণ ভিত্তিক হওয়ায় দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব এবং ব্যয় পুনরুদ্ধারযোগ্য বলে নগরোন্নয়নে সরকারী ব্যয় যথেষ্ট হ্রাস পাবে।

৮. সরকারী উদ্যোগে প্রচলিত নগরোন্নয়ন অব্যাহত রাখা

সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি প্রচলিত ভূমি হুকুম মখল ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমও চালু রাখতে হবে। শিল্প ও বাণিজ্যিক এলাকা উন্নয়ন, খেলার মাঠ, পার্ক ইত্যাদির উন্নয়ন, নিম্ন আয়ের বা দরিদ্র মানুষের আবাসন নির্মাণের জন্য এই উদ্যোগ চালু রাখতে হবে।

৫.৪.৩ এলাকা সংরক্ষণ ও সুরক্ষা

সিলেট শহর ও এর আশে পাশে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রাকৃতিক ও প্রাচীন স্থাপনা রয়েছে যেগুলো পরিবেশপত এবং ঐতিহ্যগত সুরক্ষণ ও সুরক্ষিত করা প্রয়োজন।

ক. উত্তরের পাহাড় শ্রেণী

শহরের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত সবুজ পাহাড় সিলেটের জন্য এক বিরল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য। এছাড়া এখানে চা বাগান রয়েছে যা এতদঞ্চলের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। এই দুই মিলিয়ে সিলেট শহরকে বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। এছাড়া এই এলাকা ইকোলজিক্যাল ভরসাম্য রক্ষায়ও এই পাহাড় শ্রেণী বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। তাই যে কোন মূল্যে এই প্রাকৃতিক মহিমা রক্ষা রাখতে হবে। পর্যটকদের জন্য এই এলাকা একটি বিশেষ আকর্ষণ।

খ. প্রধান প্রধান পুকুর ও লেক

ভূমির চাহিদা বেড়ে যাওয়ার শহরের পুকুরগুলো দ্রুত ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার জন্য এ সমস্ত জলাশয় নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ এবং জরুরী অবস্থায় এগুলো স্থানীয় পানির প্রয়োজন মেটাতে কাজে লাগে। অগ্নি নির্বাপনের সময় পুকুরের পানি কাজে লাগানো যেতে পারে। দৈনন্দিন কাজেও এই পানি ব্যবহার করা যায়। এতে সিটি কর্পোরেশনের সরবরাহকৃত পানির উচ্চ চাপ হ্রাস পাবে। এছাড়া চিকিৎসাবিনোদনের জন্য উন্মুক্তাঙ্গল হিসাবেও এগুলো কাজে লাগানো যেতে পারে।

গ. প্রাচীন ঐতিহ্য

সিলেট যে সকল প্রাচীন ও ধর্মীয় ঐতিহ্যগত স্থাপনার জন্য বিখ্যাত সেগুলো সংরক্ষণ করা একটি জাতীয় দায়িত্ব। নিম্নে স্থাপনাসম্পদ উল্লেখ করা হলো:

- হযরত শাহজালাল (রহ:), হযরত শাহ পরাগ (রহ:) ও অন্যান্য আউলিয়াদের মাজার।
- সুরমা নদীর শেখ ঘাট যেখানে হযরত শাহজালাল (রহ:) প্রথম অবতরণ করেছিলেন।
- সুরমা নদীর দক্ষিণে তের রতন এলাকায় হযরত নূরহাউদ্দিন (রহ:) এর মাজার।
- সিলেটের তিন কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে দুর্গ সাদুশ শাহী ইদগাহ।
- মুসলিম সাহিত্য সংসদের অফিস।
- ধোপা দীঘির পাড়ে এম এ জি ওসমানীর বাড়ী এবং যাদুঘর।
- রাজা গৌরগবিন্দের প্রাসাদ।
- মনিপুরের রাজার রাজপ্রাসাদ।
- মুরারীচাঁদ কলেজ ভবন।
- সুরমা নদীর উপর কীন ব্রিজসহ আমজাদ ঘড়ির টাওয়ার ও সংলগ্ন এলাকা।
- শেখ ঘাটে অবস্থিত খান বাহাদুর আবু নাসের মো:ইয়াহিয়ার বাড়ী।
- ওসমানী বিমানবন্দর সংলগ্ন মালনীছড়া, তারাপুর, রায়চন্দ্রশাসন ও মঙ্গলীছড়া চা বাগান।

ঘ. সুরমা নদী

সুরমা নদী সিলেট শহরের জন্য একটি অমূল্য সম্পদ যা এই শহরের উন্নয়নে বহুমুখী ভূমিকা পালন করে চলেছে। এটি যোগাযোগ, পানি সরবরাহের উৎস এবং বাস্তব শহরবাসীর চিকিৎসাবিনোদনের স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া এই নদীটি শহরকে সংলগ্ন এলাকার পানি নিষ্কাশনেরও অন্যতম স্থান। তাই সিলেট শহরবাসীর বহুবিধ উপকারের জন্য এই নদীকে সংরক্ষণ করতে হবে এবং দূষণমুক্ত রাখতে হবে। এ জন্য এ নদীর পাড়ে শিল্প স্থাপন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে।

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্র্যান
প্রথম খণ্ড-স্ট্রাকচার প্র্যান ও আবাস এরিয়া প্র্যান

৫.৫ স্ট্রাকচার প্র্যানের নীতি ও সুপারিশমালা

আলোচ্য অংশে বিধৃত স্ট্রাকচার প্র্যানের নীতি ও সুপারিশমালা আগামী ২০ বৎসর, অর্থাৎ ২০৩০ সাল পর্যন্ত প্রয়োগযোগ্য থাকবে। নীতিমালাগুলো মূলত শহরত্বিতিক প্রধান প্রধান সমস্যা ও ইস্যুকে কেন্দ্র করে প্রণয়ন করা হয়েছে। এগুলোর সঙ্গে ভবিষ্যৎ নগরোন্নয়নের সম্পর্ক রয়েছে। নীতিমালায় যে সমস্ত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা হলো যাতায়াত, ড্রেনেজ, বর্জ্য নিষ্কাশন, শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নয়ন, গৃহায়ন, বিনোদনমূলক উন্মুক্ত এলাকা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নগর সার্বিক।

৫.৫.১ নগরোন্নয়ন নীতিমালা

আলোচ্য নীতিমালার লক্ষ্য হচ্ছে বিদ্যমান নগর সমস্যাগুলোর সমাধান এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সমস্যার মোকাবেলার জন্য এখনই ব্যবস্থা নেয়া। বিদ্যমান প্রধান প্রধান সমস্যা/ইস্যুর মধ্যে রয়েছে নিচু অথচ মূল্যবান জমি সংরক্ষণ, অবকাঠামো নির্মাণে তহবিলের অভাব, সঠিক স্থানে উন্নয়ন না হওয়া এবং উন্নয়নে যথার্থ দিক নির্দেশনার অভাব ইত্যাদি। ভবিষ্যৎ নগরোন্নয়ন এবং নগর সমস্যা মোকাবেলায় নিম্নবর্ণিত নীতি সুপারিশ করা হয়েছে:

নীতি- ইউএ/১: নগর ভূমির সুবিন্যস্ত ব্যবহার

যৌক্তিকতা: বর্তমানে শহর এলাকার ভূমি বিপুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ব্যবস্থা স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্মত নয়। এ অবস্থা চলতে থাকলে শহর ক্রমশ বসবাস অনুপোযোগী হয়ে পড়বে। সুষ্ঠু ও বসবাস উপযোগী শহর তৈরীর জন্য শহরের কর্মকাণ্ড সুবিন্যস্ত করতে হবে। এ জন্য ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা কার্যকর করে ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: ইউ বেসল বিল্ডিং কন্ট্রোলশন অ্যাক্ট ১৯৫২ এর আওতায় মাস্টার প্র্যান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে।

নীতি-ইউএ/২: বিদ্যমান অপরিষ্কৃত এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ।

অপরিষ্কৃতভাবে গড়ে ওঠা বিদ্যমান শহর এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ করে জনঘনত্ব বৃদ্ধি করতে হবে।

যৌক্তিকতা: অবকাঠামো নির্মাণের ফলে নগরায়ণ বৃদ্ধি পাবে এবং বিদ্যমান ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পিভিবি, এলজিইডি, ডিপিএইচই।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি:

অবকাঠামো সংকট আছে এ ধরনের এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবকাঠামো প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং এ জন্য বাজেট বরাদ্দ নিতে হবে। নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে স্থানীয় কমিউনিটিকে উন্নয়ন অধীশনার হিসাবে নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে এবং উন্নয়ন ব্যয় ভাগাভাগি করে নেয়া যেতে পারে।

নীতি- ইউএ/৩: অংশগ্রহণমূলক নগর উন্নয়ন প্রকল্পের প্রসার

নগর উন্নয়ন সংস্থাগুলির অংশগ্রহণমূলক এবং যৌথ বা পার্টনারশীপ নগর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে উদ্যোগী হওয়া উচিত। এ জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে। এ কাজে স্থানীয় কমিউনিটি ছাড়াও এনজিও এবং সিবিও সমূহকে যুক্ত করতে হবে। এ ভাবে সরকারী দায়িত্ব যৌথ ন্যায়িত্বে পরিণত করতে হবে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থাসমূহকে প্রথমে পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

যৌক্তিকতা: স্থানীয় কমিউনিটি, এনজিও এবং সিবিও সমূহকে যুক্ত করে নগর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করলে দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। এতে ব্যয় পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে, যে অর্থ পরবর্তীতে অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে লাগানো যাবে।

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান
প্রথম খণ্ড-স্ট্রাকচার প্ল্যান ও আবাসন এরিয়া প্ল্যান

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পিডিবি, এলজিইডি, ডিপিএইচই, এনজিও, সিবিও এনএইচএ।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি:

অংশগ্রহণমূলক নগর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য এতদসংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

নীতি- ইউএ/৪: নগর উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট কৌশল অবলম্বন

নগর উন্নয়নে সরকারী নগর উন্নয়ন সংস্থাগুলিকে সহায়কের ভূমিকা পালন করে শুধু অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে এবং বেসরকারী উদ্যোগে সব ধরনের নির্মাণের সুযোগ তৈরী করে দিতে হবে।

যৌক্তিকতা: এতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং বাণিজ্যিকভাবে বেসরকারী উদ্যোক্তরা রিয়েল এস্টেট খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত হয়ে দেশে বিনিয়োগ বাড়বে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, আবাসন সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে এবং সিলেটে নগরায়ন ত্বরান্বিত হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পিডিবি, এলজিইডি, ডিপিএইচই, এনজিও, সিবিও।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি:

সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

নীতি- ইউএ/৫: নগর প্রান্ত এলাকা উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ

অবকাঠামো নির্মাণ করে নগর প্রান্ত এলাকা উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

যৌক্তিকতা: নগর প্রান্ত এলাকায় নতুনভাবে নগরায়ন হয়। সুতরাং এখানে পরিকল্পিতভাবে অবকাঠামো নির্মাণ করে একনিষ্ঠ পরিকল্পিত উন্নয়নের সুযোগ থাকে অন্যদিকে নগরায়ন দ্রুততর করা যায়। জমির মূল্য কম থাকায় অবকাঠামো নির্মাণ কম ব্যয়সাধ্য হয়। শহরের মূল এলাকার উপর জনসংখ্যার চাপ কমে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পিডিবি, এলজিইডি, ডিপিএইচই, এনজিও।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি:

সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক নগর প্রান্ত এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ। কমিউনিটি অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ করলে বাস্তবায়ন দ্রুততর হবে এবং নির্মাণ ব্যয় কম হবে। এ জন্য নগরপ্রান্ত এলাকায় জমির মালিকদের মধ্যে জনমত তৈরী করতে হবে। জনমত তৈরীর জন্য এনজিওদের সংশ্লিষ্ট করা যায়। কিছু পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রকৃত সমস্যাগুলি উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন। সরকারী উদ্যোগে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। এ জন্য অবকাঠামো প্রদানকারী সংস্থাগুলোর উদ্যোগ প্রয়োজন।

নীতি- ইউএ/৬: নগর উন্নয়নের জন্য অসাময়িক ভিত্তিতে খাস জমির ব্যবহার

যৌক্তিকতা: খাস জমি জনগণের সম্পত্তি, সুতরাং তা জনগণের কল্যাণে ব্যবহার করা উচিত হবে। নগরোন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ক্ষতিগ্রস্তদের পূণর্বাসনে খাস জমি ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ছাড়া বিভিন্ন সামাজিক সুযোগ সুবিধা বা চিকিৎসানোদনের স্থান হিসেবে ব্যবহার খাস জমি ব্যবহার করা উচিত।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ভূমি মন্ত্রণালয়, ডিসি অফিস

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্র্যান
প্রথম খণ্ড-স্থানিকতার প্র্যান ও আবহান এরিয়া প্র্যান

আবহান পদ্ধতি:

সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার সকল খাস জমির তথ্য সংগ্রহ করা উচিত এবং সকল খাস জমি নিজের দখলে নেয়া উচিত এবং সেগুলি জনকল্যাণে ব্যবহার করা উচিত। ভূমি মন্ত্রণালয়ের উচিত এ বিষয়ে সব ধরনের সহায়তা প্রদান করা।

২.২.২ পরিবহন ও যোগাযোগ নীতিমালা

নীতি-টিসি/১: বিদ্যমান সংকীর্ণ সড়ক প্রশস্তকরণ

বৈধিকতা: এতে কোন সন্দেহ নাই যে অনুর ভবিষ্যতে শহরে যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। শহরের সংকীর্ণ সড়কগুলো তখন জনসাধারণের হিসাবে দেখা দেবে। যানজট মানুষের জীবনযাত্রাকে স্থবির করে দেবে। এ জন্য এখনই পদক্ষেপ নিয়ে সড়ক রাস্তা প্রশস্ত করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

আবহানকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, এলজিইডি।

আবহান পদ্ধতি:

শহরের বিদ্যমান সড়ক রাস্তার তালিকা তৈরী করতে হবে। সংলগ্ন জমির মালিকদের সঙ্গে সমঝোতা করে রাস্তা চওড়া করার ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে প্রয়োজন ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

নীতি-টিসি/২: ২০ ফুট বা ৬.১০ মিটারের নিচে কোন নতুন রাস্তা নির্মাণ করা যাবে না। সিটি কর্পোরেশন ২০ ফুটের নিচে কোন রাস্তা নির্মাণ করবে না।

বৈধিকতা: সংকীর্ণ রাস্তা যানজটের কারণ। নতুন এলাকায় চওড়া রাস্তা তৈরীর সুযোগ থাকায় সে সুযোগ গ্রহণ করে রাস্তা চওড়া করতে হবে।

আবহানকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, এলজিইডি।

আবহান পদ্ধতি: নীতি বাস্তবায়নে জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করা যেতে পারে, জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সিটি কর্পোরেশন কমিটি গঠন করতে পারে। শহরপ্রান্ত এলাকায় নতুন রাস্তা তৈরীর সময় এই নীতি অনুসরণ করতে হবে।

নীতি-টিসি/৩: সড়ক সংযোগস্থল উন্নয়ন

বৈধিকতা: মেট্রোপলিটান শহর হিসাবে সিলেট দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে এটি প্রায় ৩০ লক্ষ জনসংখ্যার শহর হবে এবং যানবাহনের সংখ্যা প্রভূত বৃদ্ধি পাবে। সড়ক সংযোগস্থল উন্নত হলে যাবাহন চলাচল সহজতর হবে এবং যানজট হ্রাস পাবে।

আবহানকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

আবহান পদ্ধতি: আলোচ্য পরিকল্পনায় কিছু সড়ক সংযোগস্থলের নক্সা দেয়া হয়েছে যা সিটি কর্পোরেশন বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করতে পারে। পরবর্তীতে নতুন রাস্তার ডিজাইন করার সময় সংযোগস্থলগুলোর ডিজাইন করতে হবে।

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান
প্রথম খণ্ড-স্ট্রাকচার প্ল্যান ও আরবান এরিয়া প্ল্যান

নীতি-টিসি/৪: পথচারীদের নিরাপদে রাস্তায় চলাচলের জন্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি

যৌক্তিকতা: শহরে প্রতিদিন ৩২% যাতায়াত হয় পদযাত্রা। এ জন্য শহরে ফুটপাথ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। ফুটপাথগুলোকে সম্পূর্ণ করতে হবে। প্রধান প্রধান সংযোগস্থলের আশে পাশের ফুটপাথগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ড্রেনগুলোকে কভার করে চলাচলের স্থান সম্প্রসারিত করতে হবে।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : অন্ততপক্ষে ৬ ফুট প্রশস্ত ফুটপাথ নির্মাণ করা উচিত। এ জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

নীতি-টিসি/৫: যে সমস্ত প্রধান রাস্তা বিদ্যমান ও সম্ভাব্য বাণিজ্যিক এলাকার ভেতর দিয়ে অতিক্রম করবে সে গুলিতে সার্ভিস লেন থাকা বাঞ্ছনীয়

যৌক্তিকতা: সার্ভিস লেন থাকায় প্রধান সড়কে স্থানীয় যানবাহন এবং অ্যাক্সিক বাহন প্রবেশ করবে না। এতে প্রধান সড়কে চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে না।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সওজ।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : প্রাতিষ্ঠানিক নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

নীতি-টিসি/৬: যে সমস্ত অপরিবাহিত এলাকার রাস্তার সংযোগ বিচ্ছিন্ন আছে সেখানে সংযোগ সড়ক তৈরী করতে হবে

যৌক্তিকতা: প্রচলিত পদ্ধতিতে কমিউনিটি উদ্যোগে রাস্তা নির্মিত হয় অপরিবাহিত ও বিচ্ছিন্নভাবে। ফলে রাস্তা শুধু সংকীর্ণই হয়। বিভিন্ন রাস্তার মধ্যে সংযোগও স্থাপিত হয় না। ফলে অনেক সময় কাছ কাছি স্থানে যেতে অনেক ঘুরতে হয়। ভবিষ্যতে যানবাহন বৃদ্ধি পেলে এ সমস্ত রাস্তায় যানজট বাড়বে। এ জন্য প্রয়োজনীয় স্থানে দুটি রাস্তার মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে যাতায়াত সহজ করা উচিত।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: সিটি কর্পোরেশন এলাকার মিসিং লিংকগুলিকে নির্দিষ্ট করতে হবে এবং লিংক রাস্তার ডিজাইন করে প্রকল্প তৈরি করতে হবে।

নীতি-টিসি/৭: ট্রাফিক আইন কঠোরভাবে প্রয়োগে যত্নবান হওয়া

যৌক্তিকতা: ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন সড়ক দুর্ঘটনা এবং যানজটের প্রধান কারণ। এ জন্য ট্রাফিক আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ট্রাফিক পুলিশ বিভাগ, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : কঠোর ও নিরপেক্ষভাবে ট্রাফিক আইন প্রয়োগ।

নীতি-টিসি/৮: রাস্তা নির্মাণে পর্যায়ক্রমিক উন্নয়ন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

যৌক্তিকতা: রাস্তা নির্মাণের বিপুল ব্যয় নির্বাহের জন্য অনেকসময় বাজেট বরাদ্দ পাওয়া যায় না। এ জন্য পর্যায়ক্রমে রাস্তা নির্মাণ করতে হবে। অন্যথায় পরবর্তীতে জনঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে রাস্তার জন্য জমি পাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে এতে সমন্বিতভাবে একটি রোড নেটওয়ার্ক তৈরী করা সম্ভব হবে এবং সহজে যাতায়াতের বিকল্প রাস্তা পাওয়া যাবে।

সিলেট বিজ্ঞানীয় শহরের মাল্টার গ্রান
প্রথম খণ্ড-স্ট্রাকচার গ্রান ও আবাসন এরিয়া গ্রান

অন্যায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সওজ, এলজিইডি।

অন্যায়ন পদ্ধতি: প্রথমে রাস্তার জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তীতে একাধিক উল্লয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ রাস্তা নির্মাণ করতে হবে। আঁকা বাকা রাস্তাগুলোকেও সরল করতে হবে। এ জন্য বিভিন্ন সংস্থার যৌথভাবে সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

কি-টিসি/৯: নগরীতে অধিক সংখ্যক পাবলিক ট্রান্সপোর্ট (বাস) চালুর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সম্প্রতিকতা: পর্যাপ্ত সংখ্যক পাবলিক বাস সার্ভিসের প্রবর্তন যাতায়াত ব্যবস্থাকে সহজ ও সাশ্রয়ী করবে এবং দু-স্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট মোটরসাইকেল চালান কঠোর করে ফলে বায়ু দূষণ কমে আসবে।

অন্যায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, বেসনকারী বাস মালিক সমিতি।

অন্যায়ন পদ্ধতি: জরিপ করে বাস রুট নির্ধারণ করতে হবে এবং সড়কব্যত্যা যাচাই করতে হবে। বেসনকারী বাস মালিক সমিতির সাথে আলোচনা করতে হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাস বে ও বাস টার্মিনাল নির্মাণ করতে হবে।

৪.২.৩ স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শহর সম্প্রসারণের কারণে স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠবে। সুতরাং এখন থেকেই উল্লয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা উল্লয়নের জন্য নিম্নবর্ণিত নীতিমালা সুপারিশ করা হলো।

কি-এসডি/১: ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট সহ ভূগর্ভস্থ স্যুয়েরেজ নেটওয়ার্ক তৈরী করতে হবে।

সম্প্রতিকতা: বর্তমানে বৃষ্টি বা নিম্ন আয়ের এলাকা সমূহে মনুষ্য বর্জ ড্রেনে ফেলা হয় যা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ। সেন্টিক ড্রেনেজ নির্মাণের পর: ব্যবস্থা টেকসই সমাধান নয়। ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট সহ ভূগর্ভস্থ স্যুয়েরেজ ব্যবস্থা হচ্ছে উন্নত স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা।

অন্যায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

অন্যায়ন পদ্ধতি: সরকারী প্রকল্প সহায়তায় অথবা বৈদেশিক সহায়তায় ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট সহ ভূগর্ভস্থ স্যুয়েরেজ নেটওয়ার্ক তৈরী করতে কাজে কাজেই বরাদ্দ দিতে হবে।

কি-এসডি/২: সমগ্র এলাকার জন্য স্তর বিশিষ্ট ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক নির্মাণ করতে হবে।

সম্প্রতিকতা: ভবিষ্যৎ শহরকে জলাবদ্ধতা মুক্ত রাখার জন্য কার্যকর ড্রেনেজ ব্যবস্থা তৈরী করতে হবে। এ জন্য স্তর বিশিষ্ট ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক নির্মাণ করতে হবে। এতে খুব সহজে বৃষ্টি এবং বর্জ্য পানি অপসারিত হবে।

অন্যায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, এলজিইডি।

অন্যায়ন পদ্ধতি: স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঢাল অনুসরণ করে ড্রেন নির্মাণ করতে হবে। ছড়াগুলিকে গ্রাইমারী ড্রেন হিসাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

কি-এসডি/৩: ছড়া নির্ভর প্রাকৃতিক পানি প্রবাহের চ্যানেলগুলো সংরক্ষণ করতে হবে।

সম্প্রতিকতা: ছড়াগুলো শহর এবং আশে পাশের পানি সংগ্রহ করে সুরমা নদীতে ফেলে দেয়। এই ছড়াগুলো বেদখল বা বন্ধ হয়ে শহর জলাবদ্ধতা দেখা দেবে। সুতরাং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এগুলো সংরক্ষণ করতে হবে।

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান
প্রথম খণ্ড-স্ট্রাকচার প্ল্যান ও আবাসন এরিয়া প্ল্যান

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ডিসি অফিস, পরিবেশ অধিদপ্তর

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: ছড়া বা খাল গুলোর অবৈধ দখলকারীদের কাছ থেকে উদ্ধার করে মূল জমি পুনরুদ্ধার করতে হবে। ভরাট মাওয়া ছড়ার অংশ পুনর্খনন করে এগুলোকে সার্বজনিক প্রবাহমান রাখতে হবে।

নীতি-এসডি/৪: সকল ড্রেন নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে এবং ছড়াগুলিকে পুনর্খনন করতে হবে।

যৌক্তিকতা: জন সচেতনতা না থাকায় প্রতিনিয়ত ড্রেনগুলিতে ময়লা ফেলা হয়। এগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না। এতে ড্রেন পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় ফলে বিভিন্ন স্থানে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। ড্রেনগুলো নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে। যে ছড়াগুলো বর্ষা ড্রেন হিসাবে কাজ করছে সেগুলোকে পূর্ণখনন করে আরো কার্যকর করতে হবে যাতে বর্ষায় পর্যাপ্ত পানি ধারণ করতে পারে এবং প্রবাহমান থাকে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, এনজিও, সিবিও।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: ড্রেন পরিষ্কার স্থানীয় কমিউনিটিকে যুক্ত করতে হবে। এতে ড্রেনে আবর্জনা না ফেলার বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরী হবে। পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করে ছড়াগুলোর খনন কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

নীতি-এসডি/৫: যত্রতত্র এবং ড্রেনে বর্জ্য ফেলার ব্যাপারে জনসচেতনতা তৈরী করতে হবে।

যৌক্তিকতা: আবর্জনায় ড্রেন ও খাল ভরাট হয়ে যাওয়া জলাবদ্ধতার অন্যতম প্রধান কারণ। এ জন্য জনসচেতনতা তৈরী করা হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, এনজিও, সিবিও

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলোচনার মাধ্যমে জনমত তৈরী করতে হবে এবং তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ সময় এনজিও ও সিবিও সমূহের সহায়তা নিতে হবে। সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে এবং এনজিও ও সিবিও এর সহায়তায় স্থানীয় জনগণের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে নিয়মিত ড্রেন পরিষ্কারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫.৫.৪ পানি সরবরাহ

নীতি-ড্রিউ এস/১: উন্মুক্ত জলাশয় ভিত্তিক টেকসই পানি সরবরাহ ব্যবস্থা তৈরী করতে হবে।

যৌক্তিকতা: ক্রমবর্ধমান নগরায়নের ফলে পানির উপর চাপ বাড়ছে। যেহেতু ভূগর্ভস্থ পানিই প্রধান উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাই ভূগর্ভস্থ পানির রিজার্ভের উপর চাপ পড়ছে। নিয়মিত এবং যথেষ্ট পরিমাণে রিচার্জ না হওয়ায় ভূগর্ভস্থ পানির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। সুতরাং ভূগর্ভস্থ পানির উপর ভিত্তি করে শহর এলাকায় কখনোই টেকসই পানি সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে না। অন্য উন্মুক্ত জলাশয় তথা, নদী ভিত্তিক পরিশোধনযোগ্য পানির উপর ভিত্তি করে টেকসই পানি সরবরাহ ব্যবস্থা তৈরী করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ডিপিএইচই।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : সুরমা নদীর উপযুক্ত স্থানে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরী করে নদীর পানি সরবরাহ করতে হবে।

নীতি-ড্রিউ এস/২: উন্মুক্ত এবং ভূগর্ভস্থ জলাশয় দূষণ রোধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

যৌক্তিকতা: পানি দূষণ জনস্বাস্থ্যের জন্য গুরুতর হুমকি স্বরূপ। এই দূষণ থেকে মহামারি পর্যন্ত হতে পারে। সুতরাং যে কোন উপায় পানিদূষণ প্রতিরোধ করতে হবে।

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্লান
প্রথম খণ্ড-স্ট্রাকচার প্লান ও আবহাওয়া এনালিসিস প্লান

স্বাস্থ্যকরকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ডিপিএইচই, সিবিও ডিওই।

স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি: এই নীতি বাস্তবায়িত হলে গৃহস্থালী মনুষ্য বর্জ্য ও বর্জ্য পানি এবং শিল্প বর্জ্য থেকে নদী দূষণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। এজন্য কঠোরভাবে নির্মাণ আইন প্রয়োগ করতে হবে ও জনসচেতনতা তৈরী করতে হবে যাতে যেখানে সেখানে বর্জ্য ফেলা না হয়। দূষণ প্রতিরোধ মনিটরিংএর জন্য স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

নীতি-ড্রিউ এস/৩: জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য শহরের প্রধান প্রধান উন্মুক্ত জলাশয় সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রতিক্রিয়া: শহর এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের সময় এই জলাশয়গুলো পানির প্রয়োজন মেটাতে। এছাড়া এ গুলো উষ্ণতা প্রতিরোধ এবং উন্মুক্ত এলাকা হিসাবেও কাজ করবে।

স্বাস্থ্যকরকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ফায়ার সার্ভিস, ডিপিএইচই, ডিওই।

স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি: সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অধীনে অবস্থিত বড় বড় পুকুর, লেক ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে।

৫.৫.৫ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

সমস্যাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে কঠিন বর্জ্য বাড়তে থাকে। এক সময় এটা শহরের একটি বড় ধরনের সমস্যায় পরিণত হয়। এজন্য প্রথম স্তরেই এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

নীতি-ড্রিউ এম ১: কমিউনিটি ডিওক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।

প্রতিক্রিয়া: যেহেতু আবাসিক এলাকায় কঠিন বর্জ্য মূলত গৃহস্থালী বর্জ্য, তাই কমিউনিটিকে এর ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা প্রয়োজন। এতে বর্জ্য সংগ্রহ এবং ব্যবস্থাপনা আরো সুষ্ঠু হবে।

স্বাস্থ্যকরকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, এনজিও, সিবিও।

স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি: এনজিও, সিবিওদের সংশ্লিষ্ট করে গৃহ থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে ট্রান্সফার স্টেশনে ফেলতে হবে। এ জন্য প্রতি গৃহ স্তরে সার্ভিস চার্জ সংগ্রহ করতে হবে যাতে সার্বিক ব্যয় নির্বাহ করা যায়।

নীতি-ড্রিউ এম/ ২: স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখতে বর্জ্য ফেলার জন্য পর্যাপ্ত ডাম্পিং সাইট তৈরী করতে হবে।

প্রতিক্রিয়া: বর্জ্য ফেলার জন্য পরিবেশ দূষণ করবেনা এমন দূরত্বে এক বা একাধিক ডাম্পিং সাইট থাকা প্রয়োজন। এখানে বর্জ্যকে সম্পদ রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনা করা যেতে পারে।

স্বাস্থ্যকরকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি: পরিবেশ সন্মত পদ্ধতি অবলম্বন করে ডাম্পিং সাইটে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করতে হবে। বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে: ১. নিয়ন্ত্রিত ডাম্পিং পদ্ধতি, ২। স্যানিটারী ল্যান্ড ফিল, ৩। ইনসিনারেটর, ৪। কম্পোস্টিং এবং ৫। সম্পদ পুনরুদ্ধার।

নীতি-ড্রিউ এম/ ৩: বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরের জন্য নতুন ধারণা উদ্ভাবন করতে হবে।

প্রতিক্রিয়া: বর্জ্যকে উৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহার করলে দরিদ্র মানুষ যারা বর্জ্য থেকে দ্রব্য সংগ্রহ করে জীবনধারণ করে থাকে তাদের আয় বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া বর্জ্য পুনঃ ব্যবহার এবং রিসাইক্লিং এর সুযোগ তৈরী হবে। এতে নতুন সম্পদ তৈরী হবে, বর্জ্য হ্রাস পাবে এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান
প্রথম খণ্ড-স্ট্রাকচার প্ল্যান ও আবাসন এরিয়া প্ল্যান

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: সরকারী পর্যায়ে বজাি পুণ:ব্যবহার এবং রিসাইক্লিং বিষয়ে পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। পাইলট প্রকল্প সালে তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে।

৫.৫.৬ শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নয়ন।

তবেয়াং সিলেট শহরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নয়নের জন্য নিম্নবর্ণিত নীতি প্রস্তাব করা হলো।

নীতি-আইসিডি/১: শিল্প-বাণিজ্য সহ সকল অর্থনৈতিক তৎপরতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

যৌক্তিকতা: অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যে কোন শহরের প্রাণশক্তি। সিলেটের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ডিওই, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে এবং সুযোগসুবিধা ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সকল অপরাধমূলক আক্রমণ থেকে শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যকে রক্ষা করতে হবে।

নীতি-আইসিডি/২: আর্থনৈতিক বিকাশের জন্য বিদ্যুৎকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

যৌক্তিকতা: শিল্প বা বাণিজ্য বিকাশের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পূর্বশর্ত।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পিডিবি, আরইবি

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি, কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, সৌর বিদ্যুৎ প্রসার।

নীতি-আইসিডি/৩: প্রতিবন্ধকতা বিহীন পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে। ব্যবসায়ীদের উপর সব ধরনের চাঁদাবাজি বন্ধ করা হবে।

যৌক্তিকতা: ব্যবসা বাস্তু পরিবেশ তৈরী না করতে পারলে ব্যবসায়-বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে না। এতে শহরের সমৃদ্ধি বাহত হবে। বিনিয়োগ হ্রাস পাবে, ফলশ্রুতিতে কর্মসংস্থান কমে যাবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পুলিশ বিভাগ।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: শহরের অপরাধ পরিস্থিতি নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে এবং চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী কঠোর কার্র্য নিতে হবে। শিল্প মালিক ও ব্যবসায়ীদের পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

নীতি-আইসিডি/ ৪: পরিবেশ দূষণ বন্ধ করার জন্য বিক্ষিপ্ত শিল্প কারখানা গড়ে ওঠা রোধ করতে হবে।

যৌক্তিকতা: বিক্ষিপ্ত ভাবে গড়ে ওঠা শিল্প কারখানা অনেক সময় স্থানীয় পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এ অবকাঠামো সুবিধা প্রদান করা অনেক সময় অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিনিয়োগ বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, পরিবেশ অধিদপ্তর।

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্র্যান
প্রথম খণ্ড-স্ট্রাকচার প্র্যান ও আরবান এরিয়া প্র্যান

অভ্যয়ন পদ্ধতি: যৌথ উদ্যোগে বিকিষ্ট শিল্প স্থাপন বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। ইমারত নির্মাণ বিধিমালা প্রয়োগ করে এ ধরনের শিল্প স্থাপনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। মাস্টার প্র্যান অনুযায়ী শিল্প স্থাপনের জন্য অনুমোদন দিতে হবে।

ইউ-আইসিডি/ ৫: বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা স্থাপনে বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ প্রসার ঘটাতে হবে।

প্রতিক্রিয়া: এ ধরনের শিল্প এলাকায় সব ধরনের অবকাঠামো এবং সার্ভিস সুবিধা থাকে বিধায় স্বল্প সময়ে শিল্প স্থাপন করে উৎপাদনে যাওয়া যায়। এ ছাড়া আমলাতান্ত্রিক বাজাটমুক্ত থাকায় শিল্প উদ্যোক্তরা এখানে শিল্প স্থাপন করতে আগ্রহী হয়।

অভ্যয়নকারী সংস্থা: বেপজা, বিনিয়োগ বোর্ড, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক।

অভ্যয়ন পদ্ধতি: উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে সব ধরনের অবকাঠামো এবং সার্ভিস সুবিধাসহ অর্থনৈতিক এলাকা স্থাপন করতে হবে। এ জন্য সরকারী পর্যায়ের নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।

ইউ-আইসিডি/ ৬: ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প বিকাশে সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা দিতে হবে।

প্রতিক্রিয়া: ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প উদ্যোক্তারা অবস্থাপন না হওয়ায় তারা পুঁজির অভাবে শিল্প স্থাপন করতে পারে না। সহজ শর্তে পুঁজির ব্যবস্থা করতে পারলে এই খাতে প্রভূত বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

অভ্যয়নকারী সংস্থা: বিসিক, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা, এসএমই ফাউন্ডেশন।

অভ্যয়ন পদ্ধতি: সরকারী পর্যায়ের নীতিগত সিদ্ধান্ত ও জামানতবিহীন ঋণ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.৭ আবাসন

অভ্যয়ন পদ্ধতি: হাট্টে শহর এলাকার সর্ববৃহৎ ভূমি ব্যবহার। তাই উন্নয়ন বিষয়ক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আবাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানসম্মত আবাসন নগরবাসীকে সাস্থ্যসম্মত বসবাসের নিশ্চয়তা দেয় যা মানুষের উৎপাদন ক্ষমতার উপর প্রভাব ফেলে।

ইউ-এইচ এ/১: নতুন নগরায়নাধীন এলাকায় আবাসিক এলাকা নির্মাণের সুযোগ তৈরী করে দিতে হবে।

প্রতিক্রিয়া: শহর এলাকায় গৃহ নির্মাণের গতি শ্লথ হয় মূলত দুটি কারণে, জমির মালিকের আর্থিক সঙ্গতির অভাব এবং পর্যাপ্ত অবকাঠামোর অভাব। কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য গৃহ নির্মাণ জরুরী, এজন্য প্রয়োজন কার্যকরী সব ধরনের সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।

অভ্যয়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ, পিডিবি, ডিপিএইচই, এলজিইডি, বিটিসিএল।

অভ্যয়ন পদ্ধতি: দ্রুত শহর সম্প্রসারিত হতে পারে এমন শহর প্রান্ত এলাকায় সব ধরনের পরিকল্পিত অবকাঠামো ও মৌলিক নগর সুবিধা প্রদান করে ঐ সমস্ত স্থানে আবাসন নির্মাণ উৎসাহিত করতে হবে।

ইউ-এইচ এ/২: দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সরকারী উদ্যোগে আবাসন নির্মাণ করতে হবে।

প্রতিক্রিয়া: বাজার অর্থনীতিতে দ্রুত আর্থিক উন্নতি না হওয়ায় দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষরা অনেক সামাজিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। এ জন্য সরকারী উদ্যোগে তাদের সামাজিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে, অন্যথায় সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি হবে।

অভ্যয়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ব্যাংক, জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ, এনজিও

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্র্যান
প্রথম খণ্ড-স্থানিকতার প্র্যান ও আবাসন এয়ার প্র্যান

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: ভূমি অধিগ্রহণ করে নিম্ন আয় সম্পন্ন মানুষের জন্য গৃহায়ণ সুবিধা প্রদান করা যায়। তবে ভূমির স্বল্পতার কারণে প্রটের চেয়ে ছোট প্রদান করাই শ্রেয়। এ জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে।

নীতি- এইচ এ/৩: বস্তিবাসির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে জন্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

যৌক্তিকতা: বস্তিতে বসবাসকারী দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষরা অনেক মৌলিক ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এ জন্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে সরকারী উদ্যোগে তাদের সামাজিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ব্যাংক, জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ, এনজিও।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: বিদ্যমান বস্তিসমূহে পানি, বিদ্যুৎ, পাকা রাস্তা ড্রেন ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে এলাকাবাসী মালিকদের সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি হতে হবে যে প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী পাঁচ বৎসর গৃহের ভাড়া বৃদ্ধি করা যাবে না।

নীতি- এইচ এ/৪: বেসরকারী আবাসন ব্যবসায়ীদের অধিক আবাসন নির্মাণে উৎসাহিত করতে হবে।

যৌক্তিকতা: সরকারের পক্ষে পর্যাপ্ত আবাসন প্রদান করা সম্ভব নয়। সুতরাং সিংহভাগ আবাসন যাতে বেসরকারী উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে আসে তার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ব্যাংক, জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ, এনজিও।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: শহরের বর্ধিত এলাকায় নগর সুবিধা বিশেষত রাস্তা নির্মাণ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রদান করতে হবে। এতে নিম্ন আয়ের কোম্পানী সহজে প্রকল্প নির্মাণ করে বিক্রয় করতে পারে।

৫.৫.৮ অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান

নগরোন্নয়ন ও নগরের প্রবৃদ্ধির জন্য অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যথোপযুক্ত নীতি স্থানীয় অর্থনীতি উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।

নীতি-ইকোন/১: বিনিয়োগ বাফর পরিবেশ তৈরী

যৌক্তিকতা: এই নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করলে শহরে শিল্প ও ব্যবসায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। অর্থনৈতিক বিকাশ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং পরিণতিতে আয় বৃদ্ধি হবে, চাহিদা ও সরবরাহ বাড়বে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে।

বাস্তবায়ন সংস্থা: অর্থ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, হেপজা, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিনিয়োগ বোর্ড, সিটি কর্পোরেশন।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা, অবকাঠামো নির্মাণ, বিশেষ শিল্প এলাকা স্থাপন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি বিনিয়োগ বাফর পরিবেশ তৈরী করতে পারে।

নীতি- ইকোন/২: সরকারী-বেসরকারী যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপন প্রসার ঘটাতে হবে।

যৌক্তিকতা: শিল্প স্থাপন ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারী উদ্যোগে শিল্প স্থাপন করে তা লাভজনক অবস্থায় বেসরকারী উদ্যোক্তাদের কাছে বিক্রয় করা যেতে পারে। এতে শিল্প স্থাপন দ্রুততর হবে। কারণ কৃষির ভয়ে অনেক সময় বেসরকারী উদ্যোক্তারা শিল্প স্থাপন আশ্রয়ী হয় না। এ ছাড়া পুঁজি সংগ্রহ একটি বড় প্রতিবন্ধকতা।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ব্যাংক, বিনিয়োগ বোর্ড, শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়।

*সিলেট বিজ্ঞানী শ্রমিকের মানসী গ্রাম
এবং খড়-স্ট্রীকার গ্রাম ও আরবাল এরিয়া গ্রামে*

সরকারী নীতিমালা তৈরী করে সরকারী উদ্যোগে লাভজনক ও আমদানী বিকল্প শিল্প স্থাপন করতে হবে। এ জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করা যেতে পারে।

১১.২.১: বিদ্যমান শিল্প এলাকাসমূহ উন্নয়ন করে উহার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

শিল্প স্থাপন ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত শিল্প এলাকাসমূহে শিল্প স্থাপন করার জন্য যাবতীয় সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এতে শিল্প এলাকার উপযুক্ত ব্যবহার হবে এবং যত্র তত্র শিল্প স্থাপনের ফলে পরিবেশ বিনষ্ট হবে না।

সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ব্যাংক, বিনিয়োগ বোর্ড, শিল্প মন্ত্রণালয়।

সরকারী নীতি: নির্দিষ্ট শিল্প এলাকায় শিল্প স্থাপনের জন্য বিশেষ ঋণ সুবিধা দিতে হবে। এ জন্য বিশেষ বাজেট বরাদ্দ রাখা যেতে পারে।

১১.২.২: ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প বিকাশে সহায়তা প্রদান করতে হবে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প সিলেট অঞ্চলের শিল্প বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প খাতের উন্নয়নে এই খাতে অপেক্ষাকৃত কম পুঁজি বিনিয়োগ করা হয় ও স্বল্প মূল্যে শ্রমিক পাওয়া যায়। সুতরাং এই খাতে বিনিয়োগে সহজিষ্ঠ করে সহজেই কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিবেশ তৈরী করা যায়। বর্তমানে অবস্থিত এ অঞ্চলের দেশজ শিল্পোদ্যোগকে উৎসাহিত করা যাবে।

সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সমাজসেবা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ব্যাংক, এনজিও,।

সরকারী নীতি: জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করতে হবে। বেসিক সার্ভিস সহ ব্যবসা/শিল্প কারখানা করার উপযুক্ত স্থান দিতে হবে। সকল বিষয়ে নমনীয় আচরণ করতে হবে।

১১.২.৩: অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিকাশে সহায়তা প্রদান করতে হবে।

অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড উন্নয়নশীল দেশের নগর অর্থনীতির আবশ্যকীয় অঙ্গ। বিপুল জনসংখ্যার দেশে উন্নয়ন যখন যে কোন সরকারের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ তখন অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আত্মকর্ম সৃষ্টিতে অবদান রেখে এগিয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোগ। দারিদ্র বিমোচন এবং নগর অর্থনীতির সমৃদ্ধির জন্য এ সমস্ত উদ্যোগ বিকশিত হওয়া উচিত।

সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ব্যাংক, এনজিও, সমাজসেবা অধিদপ্তর।

সরকারী নীতি: জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করতে হবে। বেসিক সার্ভিস সহ ব্যবসা/শিল্প কারখানা করার উপযুক্ত স্থান দিতে হবে। সকল বিষয়ে নমনীয় আচরণ করতে হবে।

১১.৩: পর্যটন এবং বিনোদন

১১.৩.১: পর্যটন সুবিধার বিকাশ ঘটাতে হবে।

পর্যটন সুবিধা দেশী বিদেশী পর্যটক আকর্ষণ করবে এবং তারা এখানে অর্থ ব্যয় করবে। ফলে এখানে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। মানুষের আয় বৃদ্ধি পাবে। পর্যটকদের জন্য গড়ে ওঠা সুযোগ সুবিধা স্থানীয় অর্থনীতির বিকাশে সহায়তা করবে।

সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ব্যাংক, সড়ক ও জনপথ, পর্যটন কর্পোরেশন, প্রকৃত্ত্ব বিভাগ।

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান
প্রথম খণ্ড-স্ট্রাকচার প্ল্যান ও আরবান এরিয়া প্ল্যান

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: পর্যটন সহায়ক অবকাঠামো এবং সার্ভিস ব্যবস্থা নির্মাণ, চা বাগান দর্শনের জন্য সুযোগ তৈরী, রিসোর্ট নির্মাণ, বেসরকারী উদ্যোগীদের পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরী।

নীতি-টিআর/২: শহর পর্যায়ে বিনোদন সুবিধার বিকাশ ঘটাতে হবে।

যৌক্তিকতা: মাঠ, পার্ক, শিশু পার্ক ইত্যাদি শহরে পর্যটক আকর্ষণ করে। এগুলো ব্যক্তিগত নগরবাসীর বিনোদনের অবলম্বন যা ব্যক্তিগত জীবনের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। এ সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করে নগর জীবনকে আরো আকর্ষণীয় ও বসবাসযোগ্য করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পর্যটন কর্পোরেশন, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বেসরকারী উদ্যোগ।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: উপযুক্ত ভূমি হুকুম দখল করে মাঠ, পার্ক স্থাপন করতে হবে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিনোদনমূলক পার্ক স্থাপন করে বেসরকারী উদ্যোগীদের উৎসাহিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

নীতি-টিআর/৩: আঞ্চলিক ঐতিহ্য ভিত্তিক পর্যটন শিল্প বিকাশে ব্যবস্থা নিতে হবে।

যৌক্তিকতা: স্থানীয় ও আঞ্চলিক ঐতিহ্য দর্শন পর্যটকদের বেশি আকর্ষণ করে। তাই স্থানীয় হস্ত শিল্প, সাংস্কৃতি, ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক স্থাপনাগুলোর প্রদর্শনের জন্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পর্যটন কর্পোরেশন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এনজিও, বিপিক।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: স্থানীয় হস্ত শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে, নিয়মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে হবে, ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক স্থাপনাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.৫.১০ পরিবেশ

অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ন নগর পরিবেশ বিনষ্ট করার প্রধান কারণ। উপযুক্ত নীতি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন পরিবেশ দূষণ থেকে নগরকে রক্ষা করতে পারে।

নীতি-ইএনডি/১: পাহাড় কাটা বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

যৌক্তিকতা: পরিবেশের ভারসাম্য, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষা, ভূমি ধস ইত্যাদি কারণে পাহাড় সংরক্ষণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, জেলা প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: প্রচলিত নির্মাণ আইন প্রয়োগ করে পাহাড় কাটা বন্ধ করতে হবে। বিষয়টি সিটি কর্পোরেশনের সার্বভৌমত্ব মনিটরিংএ রাখতে হবে।

নীতি-ইএনডি/ ২: ছড়া এবং নদী জবর দখল বন্ধ করতে হবে।

যৌক্তিকতা: সাধারণত ছড়াগুলোর মাধ্যমে প্রাকৃতিক পানি প্রবাহিত হয়। ছড়া সংকীর্ণ বা বন্ধ হলে গেলে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। নদীর তীর চিত্তবিনোদন স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এগুলো সংরক্ষণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পানি উন্নয়ন বোর্ড, এলজিইডি, পরিবেশ অধিদপ্তর।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করতে হবে। খাল বা নদীর সীমানায় খুঁটি দিয়ে নির্দিষ্ট করতে হবে, নদী পায়েচলা রাস্তা বা গাছ লাগানো যেতে পারে।

সিলেট বিজ্ঞানীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান
প্রথম খণ্ড-স্ট্রাকচার প্ল্যান ও আবাসন এরিয়া প্ল্যান

২.১.৩: নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ করতে হবে।

প্রস্তাবনা: সুরমা নদীর কিছু কিছু অংশে নদী ভাঙ্গন প্রবণতা আছে। এটা ঘটলে প্রচুর সম্পত্তি নষ্ট হতে পারে এবং মানুষ গৃহহীন হতে পারে। এ জন্য ভাঙ্গন প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

সরকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পানি উন্নয়ন বোর্ড, এলজিইডি।

প্রস্তাবনা পদ্ধতি: যুক্তিপূর্ণ এলাকায় নতুন প্রোয়েন বানাতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে। ব্যাংক ম্যাট্রিস নির্মাণ করা যেতে পারে।

২.১.৪: বিনোদনের জন্য উন্মুক্ত অঞ্চল / সবুজ এলাকা নির্মাণ প্রসার ঘটাতে হবে।

প্রস্তাবনা: জনঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে শহর ঘিঞ্জি হয়ে পড়ে, নিঃশ্বাস গ্রহণ করার মত স্থান ও পাওয়া যায় না। তাই এখন থেকে উন্মুক্ত বিনোদন এলাকা ধরে রাখতে হবে। কারণ ভবিষ্যতে এ ধরনের সুযোগ সুবিধার জন্য স্থান পাওয়া যাবে না।

সরকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন।

প্রস্তাবনা পদ্ধতি: শহরের ভেতরে অথবা বাইরে উপযুক্ত খালি স্থান / মাঠ/শিশু পার্ক লেক ইত্যাদির জন্য জমি হুকুম দখল করতে হবে। এ জন্য সরকারকে বিশেষ বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে। রাজনৈতিক অঙ্গীকার হিসাবে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

২.১.৫: সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম প্রসার ঘটাতে হবে।

প্রস্তাবনা: বাসযোগ্য পরিবেশ তৈরীর জন্য সামাজিক বনায়নসহ সকল বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীকে উৎসাহিত করতে হবে।

সরকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, বন বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, এলজিইডি, পরিবেশ অধিদপ্তর।

প্রস্তাবনা পদ্ধতি: অংশগ্রহণমূলক এবং সুবিধা ভাগ্যভাগি জাতীয় সামাজিক বনায়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। নার্সারী স্থাপনে সহায়তা করতে হবে। বৃক্ষ নিধন প্রতিরোধ করতে হবে।

২.২: নীতি বাস্তবায়ন

প্রস্তাবনা: নীতির সুপারিশ বাস্তবায়ন অনেকাংশেই রাজনৈতিক সচ্ছিন্নতার উপর নির্ভরশীল। এর সঙ্গে অনেক সরকারী এবং বেসরকারী পক্ষের স্বেচ্ছাসেবিত্ব জড়িত থাকবে। নীতি বাস্তবায়নের জন্য ক্ষমতাসীন সরকারের অঙ্গীকার থাকতে হবে এবং যথেষ্ট উদ্যোগী হতে হবে। এক্ষেত্রে সিলেটের স্থানীয় অর্থনীতিকে উজ্জীবনের জন্য সকল দলের ঐক্যমত থাকতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকার উন্নয়ন ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা

৬.১ সূচনা

আরবান এরিয়া প্ল্যান আলোচ্য প্ল্যান প্যাকেজের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা। এটি স্ট্রাকচার প্ল্যানের নীতিমালার আওতায় প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, আগামী ১০ বৎসরে স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার অধীনে যে সমস্ত এলাকা নগরায়িত হবে সে এলাকার জন্য উন্নয়ন প্রস্তাব প্রদান করা। আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকার মধ্যে সিটি কর্পোরেশন ছাড়াও নিকটবর্তী কসবা আঞ্চলিক মৌজা, কুমারগাঁও মৌজা (অংশ), সাদিপুর গ্রাম অংশ, দেবপুর মৌজা (অংশ) এবং বহর মৌজা (অংশ) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৬.২ আরবান এরিয়া প্ল্যানের বিষয়বস্তু

আরবান এরিয়া প্ল্যান বিদ্যমান শহর এলাকার ভবিষ্যৎ উন্নয়নে দিক নির্দেশনা দেবে ও নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করবে। আরবান এরিয়া প্ল্যান স্ট্রাকচার প্ল্যানের ভিত্তিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মৌজা ম্যাপের উপর প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য একটি ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনাও রয়েছে।

৬.২.১ আরবান এরিয়া প্ল্যানের উদ্দেশ্য

- বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ শহরের ভূমি ব্যবহারসহ কার্যকর কাঠামো নির্দিষ্টকরণ।
- সিলেট শহরের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ প্রস্তাব প্রদান করা।

এ অংশ উদ্দেশ্য নিম্নবর্ণিতভাবে অর্জন করা যেতে পারে,

- যথাযথ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মাণ করে;
- সুবিন্যস্ত ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করে;
- পরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ ও সার্ভিস সুবিধাদি প্রদান করে।

৬.২.২ আরবান এরিয়া প্ল্যান ও স্ট্রাকচার প্ল্যানের মধ্যে সম্পর্ক

আরবান এরিয়া প্ল্যান স্ট্রাকচার প্ল্যানের নীতিমালার আওতায় প্রণয়ন করা হয়েছে। স্ট্রাকচার প্ল্যান ও আরবান এরিয়া প্ল্যানের সম্পর্ক অসীমভাষ্যসম্পন্ন। এর বাস্তবায়নকাল স্ট্রাকচার প্ল্যান এর ২০ বৎসর মেয়াদের প্রথম ১০ বৎসর। আরবান এরিয়া প্ল্যানের লক্ষ্য স্ট্রাকচার প্ল্যানের লক্ষ্যের পরিপূরক। মূলত আরবান এরিয়া প্ল্যান হচ্ছে প্রথম পর্যায়ে স্ট্রাকচার প্ল্যানের নীতি ও কৌশলের বিস্তারিত রূপরেখা।

৬.২.৩ আরবান এরিয়া প্ল্যান এর মেয়াদ ও সংশোধন

আরবান এরিয়া প্ল্যান ১০ বৎসরের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমান আরবান এরিয়া প্ল্যান ২০২০ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এর মেয়াদ সমাপ্তির পর নতুন একটি সংশোধিত আরবান এরিয়া প্রণয়ন করা হবে। এই নতুন আরবান এরিয়া প্ল্যান স্ট্রাকচার প্ল্যানের মেয়াদ সমাপ্তির জন্য (২০৩০) বলবৎ থাকবে। তবে জনস্বার্থে সিটি কর্পোরেশনের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আরবান এরিয়া প্ল্যান যে কোন সময় সংশোধন করা যাবে।

৬.২.৪ আরবান এরিয়া প্ল্যানের ধরণ ও পরিধি

আরবান এরিয়া প্ল্যান, ম্যাপ ও প্রতিবেদন উভয় আকারে উপস্থাপিত হয়েছে। এই প্ল্যান ম্যাপ ১:৩৫,০০০ স্কেলে মৌজা ম্যাপের উপর উপস্থাপন করা হয়েছে। প্ল্যান এর সঙ্গে এর ব্যাখ্যা সংলগ্ন একটি প্রতিবেদন আছে। এতে প্ল্যান সম্পর্কিত তথ্য এবং ম্যাপ সম্পর্কিত তথ্য আছে। এই প্ল্যান প্রতিবেদনে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রস্তাব এবং প্ল্যান সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। সিলেট মূল শহর প্ল্যান এর অংশে পাশের ১০১০৯০.২০ একর বা ৪০.৯৬ ব: কি: এলাকা নিয়ে এই প্ল্যানের পরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে। আরবান এরিয়া প্ল্যান ম্যাপ এই পদ্ধতিবাদের শেষে একটি ফোকার সংযুক্ত করা হয়েছে।

৬.৩ আরবান এরিয়া প্ল্যান উপস্থাপনা

আরবান এরিয়া প্ল্যানের উদ্দেশ্য হচ্ছে সিলেট শহরের সার্বিক ভৌত উন্নয়নের দিক নির্দেশনা প্রদান করা। স্ট্রাকচার প্লানে নির্ধারিত নীতিমালার আলোকে এই দিক নির্দেশনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রচলিত মাস্টার প্ল্যানের আদলে আরবান এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে প্রতিটি ভূমিখণ্ডের ভবিষ্যৎ ব্যবহার নির্দেশ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো প্রদান করা হয়েছে। এটি নির্মাণ নিয়ন্ত্রণের একটি অন্যতম মাধ্যম হিসাবেও কাজ করবে। তাই এটি স্ট্রাকচার প্ল্যানের তুলনায় অনেক অনমনীয়। এটি মৌজা ম্যাপের উপর উপস্থাপিত হয়েছে এবং সরকারী গেজেট নোটিফিকেশনের পর এটি আনুষ্ঠানিক মর্যাদা করেছে যা সকলের জন্য অবশ্য পালনীয়।

৬.৩.১ আরবান এরিয়া প্ল্যানের বিভাজন

আরবান এরিয়া প্ল্যানের পরিধি ৪০.৯৬ ব: কি:। এতে সিলেটের মূল শহর এলাকা ছাড়াও সংলগ্ন সম্প্রসারিত এলাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিদ্যমান এবং ভবিষ্যৎ নগর এলাকায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করে টেকসই ও বাসযোগ্য নগরায়নই হচ্ছে আরবান এরিয়া প্ল্যানের লক্ষ্য। সিলেট সিটি কর্পোরেশন আরবান এরিয়া প্ল্যানের অধিকাংশ এলাকায় প্রয়োজনীয় সেবাসুবিধা প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ সম্প্রসারিত এলাকায় সেবাসুবিধা প্রদান করবে।

সারণি-৬.১ : আরবান এরিয়া প্ল্যানের পরিধি

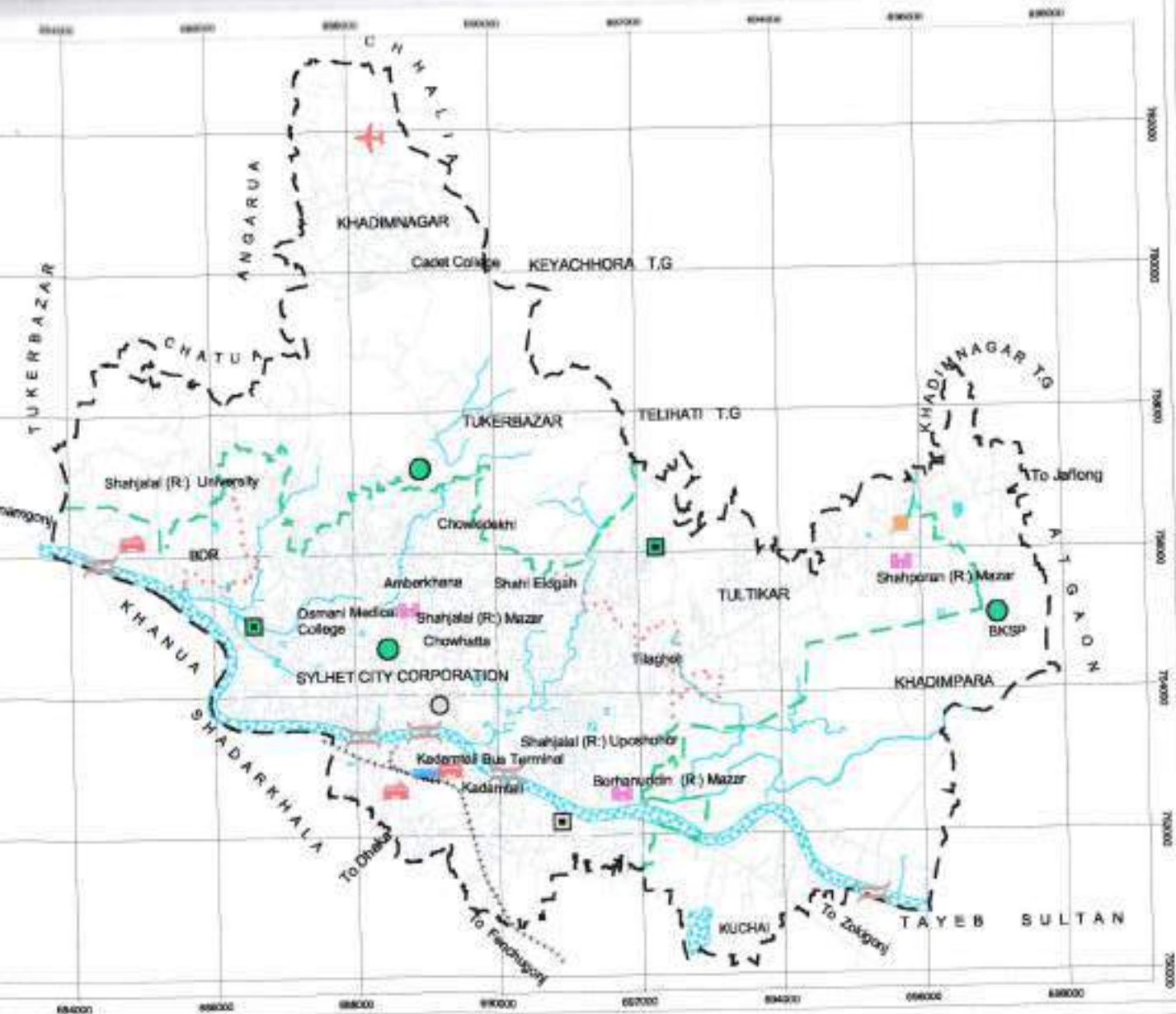
এলাকা	আয়তন		
	ব: কি:	একর	হেক্টর
আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকা	৪০.৯৬	১০১০৯.০২	৪০৯৬.৭২
স্ট্রাকচার প্ল্যানের শতকরা অংশ		৪৮.০৫%	

স্ট্রাকচার প্ল্যানের সমগ্র এলাকাকে ইতিমধ্যে ১২ টি এসপিজেড (SPZ) এ ভাগ করা হয়েছে। তার ৬ টি SPZ আরবান এরিয়া প্ল্যানের ভেতরে অবস্থিত। সারণি-৬.২ এ আরবান এরিয়া প্ল্যানের আওতাধীন SPZ সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা এবং ম্যাপ-৬.৩ আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকার সীমানা উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৬.২: আরবান এরিয়া প্ল্যানের আওতাধীন SPZ সমূহ

এসপিজেড (SPZ)	ভূমির পরিমাণ (একর)	স্থানীয় এলাকা	জনসংখ্যা (২০০১)	অভিক্ষেপকৃত জনসংখ্যা	
				২০১৫	২০২১
এসপিজেড -০৭	১৬৮৫	ওয়ার্ড নং- ২৫, ২৬ এবং ২৭	২২৫৭৮	৬৯৮৩৯	১০৮৫৩
এসপিজেড -০৮	১১৪৫	ওয়ার্ড নং-০৮, ০৯ এবং ১০	৩৭১৬২	১১৪৯৫০	১৭২০৯
এসপিজেড -০৯	৯৪২	ওয়ার্ড নং-০২, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫ এবং ১৬	৭১০৮৬	২১৯৮৮৪	৩২৯১৯
এসপিজেড -১০	৯৭৭	ওয়ার্ড নং- ০৫, ১৭, ১৮, ১৯ এবং ২০	৫৫২৩১	১৭০৮৪১	২৫৫৭৭
এসপিজেড -১১	১০৯৮	ওয়ার্ড নং-২১, ২২, ২৩ এবং ২৪	২৯০৮২	৮৯৯৫৭	১৩৯৯৯
এসপিজেড -১২	৯০৩	ওয়ার্ড নং-০১, ০৩, ০৪, ০৬ এবং ০৭	৪৭৭৬০	১৪৭৭৩২	২২১১৯
কসবা আখালিয়া	২৮৭		৩৬১৪	৮১১৬	১০০৯৯
সানিপুর ১ম	৭৮০		৩০৭৩	৬৯০১	৮৫৯৯
কুমারগাঁও	৩২৭		৪৪৯০	১০০৮৩	১২৮৯৯
সেবপুর	৯৬৯		১১৯৪২	২৬৮১৮	৩৫৯৯৯
বাহার	৯৯৫		১১৫২৩	২৫৮৭৭	৩২৯৯৯
মোট	১০১০৯		২৯৭৫৪১	৮৯০৯৯৯	১৩৯৯৯৯

Urban Area Plan Boundary with respect to Project Area Boundary



1000 0 1000 2000 Meters

SCALE 1:88000

LEGEND

- Project Area Boundary
- Urban Area Plan Boundary
- SCC Boundary
- Existing Road
- Railway
- Major Waterbody
- Airport
- Bus Terminal
- Bridge
- City Corporation Office
- Divisional Headquarters
- Mazar/Dargah
- Railway Station
- Stadium
- University
- Union Parishad Office

Preparation of Master Plan for Sylhet Divisional Town

Consultants:
Consortium
of
SHELTECH (PVT.) LTD.
&
Engineering and Planning Consultants

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্লান
প্রথম খণ্ড-স্ট্রাকচার প্লান ও আরবান এরিয়া প্লান

২.২ জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি ও জনঘনত্ব

আরবান এরিয়া প্লান এলাকায় বর্তমান জনসংখ্যার ঘনত্ব একর প্রতি ৫৫ জন, যা (সারণি-৬.২)। আরবান এরিয়া প্রান্তের মেয়াদ শেষে অর্থাৎ ২০২০ সালে জনসংখ্যা ঘনত্ব ১৩০ জনে দাঁড়াবে এবং তখন জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার হবে ৮.৮%। ম্যাপ-৬.২ এ আরবান এরিয়া প্লান এলাকার প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। স্ট্রাকচার প্লান ও আরবান এরিয়া প্লান এলাকার জনসংখ্যা অভিক্ষেপ পরিশিষ্ট-৬.১ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি- ৬.৩: আরবান এরিয়া প্লান এলাকার অভিক্ষেপকৃত জনসংখ্যা ও জনসংখ্যার ঘনত্ব

অভিক্ষেপকৃত জনসংখ্যা ও জনসংখ্যার ঘনত্ব						
আয়তন (একর)	২০০৯		২০১৫		২০২০	
	জনসংখ্যা	ঘনত্ব/ একর	জনসংখ্যা	ঘনত্ব/ একর	জনসংখ্যা	ঘনত্ব/ একর
১০১০৯	৫৬০১০৭	৫৫	৮৯০৯৯৯	৮৮	১৩১৩৪০৮	১৩০

সূত্র: পরামর্শকরণ কর্তৃক হিসাবকৃত।

২.২.৩ সুপারিশকৃত মানদণ্ড (Standard)

স্বাধীনতা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এখানে ভূমি সীমিত কিন্তু জনসংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ক্রমাগত নগরায়ণের কারণে রাস্তা, স্কুল, হাসপাতাল, কারখানা, বাজার ইত্যাদির জন্য ভূমির চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিতে গিয়ে প্রচুর ভূমি অকৃষিজ্ঞা খাতে চলে যাচ্ছে। তাই কৃষিভূমি তথা বাদ্য নিরাপত্তার জন্য ভূমি সংরক্ষণ অতি জরুরী। এ জন্য জমিতে অকৃষিজ্ঞা নিয়ন্ত্রণ সীমিত করতে হবে। এই ধারণাকে সামনে রেখে আলোচ্য পরিকল্পনার মানদণ্ড (Standard) প্রণয়ন করা হয়েছে। পরামর্শকরণ নিম্নবর্ণিত কিছু বিষয়ে পরিকল্পনার মানদণ্ড তৈরী করেছে:

১. রাস্তা।
২. আবাসিক এলাকা।
৩. সামাজিক সুবিধা সমূহ।
৪. কমিউনিটি সুবিধাদি এবং বিনোদন।
৫. শ্রমিক অবকাঠামো সুবিধা।

উপর্যুক্ত উল্লিখিত বিষয়ে পরিকল্পনার মানদণ্ড নিম্নে প্রদান করা হলো। বর্তমান পরিকল্পনায় এ সমস্ত মানদণ্ড ব্যবহার করা হয়েছে। সমস্ত সিটি কর্পোরেশন বা অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থা তাদের পরিকল্পনায় এ গুলো ব্যবহার করতে পারে।

১. রাস্তা
ক. রাস্তার শ্রেণী বিভাগ বিষয়ক মানদণ্ড

প্রধান রাস্তা	:	ROW ৩০.৪৫ মি: (১০০ ফুট) (ROW : Right of Way)
নতুন রাস্তা	:	ROW ১৮.৩০ মি: (৬০-৮০ ফুট)
সিমান্ত রাস্তা প্রশস্তকরণ	:	ROW ১২.২০ মি: (৪০ ফুট)
মাধ্যমিক রাস্তা	:	ROW ৯.১৫ মি: (৩০ ফুট)
নতুন রাস্তা	:	ROW ৬.০৯ মি: (২০ ফুট)
সিমান্ত রাস্তা প্রশস্তকরণ	:	ROW ৩.০৪ মি: (১০ ফুট)
সহকারী রাস্তা	:	ROW ৩.০৪ মি: (১০ ফুট)
নতুন রাস্তা	:	ROW ৩.০৪ মি: (১০ ফুট)
সিমান্ত রাস্তা প্রশস্তকরণ	:	ROW ৩.০৪ মি: (১০ ফুট)
প্রবেশ রাস্তা	:	ROW ৩.০৪ মি: (১০ ফুট)
নতুন রাস্তা	:	ROW ৩.০৪ মি: (১০ ফুট)
সিমান্ত রাস্তা প্রশস্তকরণ	:	ROW ৩.০৪ মি: (১০ ফুট)

Phasing of Urban Growth in the Project Area



1000 0 1000 2000 Meters

SCALE 1:88000

LEGEND

- Project Area Boundary
- Urban Area Plan Boundary
- SCC Boundary
- Existing Road
- Railway
- Urban Area Plan(2010-20)
- Extended Area(2020-30)
- Major Waterbody
- Airport
- Bus Terminal
- Bridge
- City Corporation Office
- Divisional Headquarters
- Mazar/Dargah
- Railway Station
- University
- Union Parishad Office

**Preparation of Master Plan
for Sylhet Divisional Town**

Consultants:
Consortium
of
SHELTECH (PVT.) LTD.
&
Engineering and Planning Consultants

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাল্টার গ্রাম
প্রথম খণ্ড-স্থানিকতার গ্রাম ও আবাসন এবিয়া গ্রাম

সরকারী উদ্যোগে নির্মিত আবাসিক এলাকা -বাণিজ্যিক ও সমবায়

উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করায় সরকারী আবাসন প্রকল্প সমূহের জন্য প্রণীত মানদণ্ড বাণিজ্যিকভাবে নির্মিত রিয়েল এস্টেট শ্রীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা কঠিন হবে। বাণিজ্যিকভাবে এবং সমবায় আবাসন প্রকল্প সমূহের জন্য তাই পৃথক মানদণ্ড প্রয়োজন। এলাকায় বাণিজ্যিক ও সমবায় আবাসন প্রকল্প সমূহের জন্য একটি মানদণ্ড অনুসরণ করা হয় যা এখানে প্রয়োগ করা যেতে এই মানদণ্ড অনুযায়ী রাস্তাসহ বিভিন্ন ধরনের সার্ভিসের জন্য ৩৫% জমি সংরক্ষিত রাখতে হবে। কোন অবস্থাতে এই জমি খাণ্ডা হবে না। এই মানদণ্ড অনুসরণ করলে নিম্নবর্ণিত নেট এবং গ্লোস ঘনত্ব পাওয়া যাবে:

তি ৩ কাঠার প্লটে প্রতি ফ্লোরে গড়ে ২ টি ইউনিট;

তিটি ভবন ৩ তলা;

তি ৩ কাঠার প্লটে (২ X ৩) ৬টি পরিবার বসবাস করবে;

তি ৩ কাঠার প্লটে জনসংখ্যা (পরিবারের গড় সাইজ ৫ জন ধরে): $৬ \times ৩ = ১৮$ জন;

একরপ্রতি নেট আবাসিক ঘনত্ব: $(১৮ \div ৩ \times ৬৫)$: ৩২৫ জন

তি:গ্লোস ঘনত্ব এভাবে হিসাব করা যায়:

৩০ একরের একটি আবাসিক এলাকার নেট আয়তন ৬৫ একর

আবাসিক এলাকার মোট জনসংখ্যা: $৬০ \times ৩২৫ = ১৯৫০$ জন হলে

আবাসিক এলাকার গ্লোস ঘনত্ব হবে: $(১৯৫০ \div ৯)$: ২১৬ জন একরপ্রতি।

সুতরাং,

একরপ্রতি নেট ঘনত্ব হবে: ৩২৫ জন

একরপ্রতি গ্লোস ঘনত্ব হবে: ২১৬ জন

মানদণ্ড বাস্তবায়ন করতে হলে ১৯৫২ সালের ইমারত নির্মাণ আইন সংশোধন করতে হবে। উভয় শ্রেণীর পরিকল্পিত এলাকার উপরে উল্লেখিত ঘনত্বই চূড়ান্ত। ঘনত্ব বেশি ধরা হয়েছে যাতে যথেষ্ট পরিমাণে অবকাঠামো এবং সার্ভিস সুবিধা দেওয়া যায়, যদিও তা প্রাথমিক ব্যয় বৃদ্ধি করবে।

আপনা আপনি গড়ে ওঠা আবাসিক এলাকা

আপনি গড়ে ওঠা আবাসিক এলাকাসমূহে ঘনত্ব মানদণ্ড বাস্তবায়ন করা প্রায় একটি কঠিন কাজ। কারণ ঐ সমস্ত এলাকার মালিকানা ব্যক্তি পর্যায়ের এবং সামষ্টিকভাবে তাদের কোন সরকারী স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই। ১৯৫২ সালের ইমারত নির্মাণ (১৯৯৬ সালে সংশোধিত) ভবনের উচ্চতা নির্ধারণক ধারাটি ঘনত্ব নির্দিষ্ট করণের আপত্তত একমাত্র উপায়।

মহলার আয়তন

রী বা বেসরকারীভাবে যে পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা নির্মাণ করা হয় তাকে নেবারহুড বা মহল্লা কলা যেতে পারে। এ সমস্ত এলাকার একটি নির্দিষ্ট আয়তন এবং একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যা থাকে। এ ছাড়া কিছু কমিউনিটি সুযোগ সুবিধা প্রদান করা থাকে যা আপনা আপনি গড়ে ওঠা আবাসিক এলাকায় থাকেনা। নিম্নবর্ণিত মানদণ্ডগুলি তাই শুধুমাত্র সরকারী বা সরকারীভাবে পরিকল্পিত আবাসিক এলাকাসমূহের জন্যই প্রয়োগযোগ্য হবে। একটি মহল্লার আয়তন কত হওয়া উচিত এ সম্পর্কে রী বা বেসরকারীভাবে নির্মিত আবাসিক এলাকার কোন মানদণ্ড নেই। তবে এই আয়তন এত বড় হওয়া উচিত নয় যাতে অধিবাসীদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক ব্যাহত হতে পারে। অবকাঠামো ব্যয় এবং সামাজিক মেলা মেশার কথা বিবেচনা করে শ করা হচ্ছে যেন,

কারী বা বেসরকারীভাবে পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা (প্লট) যেন সর্ব নিম্ন ৩ একর এবং সর্বোচ্চ ৫০-৬০ একরের মধ্যে রাখা হয়।

সাবে সর্বোচ্চ আয়তনের একটি সরকারী আবাসন প্রকল্পের জনসংখ্যা হবে ১০ হাজার, অর্থাৎ একরপ্রতি গ্লোস জনঘনত্ব ২০০ বেসরকারী আবাসন প্রকল্পে এই জনসংখ্যা হবে ১১,০৫০ জন এবং একরপ্রতি গ্লোস জনঘনত্ব হবে ২২১ জন।

৮. কমিউনিটি সুবিধাদি এবং বিনোদন

মহল্লা সেন্টার

প্রতিটি এসপিজেড এ একটি মহল্লা সেন্টার নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। একটি মহল্লা সেন্টারে যে সমস্ত সুযোগসুবিধা থাকবে তা হলো,

- কমিউনিটি সেন্টার,
- প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র/ টীকাদান কেন্দ্র,
- ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস,
- ওয়ার্ড ভিত্তিক পৌর সুবিধাদি।

প্রতি মহল্লা সেন্টারের জন্য স্থান প্রয়োজন হবে ০.৩০ একর। বহুতল বিশিষ্ট ইমারত নির্মাণ করে এ সমস্ত সুবিধাদি প্রদান করা হবে।

৬.৪ আবাসন এরিয়া প্লানের উন্নয়ন প্রস্তাবনা

৬.৪.১ আবাসন এলাকা উন্নয়ন

ক. আবাসন এলাকা উন্নয়ন নীতি পর্যালোচনা

সিলেটের বর্তমান নগরায়ন ধারা এবং মানুষের ক্রম হ্রাস দেখে মনে হয় যে এখানে বড় ধরনের আবাসন নির্মাণের সুযোগ রয়েছে। প্রচুর রেমিটেন্স আমদানী এবং দ্রুত বর্ধিত হওয়ায় সিলেটের জন্য এই সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এখানে সাইট এ্যান্ড সার্ভিস প্রকল্প সহজতর হবে। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ এখানে একটি বড় ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে। এ সুযোগ বেসরকারী আবাসন ব্যবসায়ীরাও নিতে পারে। তবে প্রকৃত অর্থে আবাসন সমস্যা সমাধান লক্ষ্য হলে সবচেয়ে ভালো হবে যদি সরকারী প্রতিষ্ঠান সরাসরি আবাসন প্রদান না করে অবকাঠামো সুবিধা প্রদান করে সাধারণ মানুষ এবং বেসরকারী আবাসন ব্যবসায়ীদের আবাসন নির্মাণের জন্য সুযোগ তৈরী করে দেয়। এজন্য সম্ভাব্য পদ্ধতি উদ্ভাবন করে অবকাঠামো নির্মাণ ব্যয় পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। সিটি কর্পোরেশন এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে পারে। এ জন্য সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগের উপর জোর দিতে হবে। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষও এই নীতি গ্রহণ করে আবাসন সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে। এই নীতি অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ সব ধরনের অবকাঠামো এবং সার্ভিস সুবিধাদি প্রদান করবে যাতে যে কেউ সহজেই আবাসন নির্মাণ করে বসবাস করতে পারে। সরকার উপযুক্ত পদ্ধতি তৈরী করে সুবিধাজোগীদের কাছ থেকে উন্নয়ন ব্যয় আদায় করে নেবে। এই পদ্ধতির প্রয়োগ অনেকগুলো সুবিধা পাওয়া যাবে, যেমন,

প্রথমত, অবকাঠামো নির্মাণের জন্য (যেমন রাস্তা) ভূমি কিনামূল্যে সুবিধাজোগীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, এ জন্য সরকারী ব্যয় প্রয়োজন হবেনা ফলে প্রচুর রাষ্ট্রীয় অর্থ সাশ্রয় হবে যা অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করা যাবে।

তৃতীয়ত, যেহেতু এ ধরনের প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবেনা, তাই প্রকল্প বাস্তবায়নে অনেক সময় বেঁচে যাবে এবং কাজ কম হবে।

চতুর্থত, তৈরী অবকাঠামো পেলে বেসরকারী আবাসন ব্যবসায়ীরা আবাসন নির্মাণে উৎসাহিত হবে, ফলে শহরে বিনিয়োগ বাড়তে পারে।

পঞ্চমত, অবকাঠামো এবং সার্ভিস সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় নগরায়ন ত্বরান্বিত হবে।

বহু ধরনের অংশগ্রহণমূলক আবাসন নির্মাণের পদ্ধতি প্রচলিত আছে। সিলেটের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পদ্ধতি বেছে নিয়ে আবাসন নির্মাণ অগ্রসর হলে দ্রুত আবাসন সমস্যার অনেকটাই সমাধান হতে পারে। উদ্যোগী হয়ে পেশাদারদের মাধ্যমে নতুন অংশগ্রহণমূলক